Shyam Sundar Co.
Jewellers
Chandra Memorial
Football
Tournament
Umakanta Mini Stadium
2nd Dec 2022 To 8th Jan 2023
Organised by Tripura Football Association

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 30 November 2022 ■ আগরতলা ৩০ নভেম্বর, ২০২২ ইং ■ ১৩ অগ্রহায়ণ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বিলোনীয়ায় কংগ্রেসের প্রেস কনফারেন্সে সিংহ গর্জন, সাংবাদিককে বিজেপির দালাল বলায় প্রতিক্রিয়া

।। নীহার রঞ্জন সাহা।। বিলোনীয়া, ২৯ নভেম্বর।। বিলোনীয়ায় সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বীরজিৎ সিংহ মেজাজ হারিয়ে সাংবাদিককে বিজেপির দালাল বলে অ্যাখ্যায়িত করেছেন। তাঁর এই মন্তব্যে সাংবাদিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

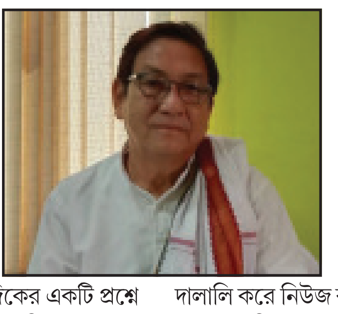

সংবাদে প্রকাশ, বিলোনীয়ায় কংগ্রেস ভবনে প্রেস কনফারেন্সে ক্তব্য রাখছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বীরজিৎ সিংহ। সাংবাদিক সম্মেলনে জনৈক সাংবাদিকের একটি প্রশ্নে শ্রী সিংহ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন। ওই সাংবাদিক প্রশ্ন করে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির কাছে জানতে চাওয়া হয় বিলোনীয়ায় দলের সাংগঠনিক কাজে একাধিকবার বীরজিৎ সিংহ নিজে এসেছেন অথচ কংগ্রেসের রাজ্য নেতৃত্বেদের মধ্যে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন, প্রাক্তন বিধায়ক আশীষ কুমার সাহা সহ অন্যরা আসছেন না কেন। এর পেছনে কি দলের আভ্যন্তরীণ কোন সমস্যা রয়েছে কিনা। এই প্রশ্ন শুনতেই বীরজিৎ সিংহ উত্তেজিত হয়ে ওঠেন।

সাংবাদিকের উদ্দেশ্যে বললেন বেরিয়ে যান। কোন কথা বলবো না। এছাড়া বীরজিৎ সিংহকে সাংবাদিক প্রশ্ন করে জানতে চান শোনা যাচ্ছে আপনি নাকি বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন। এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, হ্যা ভালই তো। আপনারাই বিজেপির দালালি করে পেইড নিউজ করছেন। তিনি আরো বললেন বিজেপির দালালি করে নিউজ করা হচ্ছে। তিনি এতটাই ক্ষেপে যান, আমন্ত্রিত সাংবাদিককে আঙ্গুল উঁচিয়ে বিলোনীয়া কংগ্রেস ভবন থেকে কেটে পড়ার জন্য হুঁশিয়ারি দেন।

ওই সাংবাদিক পাল্টা প্রশ্ন করেন সব সাংবাদিক কি বিজেপির দালালি করছে। উত্তরে শ্রী সিংহ জানালেন যে না। বীরজিৎ সিংহ কংগ্রেস ভবনে উপস্থিত স্থানীয় এক সাংবাদিকের প্রতি আঙ্গুল তুলে জানালেন উনি এই ধরনের কাজ করছেন। কোনরূপ তথ্য প্রমাণ রয়েছে কিনা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিলোনীয়া সীমান্তে উদ্ধারকৃত মৃতদেহ ১১ দিন পর পাঠানো হল বাংলাদেশে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৯ নভেম্বর।। অবশেষে আইনগত পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে মঙ্গলবার সকালে বাংলাদেশে পাঠানো হল মেজবাহ উদ্দিনের পচাগলা মরদেহ। মঙ্গলবার সকালে দুই দেশের পুলিশ প্রশাসন এবং সীমান্তরক্ষী বাহিনীর উচ্চ আধিকারিকদের উপস্থিতিতে পচাগলা মরদেহ হস্তান্তরিত হয় বাংলাদেশ প্রশাসনের নিকট।

উপস্থিত ছিলেন পরশুরাম থানার ওসি সইফুল ইসালম, বিজিবির কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার উমর ফারুক সহ অন্যান্যরা। এদিকে, ভারতীয় তথা ত্রিপুরা প্রশাসনের তরফে ছিলেন বলোনিয়া থানার ওসি পরিতোষ দাস, বিএসএফ কোম্পানি কমেন্ডেন্ট সৎপাল সিং সহ পদস্থ আধিকারিক ও অন্যান্য ব্যক্তিত্বরা।

প্রসঙ্গত, বেশ কিছুদিন আগে বিলোনিয়া বাঁশপদুয়া সীমান্তবর্তী বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা থেকে মেজবাহ উদ্দিনকে ধরে নিয়ে গেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীরা, এমনটাই অভিযোগ ছিল মেজবাহ উদ্দিনের পরিবার সহ এলাকাবাসীদের। পাশাপাশি গুলি করে হত্যা করা হয়েছে বলেও বিএসএফ এর দিকে অভিযোগের আঙ্গুল তুলেছিলেন নিহতের পইরবার।

যাই হোক ,ভারতীয় সীমান্তে মরদেহ পড়ে থাকার কারণে ১৭ নভেম্বর গভীর রাতে বিলোনীয়া থানার পুলিশ এবং সীমান্তরক্ষী বাহিনীর আধিকারিকদের উপস্থিতিতে মরদেহ উদ্ধার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মঙ্গলবার এমবিবি কলেজের রবীন্দ্র হলে 'ত্রিপুরায় শিক্ষার উন্নয়নে নতুন দিগন্ত' শীর্ষক এক আলোচনাচক্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে করে সস্ত্রীক উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়, মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসার (ডাঃ) মানিক সাহা, শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। ছবি নিজস্ব।

ধৃত দুই বাংলাদেশী নাগরিককে ইরানি থানায় হস্তান্তর বিএসএফের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ নভেম্বর।। সন্দেহ ভাজন চার বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিল বিএসএফ। জানা যায় কৈলাসহরের লাঠিয়াপুরা এলাকা থেকে তাদেরকে আটক করে বিএসএফ ২০ নং বাহিনীর জওয়ানরা। পরবর্তী সময় তাদেরকে ইরানি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

ইরানি থানার ওসি জানান ২৭ নভেম্বর রাতে বিএসএফ ২০ নং বাহিনীর জওয়ানরা লাঠিয়াপুরা এলাকা থেকে সন্দেহ ভাজন বাংলাদেশি নাগরিকদের আটক করে। তারা সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশ থেকে রাজ্যে আসার পর আটক করা হয়। সোমবার রাতে বিএসএফ ধৃতদের ইরানি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়। ধৃতদের মধ্যে দুইজন বাংলাদেশি নাগরিক এবং দুইজন ভারতীয় নাগরিক। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে ১৪০০কিমি পদযাত্রা করলেন কংগ্রেস নেতা কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ নভেম্বর।। কংগ্রেসের ভারত জোড়ো-ত্রিপুরা বাঁচাও যাত্রা রাজ্যের ৬০ টি বিধানসভা কেন্দ্র পরিক্রমা করেছে। মঙ্গলবার প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে সাংবাদিক সম্মেলন করে জানান কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ।

সমাপ্ত হল প্রদেশ কংগ্রেসের ভারত জোড়ো, ত্রিপুরা বাঁচাও যাত্রা। ১৯ নভেম্বর থেকে শুরু হয়েছিল প্রদেশ কংগ্রেসের ভারত জোড়ো, ত্রিপুরা বাঁচাও যাত্রা। ২৮ নভেম্বর এই যাত্রা শেষ হয়েছে। প্রায় ১০ হাজার পদ যাত্রী রাজ্যের ৬০ টি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রায় ১৪০০ কিলোমিটার রাস্তা পরিক্রমা করেছে। প্রদেশ কংগ্রেসের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১২০০ কিলোমিটার পদযাত্রা করার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায় ১৪০০ কিলোমিটার পদযাত্রা করা হয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঘরে ঘরে বিজেপি অভিযান করলেন দলের প্রদেশ সভাপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ নভেম্বর।। ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ৬০ টি বিধানসভা এলাকায় ২৭ নভেম্বর থেকে এক যোগে শুরু হয়েছে বিজেপির ঘর ঘর অভিযানের। দলীয় নির্দেশ মোতাবেক চলছে ঘর ঘর অভিযান। সোমবার থেকে সুরু হয়েছে বুথ স্তরে ঘর ঘর অভিযান।

পূর্ব ঘোষণা মোতাবেক মঙ্গলবার ৯ বনমালিপুর বিধানসভা কেন্দ্রে ঘর ঘর অভিযানে অংশ নেন বিজেপি-র প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য। এদিন ১২ নম্বর বুথে অভিযানের অঙ্গ হিসাবে বাড়ি বাড়ি যান তিনি। সঙ্গে ছিলেন মণ্ডল সভাপতি দীপক কর সহ অন্যান্যরা। বিজেপির সর্ব ভারতীয় সভাপতির নির্দেশ মেনে প্রদেশ বিজেপি কাজ করছে।

মানুষ বিজেপিকে গ্রহণ করছে। রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের কাজগুলিকে নিয়ে মানুষের কাছে যাওয়া হচ্ছে। ঘর ঘর অভিযানের মাধ্যমে মানুষের সাথে সংযোগ স্থাপন করা হচ্ছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নতুনবাজারে পুকুরে স্নান করতে গিয়ে বৃদ্ধার মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ নভেম্বর।। মঙ্গলবার-সাত সকালে নিজ বাড়ির পুকুরে স্নান করতে গিয়ে ঘাটের সিড়ি থেকে পরে মৃত্যু হয়েছে এক মহিলার। মঙ্গলবার সকালেই গভীর শোকের ছায়া নেমে আসলো নতুন বাজার সংলগ্ন এলাকায়। জানা যায় সকালে পুকুরের জলে স্নান করতে নামার চেষ্টা করেছিলেন ৮০ বছরের এক বৃদ্ধা। বেকায়দায় পুকুরের জলে পড়ে মৃত্যু হয় ৮০ বছরের মমতা সাহা নামে মহিলার।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় নতুনবাজার স্কুল সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা মমতা সাহা রোজদিনের মত আজও সকাল ৮টা নাগাদ পুকুরে স্নান করতে যান। আধা ঘন্টা হয়ে গেলেও বাড়িতে ফিরে না ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভাই-ভাতিজাদের নিয়ে গলা টিপে স্ত্রীকে হত্যা, স্বীকারোক্তি স্বামীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ নভেম্বর।। মৃতদেহ উদ্ধারের পর তদন্তে নেমে ২ ঘণ্টার মধ্যে ৫ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল ধর্মনগর মহিলা থানার পুলিশ। মঙ্গলবার ধৃতদের আদালতে সোপর্দ করা হয়। ধর্মনগর থানা এলাকার যুবরাজ নগর বিধানসভার মঙ্গলখালী তিন নং ওয়ার্ড থেকে রহস্যজনক ভাবে লক্ষ্মী রাণী মাহিষ্যদাসের নগ্ন মৃতদেহ উদ্ধার হয় সোমবার। দীর্ঘ প্রায় ৬ মাস নিখোঁজ থাকার পর এদিন মৃতদেহ হয় মহিলার।

এই ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ ৫ জনকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতরা হল মৃত গৃহবধূর স্বামী অজয় মাহিষ্যদাস, দুই ভাসুর পুতুল মাহিষ্যদাস ও অধির মাহিষ্যদাস, দুই ভাসুর পুত্র কৃষাণ মাহিষ্যদাস ও অনিমেষ মাহিষ্যদাস। ধৃতদের সোমবার মঙ্গলখালী এলাকা থেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। উত্তর জেলার পুলিশ সুপার ডাঃ কিরণ কুমার কে জানান দুই ঘণ্টার মধ্যে রহস্য উদ্ঘাটন করতে সক্ষম হয় পুলিশ। ৫ জন মিলেই গৃহবধুকে হত্যা করে। জানা গেছে ৬ মাস পর্বে মহিলা বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। কুমারঘাট এলাকায় থাকত গৃহবধূ লক্ষ্মী রাণী মাহিষ্যদাস।

সোমবার ৬ মাস পর স্বামীর বাড়িতে আসেন তিনি। বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফল প্রকাশ নিয়ে নীরব জেআরবিটি আন্দোলনের হুঁশিয়ারী যুব কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ নভেম্বর।। চাকুরি প্রত্যাশিত বেকার যুবক-যুবতীদের বহু প্রতীক্ষিত জে আর বি টি -র গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি ফলাফল প্রকাশ করা হচ্ছে না। এর বিরুদ্ধে সরব হলো প্রদেশ যুব কংগ্রেস। মঙ্গলবার দুপুরে আচমকা জে আর বি টি -র অফিসে গিয়ে ঘেরাও করে তারা। উপস্থিত প্রদেশ যুব কংগ্রেসের সভাপতি রাখু দাস জানান, দীর্ঘ এক বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, এখন পর্যন্ত ফলাফল ঘোষণার কোন উদ্যোগ নেই সংশ্লিষ্ট দপ্তরের। উদাসীন রাজ্য সরকার।

মন্ত্রীরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রেখে দিনক্ষণ বলে দিচ্ছেন কবে প্রকাশিত হবে, কিন্তু ফলাফল প্রকাশের কোন উদ্যোগ নেই দপ্তরের। তাই আজ বিক্ষোভ থেকে দপ্তরের অফিসারদের উদ্দেশ্যে বার্তা দেওয়া হচ্ছে যদি ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ফলাফল প্রকাশ না হয় তাহলে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি ঘেরাও করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন তারা।

কিন্তু জে আর বি টি -র ফলাফল প্রকাশ করা নিয়ে রাজ্য সরকারের স্নায়ুর চাপ ক্রমশ বাড়ছে বলে সূত্রে খবর। কারণ যদি ফলাফল নিয়ে কোন ধরনের অনিয়ম হয় তাহলে যুবক যুবতীদের কাছে আইন কানুনের দরজা খোলা রয়েছে। তাই ফলাফল প্রকাশ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সমাজদ্রোহীর বিরুদ্ধে শাস্তির দাবীতে পূর্ব থানায় ডেপুটেশন অটো চালকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ নভেম্বর।। সমাজদ্রোহীর বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে মঙ্গলবার পূর্ব আগরতলা থানার দ্বারস্থ হল জিবি অটো স্ট্যান্ডের অটো চালকরা।

অটো চালকরা জানান দীর্ঘ দিন ধরে সুশান্ত সরকার ওরফে লিটন মোদক নামে এক সমাজদ্রোহী দীর্ঘদিন ধরে তাদের উপর জুলুমবাজি করছে। জিবি-চন্দ্রপুর, জিবি-ধলেশ্বর, জিবি-মোটরস্ট্যান্ড সড়কের অটো চালকদের প্রতিনিয়ত সে হুমকি প্রদর্শন করে, তাদের কাছ থেকে

অর্থ আদায় করে নিয়ে যাচ্ছে। অভিযুক্ত সমাজদ্রোহী নিজেকে শাসক দলের শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্ব পরিচয় দিয়ে এই জুলুমবাজি করে আসছে দীর্ঘ সাড়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তেলিয়ামুড়ায় দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত পাঁচজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৯ নভেম্বর।। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় হেলমেট বিহীন ভাবে দ্রুত গতিতে বাইক চালানোর ফলে বাইক ও যাত্রীবাহী অটো গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে ভয়াবহ যান দুর্ঘটনায় আহত ৫। ঘটনা, তেলিয়ামুড়া থানাধীন গোলাবাড়ি রেলব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় তেলিয়ামুড়া-ঘিলাতলী সড়কে মঙ্গলবার বিকেল নাগাদ।

একটি যাত্রীবাহী অটো গাড়ি ঘিলাতলী থেকে যাত্রী নিয়ে তেলিয়ামুড়া-ঘিলাতলী সড়ক ধরে তেলিয়ামুড়ার দিকে আসার পথে গোলাবাড়ি রেলব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় আসা মাত্রই অপর দিক থেকে আসা দ্রুতগতির সম্পূর্ণ একটি বাইকের সঙ্গে অটো গাড়িটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। জানা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাতীয় শিক্ষা নীতির বাস্তবায়নে ত্রিপুরার প্রশংসা করলেন উপরাষ্ট্রপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ নভেম্বর।। ত্রিপুরার উন্নয়ন এখন বিভিন্ন ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হচ্ছে। শিক্ষাক্ষেত্র তার মধ্যে অন্যতম। শিক্ষার মাধ্যমেই পরিবর্তন ও উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। আজ আগরতলার মহারাজা বীরবিক্রম কলেজের রবীন্দ্র হলে 'ত্রিপুরায় শিক্ষার উন্নয়নে নতুন দিগন্ত' শীর্ষক এক আলোচনাচক্রের উদ্বোধন করে উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় জাতীয় শিক্ষা নীতির বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপ এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে অসংখ্য সাফল্যের জন্য ত্রিপুরার প্রশংসায় একথা বলেন। আলোচনাচক্রের উদ্বোধনের আগে উপরাষ্ট্রপতি রবীন্দ্র হলের একতলায় "ত্রিপুরার ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য' শীর্ষক প্রদর্শনীরও উদ্বোধন করেন।

এদিন উপরাষ্ট্রপতি বলেন, ত্রিপুরায় এসে যে তিনটি বিষয় সবচেয়ে ভালো লেগেছে সেগুলি হলো, এখানকার মানুষের আন্তরিক অভ্যর্থনা, রাজ্যের উন্নয়নচিত্র ও ভগবান প্রদত্ত ত্রিপুরার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। তিনি বলেন, এ রাজ্যে শিক্ষাক্ষেত্রের এখন দ্রুত উন্নতি হচ্ছে। জাতীয় পর্যায়েও ভারতের অগ্রগতি হচ্ছে এবং দেশের এই উন্নয়ন অপ্রতিরোধ্য। ভারত এখন আন্তর্জাতিক স্তরে ৫ম বৃহত্তম অর্থনীতির স্থান পেয়েছে এবং এই দশক শেষ হতে হতে এই আর্থিক উন্নয়ন আরও অনেকটা এগিয়ে যাবে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দূরদর্শী চিন্তাধারার প্রশংসা করে উপরাষ্ট্রপতি বলেন, দীর্ঘ ৩৪ বছর পর প্রধানমন্ত্রী পুরনো শিক্ষানীতি বাতিল করে নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি চালু করেছেন। উপরাষ্ট্রপতি জানান, তিনি নিজেও এই নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি গঠন প্রক্রিয়ায় জড়িত ছিলেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকেও পরামর্শ নিয়েই এই নীতি তৈরি করা হয়েছে। এই শিক্ষানীতি সরকারের এক মাইলস্টোন সাফল্য বলে বর্ণনা করেন তিনি। এই নীতির ফলে সবাই যার যার মেধার বিকাশের সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর সুযোগ পাচ্ছে।

তাঁর মতে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির অ্যাক্ট ইস্ট পলিসির কারণে এখন উত্তর পূর্বাঞ্চলে প্রভূত উন্নয়ন হচ্ছে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিকাশে পৃথক মন্ত্রক রয়েছে। উন্নয়নের শর্ত এবং সূচকও বদলেছে। এই উন্নয়নমূলক প্রক্রিয়ায় ত্রিপুরা নিজের জন্য এক আলাদা জায়গা করে নিয়েছে। এই উন্নয়নে শিক্ষার এক বিরাট ভূমিকা রয়েছে।

তাঁর কথায়, এক সময়ে উদ্ভাবনী ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটানো খুবই কঠিন ছিল। কিন্তু এখন সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে এই সুযোগ তৈরি হয়েছে। নতুন নতুন স্টার্ট আপ তৈরি হচ্ছে। ২০২২ সালে ভারতের বহু কোম্পানি ইউনিকর্ন কোম্পানির মর্যাদা লাভ করেছে। ভারতে যে গতিতে উন্নতি হচ্ছে আর কোনও দেশে সেভাবে হচ্ছে না। কোভিডের সময়েও ভারতের মানবিক উদ্যোগ প্রশংসিত হয়েছে।

আজ উপরাষ্ট্রপতি বলেন, বিশ্বের এমন কোনও শিল্প নেই যেখানে ভারতীয়রা নেই। তাই আমরা গর্বিত আমাদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দলীয় কর্মীর বাড়িতে হামলা ও মারধর প্রতিবাদে বিশালগড়ে সিপিএমের মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ নভেম্বর।। সিপিআইএম দক্ষিণ অঞ্চল কমিটির সদস্য বিনয় ভূষণ নাথের বাড়িতে রাতের অন্ধকারে হামলা চালায়। এর বিরুদ্ধে মঙ্গলবার বিশালগড় বাজারে এক বিক্ষোভ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, সোমবার রাতে বিশালগড় মহকুমার সিপিআইএম দক্ষিণ অঞ্চল কমিটির অফিস দীর্ঘ সাড়ে চার বছর পর পুনরায় খোলা হয় সোমবার। দুর্বত্তরা রাতের অন্ধকারে সিপিআইএম দক্ষিণ অঞ্চল কমিটির সদস্য বিনয় ভূষণ নাথের বাড়িতে রাতের অন্ধকারে হামলা চালায় এবং বিনয় ভূষণ নাথকে মারধর করে বলে অভিযোগ।

তার প্রতিবাদ জানিয়ে বিশালগড় সিপিআইএম মহকুমা কমিটির উদ্যোগে অফিস টিলা থেকে সিপিএম কর্মীদেরকে নিয়ে বিশালগড় বাজারে এক বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত করা হয়। এদিন এই বিক্ষোভ মিছিলে উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম বিশালগড় মহকুমা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৯ ◘ সংখ্যা ৫০ ◘ ৩০ নভেম্বর ২০২২ ইং ◘ ১৩ অগ্রহায়ণ ◘ বুধবার ◘ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

হিংসামুক্ত রাজনীতিই কাম্য

বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রাখিয়া রাজ্যে হিংসাত্মক কার্যকলাপ দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। তাহাতে সাধারন মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত। জননিরাপত্তা রীতিমতো প্রশ্নচিহ্নে দাঁড়াইতেছে। সংসার বাতাবরণ রাজ্যের উন্নয়ন কর্মযজ্ঞে বড় ধরনের বাধা হইয়া দাঁড়াইতে পারে। জাহা মোটেই কাম্য হইতে পারে না। সুস্থ সমাজ সুষ্ঠু রাজ্য সুষ্ঠু দেশ গঠনের স্লোগান তুলিয়া রাজনৈতিক ব্যাপারীরা জনগণের মন জয় করিয়া ভোটের বৈতরণী পার হইয়া থাকেন। ভোটের আগে পর্যন্ত ভোটাররা ভোট প্রার্থী অর্থাৎ রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে গণদেবতা হিসাবে নমস্য হইয়া থাকেন। ভোট প্রচারে গিয়া করে ভোট প্রার্থনা করেন। এই চিত্র প্রতিনিয়ত সর্বত্র পরিলক্ষিত হইয়া আসিতেছে। অথচ জনগণের ভোটে নির্বাচিত হইয়া দেবতা তুল্য ভোটারদের বেমালুম ভুলিয়া যান নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা। যাহাদেরকে গণদেবতা বলিয়া কড় জুড়ে জয় করিবার জন্য আবেদন নিবেদন করিয়াছিলেন তাহারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির কাছে তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের বিষয় হইয়া ওঠেন। জনগণের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি নিজেকে ঈশ্বর তুলল বলিয়া মনে করেন। ইহা কোনভাবেই কাম্য হতে পারে না। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ইহা খুবই দুর্ভাগ্যের ।দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন। ছোটবেলা থেকেই আমরা শুনিয়া আসিয়াছি এটাই নাকি রাজধর্ম। কিন্তু দুষ্টের দমনের মূলে যদি থাকে বিভেদের রাজনীতি? তাহাকে কি রাজধর্ম হিসাবে মানিয়া নেব ,না অধর্মের শাসন মনে করিব? এ নিয়া সত্যি কোনও তর্ক থাকিতে পারে? এ প্রসঙ্গ এখন বিশ্বজুড়িয়াই আলোচনার কেন্দ্রে। তবে তথ্য যাহি বলিতেছে তাহা হইল বিভেদ ও বিবাদ যেমন সংসারে ঘুণ ধরায়, ঠিক তেমনি দেশের উন্নয়নের পথেও কাঁটাহইয়া দাঁড়ায়। আবার উল্টোদিকে নাগরিকের স্বার্থে সামাজিক ভাবে সুস্থির রাষ্ট্র পাশে থাকিলে উন্নয়নের ফল ভোগ করে সে দেশের প্রতিটি মানুষ ।আমরা বলিতেই পারি, এ আবার নতুন করিয়া জানিবার কী আছে? এ তো সাধারণ বুদ্ধিই বলিয়া দেয়। হয়ত। কিন্তু সাধারণ বুদ্ধিকে তথ্য দিয়া যাচাই করিয়া নেওয়াই তো গবেষকের কাজ। কারণ, অনেক সময় স্বাভাবিক বুদ্ধি দিয়া বা আপাত দৃষ্টিতে যা ঠিক মনে হয়, তাহা আসলে হানিকরও হইয়ি উঠিতে পারে। যাহা প্রাসঙ্গিক তাহা হইল আমাদের আর্থিক বৃদ্ধি নিয়া হইচইয়ের সঙ্গে তাল মিলাইয়া সামাজিক প্রায় প্রতিটি সূচকে চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দেওয়া অবনমন। ক্রমবর্ধমান সামাজিক হিংসার সঙ্গে পা মিলাইয়া বাড়িতে থাকা আর্থিক বৈষম্য ।এটা যে শুধু আমাদের দেশের সমস্যা তাহা নয়। তথাকথিত উন্নত দুনিয়াতেও এই সামাজিক হিংসা ও বৈষম্য কোভিডের মতোই অতিমারির আকার নিয়াছে। এদিকে ব্যতিক্রম হইয়া এখনও সুইডেন, নরওয়ে, ফিনল্যান্ডের মতো নর্ডিক দেশগুলি মেরুর অন্যপ্রান্তে দাঁড়াইয়া লাতিন আমেরিকায় কলম্বিয়ার মতো দেশগুলি ক্রমাগত আমাদের চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া চলিয়াছে সামাজিক হিংসা উন্নয়নের পথকে ঠিক কতটা পিচ্ছিল করিয়া তুলিতে পারে।এ শুধু মুখের কথা বা শুধুই বিরোধী রাজনীতির স্লোগান কি না তাহাও খতিয়ে দেখিয়াছেন অনেকেই। সামাজিক ও রাজনৈতিক হিংসা উন্নয়নের রাস্তাকে কী ভাবে পিচ্ছিল করিয়া তোলে তাহার অনুসন্ধানও অনেকেই করিয়াছেন। যে কোনও দেশেই রাজনৈতিক ও সামাজিক হিংসা উন্নয়নের প্রতিবন্ধক। কলম্বিয়াকে ধরিয়া আর্থিক তথ্য যাচাই করিয়া দেখা গিয়াছে রাজনৈতিক ও সামাজিক হিংসা লগ্নির পথে অন্তরায়, এবং তাহা সামাজিক ও আর্থিক পরিকাঠামো পঙ্গু করিয়া দেয়। শুধুই ক্ষোভ হিংসার রাজনীতির মূলে নয়। ক্ষোভ তৈরি করে, তাহার পর তাহার উপর ভর করিয়া তৈরি করা হিংসা আর্থিক লাভ এবং ক্ষমতার উৎস হইয়া ওঠে। বিভেদের রাজনীতি যেমন ক্ষমতা কুক্ষিগত করিয়া রাখিতে চায় একটি বিশেষ শ্রেণির মধ্যে, ঠিক একই ভাবে এই রাজনৈতিক বলয় তৈরি করে এক বিশেষ ব্যবসায়ী শ্রেণি। রাজনৈতিক ও আর্থিক ক্ষমতা তখন এই দুই শ্রেণির মধ্যে এমন এক নির্ভরশীলতা তৈরি করে যে তাহা ভাঙা দুঃসাধ্য হইয়া ওঠে।চিন্তার ব্যাপার , এই হিংসার রাজনীতি বিভিন্ন স্তরে শুধু বৈষম্যই তৈরি করে না, রাষ্ট্রযন্ত্রকেও সাধারণের কাছ থেকে দূরে নিয়া যায়, আইনের পথে শাসনের ক্ষমতাকে সঙ্কুচিত করে যাহা পরবর্তী কালে দমননীতির রাস্তা মসৃণ করে।এর থেকে বের হইয়া আসিবার রাস্তা হইল শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রসার। কিন্তু এই গবেষণার প্রতিপাদ্যই স্পষ্ট করিয়া দেয় যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের প্রসার এই কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার পরিপন্থী। তবে যে দেশে সামাজিক ও রাজনৈতিক হিংসার রমরমা সে দেশে নাগরিকমুখী এ ব্যবস্থা কাহার হাত ধরিয়া বা কী ভাবে আসিবে তাহা নিয়া সন্দেহ রহিয়াছে।

আমাদেরকে এমন সমাজ গঠন করিতে হইবে যাহাতে নাগরিকদের উন্নত জীবনযাত্রার মান এবং নাগরিকদের মধ্যে অধিকারের এবং সেই অধিকার কার্যকর করিবার মধ্যে কোনও বৈষম্য না থাকে। এই জায়গাটায় তৈরি হইয়াছে অবাধ বাজার এবং কল্যাণমুখী রাষ্ট্রের এক দক্ষ মিশ্রণে। মাথায় রাখিতে হইবে যে এই ব্যবস্থার বিরোধীও আছেন। তাঁহাদের আপত্তি নাগরিক জীবনে রাষ্ট্রের ব্যাপক উপস্থিতি নিয়া। কিন্তু এটাও ঠিক যে গড়ে ২৫ শতাংশ নাগরিকের বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার ডিগ্রি আছে এবং সেই শিক্ষার খরচ রাষ্ট্রই বহন করে। নাগরিকের বাকস্বাধীনতা ও ব্যক্তি স্বাধীনতার ক্ষেত্রেও এ দেশগুলি কিন্তু বিশ্বের সব রাষ্ট্রের শীর্ষে ।রাজধর্ম যদি হয় নাগরিকের স্বার্থ রক্ষা তাহা হইলে তাহা একমাত্র হইতে পারে বিভেদ এড়াইয়া আইনের শাসনেই। শিক্ষা ও সামাজিক কল্যাণকে শাসনের একমাত্র অভিমুখ করিয়া তুলে। আর তাহার প্রাথমিক পদক্ষেপই কিন্তু সামাজিক ও রাজনৈতিক হিংসাকে অস্ত্র নয়, শত্রু মানিয়াই এগিয়ে যাওয়া।

ঝালদায় পাতকুয়ো ধসে মাটি চাপা পড়ে মৃত মহিলা, ৯ ঘণ্টার চেষ্টায় উদ্ধার মৃতদেহ

ঝালদা, ২৯ নভেম্বর (হি.স.) : পাতকুয়ো ধসে মাটির নীচে চাপা পড়লেন এক গৃহবধূ। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটার অন্তত ৯ ঘন্টা পরে মাটি চাপা পড়া ওই মহিলাকে উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে পুরুলিয়ার ঝালদা থানার মাঘা গ্রামে। উদ্ধারের পরে ঝালদা ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে ওই মহিলাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, মাটি ধসে পড়ে মৃত ওই মহিলার নাম ইন্দ্রাণী সিং গনঝু। ধস চাপা পড়া ওই গৃহবধূকে উদ্ধারের জন্য গ্রামে পৌঁছয় বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের কর্মীরা, দমকল বিভাগ ও ঝালদা থানার পুলিশ। মাটি কাটতে আনা হয় জেসিবি মেশিন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার দুপুরের দিকে বাড়ির পাশের ওই কুয়োয় পাশে বসে এঁটো বাসনপত্র ধুচ্ছিলেন গ্রামবাসী তিন মহিলা। সেইসময়ে হঠাৎ কুয়োয় ধস নামে। একজন ধস চাপা পড়লেও ভাগ্যের জেরে বেঁচে যান বাকি দুই মহিলা। স্ত্রীর মৃত্যুর পরে শোকার্ত স্বামী অমর সিং গনঝু।

ক্যাবিনেট বৈঠকের দিন শিলচরে কংগ্রেসের অনশন ধর্মঘট

শিলচর (অসম), ২৯ নভেম্বর (হি.স.) : আজ মঙ্গলবার শিলচরে অনুষ্ঠিত হয়েছে বহু প্রত্যাশিত রাজ্য ক্যাবিনেট বৈঠক। আর এদিনই শিলচর জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ের সামনে বিভিন্ন দাবিতে অনশন ধর্মঘট পালন করেন বরাক উপত্যকার কংগ্রেস নেতা ও কর্মীরা। শিলচর, হাইলাকান্দি এবং করিমগঞ্জ জেলা কংগ্রেস কমিটির যৌথ উদ্যোগে এদিন সকাল ১০টা থেকে অনশন ধর্মঘট শুরু হয় শিলচরে। অসম সরকারের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী নিয়োগে বরাক উপত্যকার বেকার প্রার্থিদের বঞ্চনা, করিমগঞ্জ শহরে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল স্থাপন করা, হাইলাকান্দি জেলায় অবিলম্বে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা, মহাসড়কের বালাছড়া থেকে জাটিঙ্গা পর্যন্ত ৪৯ কিমি সড়কের কাজ অবিলম্বে সম্পন্ন করা, শিলচর থেকে গুয়াহাটি যাতায়াতে বিকল্প রাস্তা নির্মাণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণের সুব্যবস্থা, স্থানীয় সুপারি ব্যবসার অনুমতি প্রদান ইত্যাদি নানা দাবিৰ ভিত্তিতে পালিত অনশন ধর্মঘট চলে বিকাল ৪-টা পর্যন্ত।

প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনায় নভেম্বরের ঘটনাবহুল দিনগুলো

নাজমুল আহসান শেখ

১৫ আগস্ট ১৯৭৫-এর নারকীয় হত্যাকাণ্ডের পর মাসখানেক অতিবাহিত হয়ে গেছে। ইতোমধ্যেই খুনি মোশতাক বঙ্গভবনে পাকাপোক্তভাবে গেড়ে বসেছে। মোশতাকের পছন্দের ব্যক্তিকে সেনাপ্রধান হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে এবং আরও লজ্জাজনক ব্যাপার হলো, একজন বিদেশি নাগরিক অবসরপ্রাপ্ত বৈমানিক এমজি তওয়াবকে বিমানবাহিনীর প্রধান হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ বেতার হয়ে গেছে ‘রেডিও বাংলাদেশ’, আর ‘রেডিও বাংলাদেশে’ উর্দু সিনেমার গান প্রচার নিয়মিত ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। ১৫ আগস্টের নারকীয় হত্যাকাণ্ডের পর থেকেই খুনি মোশতাক ও ফারুক-রশীদ গং সেনাবাহিনীর চেইন অব কমান্ড ভেঙে ‘ট্যাংকের নিরাপত্তাবলয়ে’র ভেতর অবস্থিত বঙ্গভবনে অবস্থান করছিল আর একইসঙ্গে দেশে স্বাধীনতাবিরোধী এবং পাকিস্তানপন্থিদের সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তিদের প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করে চলছিল। ১৫ আগস্টেই ‘বিমানবাহিনী’র কিছু সদস্য এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন; কিন্তু বিশ্বাস করার মতো কোনো নেতাকে পাওয়া যায়নি। সবাই বিভ্রান্ত, কেউ জানত না কী করণীয়, তাই সবাই অনেকটা ভেড়ার পালের মতো আচরণ করছিল।

এ অবস্থায় বীর মুক্তিযোদ্ধা স্কোয়াড্রন লিডার লিয়াকত আলী খানের (বীরউত্তম) উদ্যোগ ও নেতৃত্বে বিমানবাহিনীর জুনিয়র অফিসাররা সিদ্ধান্তগ্রহণ করলেন-যা করণীয়, তা আমাদেরই করতে হবে। সেই সময়ের বিমানবাহিনীর অসম-সাহসী কয়েকজন বৈমানিকের মধ্যে আরও ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা স্কোয়াড্রন লিডার বদরুল আলম (বীরউত্তম), ফ্লাইট লে. জামালউদ্দিন আহমেদ, ফ্লাইট লে. ইকবাল রশীদ, ফ্লাইট লে. সালাহউদ্দিন এবং আরও কয়েকজন।

মোশতাকের ক্ষমতাচ্যুতি :- নেপথ্যের একজন বৈমানিকের ভাষায়-‘‘একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে ১৯৭৫ সালে সপরিবারে জাতির পিতা এবং তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনদের নৃশংস হত্যাকাণ্ড আমাদের কাছে ছিল একইসঙ্গে প্রচণ্ড রকমের আঘাত এবং বিস্ময়, যা আমি কখনোই মেনে নিতে পারিনি। আশ্চর্যজনকভাবে এ ন্যক্কারজনক ঘটনার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিরোধ হয়নি, ঘটনার আকস্মিকতায় সমগ্র জাতি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল সেদিন। আওয়ামী লীগ এবং তার সহযোগী বিশাল সংগঠনগুলোও ছিল নিশ্চুপ! নেতাদের অনেকেই মোশতাকের মন্ত্রিসভায় যোগ দিয়েছিলেন; বাকি নেতারা বন্দি হয়েছিলেন অথবা আত্মগোপন করেছিলেন।

সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে স্কোয়াড্রন লিডার লিয়াকত আলী খান (বীরউত্তম), আমার স্কোয়াড্রনে আসেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, বর্তমান অবস্থা নিয়ে আমি কী ভাবছি? আমি বরাবরের মতোই বললাম, ‘বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিশোধ নিতে হবে।’ আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘আপনার কী পরিকল্পনা? তিনি বললেন, যে কোনো মূল্যে সামরিক বাহিনীর চেইন অব কমান্ড পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে এ হত্যার প্রতিশোধ নিতে হবে। সেনা (পদাতিক) বাহিনী এ হত্যার প্রতিশোধ নিতে উন্মুখ; কিন্তু ট্যাঙ্কের বিরুদ্ধে তাদের বিমানবাহিনীর সাহায্য প্রয়োজন। আমি তখন লিয়াকতকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘আমার কী করণীয়?’ লিয়াকত বললেন, ‘দুটি এমআই ৮ হেলিকপ্টার, অস্ত্র, গোলাবারুদ ও ক্রুসহ প্রস্তুত করতে হবে; মিগ ২১ স্কোয়াড্রন ও ক্রু প্রস্তুত।’ আমি লিয়াকতকে বললাম, ‘আমার দুই দিনের সময় দরকার কোনো ধরনের কমিটমেন্ট করার আগে।’ আমি এয়ার কমোডর বাশারের সঙ্গে দেখা করলাম এবং সংক্ষেপে আমাদের পরিকল্পনার কথা জানালাম। এয়ার কমোডর বাশার ১৯৭১ সালে আমার সেক্টর কমান্ডার ছিলেন এবং তার প্রতি আমার শতহীন আনুগত্য ছিল। তার সম্মতি পাওয়ার পর আমি লিয়াকতকে আমার পক্ষ থেকে কমিটমেন্ট নিশ্চিত করলাম এবং প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি শুরু করলাম।

লিয়াকত খুবই উৎসাহী ছিলেন এবং সবসময় বলতেন বঙ্গবন্ধু হত্যার বদলা নিতে হবে; আমিও কোনো কিছুর পরোয়া করিনি; কারণ আমারও একই উদ্দেশ্য ছিল। আমার ধারণা ছিল, এ সামরিক পরিবর্তনের মাধ্যমে সামরিক বাহিনীর চেইন অব কমান্ড পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার সঙ্গে সঙ্গে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, কামারুজ্জামান, মনসুর আলীসহ বেসামরিক সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হবে; এবং অন্য সব জাতীয় প্রতিষ্ঠানের ধারাও পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হবে।

আমাদের পরিকল্পনা প্রকাশ হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা হওয়ায় আমরাও মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম। তৎকালীন সিজিএস ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ (বীরউত্তম) আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য সিনিয়র অফিসার হিসাবে পরিগণিত হন। কর্নেল শাফায়াত জামিল (বীরবিক্রম) এবং মেজর হাফিজ (বীরবিক্রম), ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফকে প্রস্তাব দিলে তিনি সঙ্গে সঙ্গেই সম্মতি দেন। ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ (বীরউত্তম) নেতৃত্ব প্রদানে সম্মত হলে আমি তখন অভিযান শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় ক্রু, টেকনিশিয়ান, ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার, অনান্য বিমানসেনা, গোলাবারুদ ও রসদ, নির্বাচন ও সংগ্রহ শুরু করে দেই। এয়ার ক্রুদের মধ্যে ছিলেন ফ্লাইট লে. কাইউম, পাইলট অফিসার দিদার। অক্টোবরের মধ্যেই আমাদের পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি চূড়ান্ত হয়ে যায়।

২ নভেম্বর মধ্যরাতে লিয়াকত আমার বাসায় আসে এবং জানায়, ‘আমরা আজ সকালে অভিযান শুরু করব। পরিকল্পনামতো মধ্যরাতে মেজর ইকবাল বঙ্গভবন থেকে পদাতিক বাহিনী নিয়ে চলে আসেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে আমার দলকে কাজে নিয়োজিত করি। লিয়াকত নিখুঁত এক পরিকল্পনা করেছিল। ফ্লাইট লে. মিজান (যোগাযোগ) সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর যোগাযোগ ব্যবস্থা অকেজো করে ফেলেন, যাতে অন্য কেউ যোগাযোগ করতে না পারে বা এ অভিযানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে না পারে। আর্মামেন্ট অফিসার আর্মরি থেকে প্রয়োজনীয় ‘পড ও রকেট’ সরবরাহ করেন। গ্রাউন্ড কমব্যাট কমান্ডার ফ্লাইট লে. ওয়ালী খন্দকার বিমানবন্দর এবং গুরুত্বপূর্ণ জায়গার নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন, যেন কেউ বাইরে থেকে প্রবেশ করতে না পারে। আমাদের একজন বন্ধু (বাংলাদেশ বিমানের পাইলট) বিমানের মাইক্রোবাস দিয়ে আমাদের পরিবহণে সাহায্য করেন; কারণ আমরা যত কম সম্ভব বিমানবাহিনীর জনবল ব্যবহার করতে চেয়েছিলাম। এয়ার ট্রাফিক কন্টোলারও (এটিসি) প্রস্তুত ছিল। আমি ক্রুদের সঙ্গে নিয়ে ভোর ৪টার মধ্যেই হেলিকপ্টার ও উড়োজাহাজ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে ফেলি। ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট ঘুম থেকে জেগে ওঠার আগেই অস্ত্রসজ্জিত একটি হেলিকপ্টার ও দুটি মিগ আকাশে উড়ে যায়!’

৩ নভেম্বর ভোর : ভোরের আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের ইতিহাসে সেই প্রথম সম্পূর্ণ অস্ত্র এবং গোলাবারুদসহ কোনো হেলিকপ্টার আকাশে উড়ে, এবং বঙ্গভবন ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অবস্থানরত ট্যাংকগুলোর ওপর আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে চক্কর দিতে থাকে। বলা বাহুল্য, ফারুকের নেতৃত্বাধীন ট্যাংকগুলো বঙ্গভবন পাহারা দিচ্ছিল। মোশতাকের ক্ষমতাচ্যুতি নেপথ্যের একজন বৈমানিকের ভাষায়-‘স্কোয়াড্রন লিডার বদরুল আলম (বীরউত্তম) এবং আমি সেই হেলিকপ্টারের দায়িত্বে ছিলাম। স্কোয়াড্রন লিডার লিয়াকত ছিলেন সম্পূর্ণ অভিযানের সমন্বয়কের দায়িত্বে।

এমআই ৮, হেলিকপ্টারটি ৬৪টি ট্যাঙ্কবিধ্বংসী রকেট বহন করেছিল; এবং প্রতিটি মিগ ২১ পর্যাপ্তসংখ্যক ট্যাঙ্কবিধ্বংসী রকেট বহন করছিল। বঙ্গভবন ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অবস্থানরত ট্যাঙ্কগুলো এবং রেডিও অফিস সবসময়ই আমাদের নিশানার মধ্যে ছিল। আমরা আক্রমণ করার জন্য লিয়াকতের নেতৃত্বাধীন গ্রাউন্ড কন্টোলের কাছে অনুমতি চাই। লিয়াকত বারবার অনুমতি চান; কিন্তু ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ (বীরউত্তম) আমাদের অনুমতি দেননি? প্রতিবার যখন ট্যাঙ্কগুলো আমাদের নিশানার মধ্যে আসছিল, আর আমরা আক্রমণ করার জন্য অনুমতি চাচ্ছিলাম, প্রতিবারই আমাদের অপেক্ষা করতে বলা হয়েছিল। আমরা চার-চারবার অনুমতি চেয়েছিলাম, আর প্রতিবারই আমাদের অপেক্ষা করতে বলা হয়। আমরা সর্বমোট ৪৫ মিনিট আকাশে ছিলাম এবং এই ৪৫ মিনিটই মোশতাক ও তার সহযোগীদের আত্মসমর্পণ করানোর জন্য যথেষ্ট ছিল। আমাদের অনুমতি দেওয়া হলে এই ৪৫ মিনিটের মধ্যে ১৫ আগস্টের পরিকল্পনাকারীদের ট্যাঙ্কবহর এবং খুনি মোশতাকসহ বঙ্গভবন সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিতে পারতাম। আমরা প্রচণ্ডভাবে হতাশ হয়েই অবতরণ করলাম এবং স্ট্যান্ডবাই অবস্থায় থাকলাম। কিন্তু আমাদের মনের অনেক প্রশ্নই অমীমাংসিত থেকে যায়।

পরবর্তী সময়ে আমরা জানতে পারলাম, তথাকথিত ‘রক্তপাত এড়ানো’র অজুহাতে জেনারেল ওসমানীর মধ্যস্থতায় ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ এবং ১৫ আগস্টের খুনিদের মধ্যে সমঝোতা হয়! জেনারেল ওসমানীর মধ্যস্থতায় ১৫ আগস্টের খুনিরা নিরাপদে বিদেশে চলে যাওয়ার নিশ্চয়তার বিনিময়ে আত্মসমর্পণ করতে সম্মত হয়; যা আমাদের সত্যিই অবাক ও চরম হতাশ করেছিল। এর আগে খুনি মোশতাকের নির্দেশে এ খুনির দল জেলের মধ্যে জাতীয় চার নেতাকে হত্যা করে।

দুঃখজনকভাবে পরবর্তী সময়ে জানা গেল, ৩ নভেম্বরের সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব প্রদানকারী অফিসার খুনি মোশতাক ও তার সহযোগীদের বিচার করার পরিবর্তে তার নিজস্ব উচ্চাভিলাষ বাস্তবায়নে মোশতাকের সঙ্গে দরকষাকষিতেই ব্যস্ত ছিলেন। জাতীয় চার নেতাকে জেলখানা থেকে উদ্ধার এবং নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া তো দূরের কথা, তাদের জেলের ভেতরে নিরাপত্তা দিতেও তার কোনো পূর্বপরিকল্পনা ছিল না! স্বভাবতই এর ফলে আমরা বিমানবাহিনী ও সেনাবাহিনীর জুনিয়র অফিসাররা চরমভাবে হতাশ হয়ে পড়েছিলাম! ৩ নভেম্বর বিমানবাহিনীর এ কয়েকজনের অগ্রণী ভূমিকার কারণেই মোশতাকের ক্ষমতার উৎস ট্যাঙ্কবহর নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়, যার ফলে খুনি মোশতাক ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। খুনি মোশতাক ও তার সহযোগীদের অপসারণ করা সম্ভব হয় ক্ষমতা ও বঙ্গভবন থেকে।

৩ নভেম্বর জেলহত্যা সংঘটিত হওয়া এবং ফারুক, রশীদ, ডালিম গংরা অক্ষত অবস্থায় দেশত্যাগ করার ফলে এবং ৭ নভেম্বরের পালটা অভ্যুত্থানে পাকিস্তানপন্থিদের আবার ক্ষমতা দখলের ফলে বিমানবাহিনীর এ সাহসী বীরদের সাহস ও নিঃস্বার্থ অবদানের কথা জনসমক্ষে প্রকাশ পাওয়ার সুযোগ পায়নি। ৭ নভেম্বরের পর খুনি মোশতাকের অবৈধ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও উৎখাতের অভিযোগে বিমানবাহিনীর এসব অফিসারকে বরখাস্ত করাসহ বিভিন্ন মেয়াদে কঠিন শাস্তি প্রদান করা হয়। বীর মুক্তিযোদ্ধা স্কোয়াড্রন লিডার লিয়াকত আলী খানকে (বীরউত্তম) মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়! পরবর্তী সময়ে সামরিক বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তা ও সৈনিকদের চাপে তাদের ক্ষমা করা হয়।”

বীর মুক্তিযোদ্ধা বৈমানিক স্কোয়াড্রন লিডার লিয়াকত আলী খান মুক্তিযুদ্ধের সময় ‘কবে আমাদের বিমানবাহিনী গঠিত হবে, সেদিন পর্যন্ত অপেক্ষা না করে’ পদাতিক সেনা হিসাবে সম্মুখযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হয়েছিলেন এবং সাহসিকতার জন্য বীরউত্তম খেতাব পেয়েছিলেন। তিনি আজ বিদেশে অসুস্থ অবস্থায় বেঁচে থাকার সংগ্রাম করছেন। বছরখানেক আগে ফ্লাইট লে. জামালউদ্দিন আহমেদ ‘না ফেরার দেশে’ চলে গেছেন। মোশতাকের ক্ষমতাচ্যুতি ঘটনার নেপথ্যের কয়েকজন বৈমানিক আজও আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পাওয়া তো দূরের কথা, তারা তাদের চাকরির পেনশন, চিকিৎসা সুবিধা এবং অন্যান্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত। দেরিতে হলেও রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি এবং তাদের চাকরির পেনশন, চিকিৎসা সুবিধা এবং অন্যান্য প্রাপ্য তাদের বুঝিয়ে দেওয়া এখন সময়ের দাবি।

দীর্ঘস্থায়ী সংকট মোকাবিলার প্রস্তুতি জরুরি

এম এ খালেক

‘রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ : পথের শেষ কোথায়’ শীর্ষক এক আলোচনা সভায় বক্তারা এ অসম যুদ্ধের ভয়াবহতা তুলে ধরেছেন। তারা বলেছেন, দুটি দেশ প্রথাগত যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে আর এর ভয়াবহ পরিণতি ভোগ করছে পুরো বিশ্ব। এ যুদ্ধ সহসাই থামবে বলে মনে হয় না। বক্তারা নিজস্ব উদ্যোগে অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলার জন্য সবাইকে প্রস্তুত হওয়ার জন্য পরামর্শ দেন। আলোচনা সভায় বক্তারা যে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং পরামর্শ দিয়েছেন, তা নানা কারণেই অত্যন্ত যৌক্তিক।

রাশিয়া- ইউক্রেন যুদ্ধ বিশ্বকে কতটা ভোগাবে, তা নিয়ে আলোচনার অবকাশ রয়েছে। রাশিয়া যখন ইউক্রেন আক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তখন তাদের জেনারেলরা এক ধরনের বিভ্রান্তির মধ্যে ছিলেন। তারা মনে করেছিলেন, এ যুদ্ধ হবে ক্ষণস্থায়ী। কারণ রুশ বাহিনীর সামনে ইউক্রেন বাহিনী দাঁড়াতেই পারবে না। আর ইউক্রেন কর্তৃপক্ষ মনে করেছিল, যুদ্ধে তাদের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন ন্যাটো বাহিনী সরাসরি অংশগ্রহণ করবে।

ফলে তাদের পক্ষে যুদ্ধে জয়লাভ করা বা ভালো অবস্থানে থাকা কোনো বিষয় নয়। কিন্তু বাস্তবে উভয়পক্ষের ভাবনাই ভুল প্রতীয়মান হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র এ যুদ্ধের মাধ্যমে ইউক্রেনের কাছে অস্ত্র বিক্রির একটি চমৎকার সুযোগ সৃষ্টি করে নিয়েছে। এ যুদ্ধের প্রভাব নিয়ে বিশ্বের সামরিক বিশ্লেষকদের অনেক ধারণাই ভুল প্রমাণিত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরপরই রাশিয়ার ওপর ব্যাপক অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করে। তারা রাশিয়াকে বাইরের দুনিয়া থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। এত কম সময়ের মধ্যে আর কোনো দেশের বিরুদ্ধে এত বেশিসংখ্যক অবরোধ আরোপের নজির ইতিহাসে নেই বললেই চলে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়াকে আন্তর্জাতিক আর্থিক লেনদেন ব্যবস্থা সুইফট থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এতে রাশিয়া কিছুটা হলেও বিপাকে পড়ে। অবরোধের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রা ডলারের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়। যেসব দেশ আন্তর্জাতিক মুদ্রা বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে মার্কিন ডলার ব্যবহার করে, তারা সবাই বিপাকে পড়ে যায়। প্রতিটি দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে স্থানীয় মুদ্রার মান ক্রমাগত হ্রাস পেতে থাকে। এতে পণ্যমূল্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেতে শুরু করে, যা এখনো অব্যাহত রয়েছে। পালটা ব্যবস্থা হিসাবে রাশিয়া আন্তর্জাতিক বাজারে গ্যাস ও জ্বালানি তেলের সরবরাহ কমিয়ে দেয় অথবা পুরোপুরি বন্ধ করে দেয়। এতে বিশ্বব্যাপী পরিবহণ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে। বিশেষ করে জার্মানিসহ ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলো চরম বিপাকে পড়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন তাদের গ্যাস ও জ্বালানি তেলের জন্য রাশিয়ার ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল।

রাশিয়া আরও শর্তারোপ করে, যেসব দেশ তাদের কাছ থেকে জ্বালানি তেল, গ্যাস এবং অন্যান্য পণ্য ক্রয় করবে, তাদের রুশ মুদ্রা রুবলে মূল্য পরিশোধ করতে হবে। এতে মার্কিন বলয়ভুক্ত দেশগুলো সমস্যায় পড়ে। অনেকেই অবশ্য গোপনে রুবলের বিনিময়ে রাশিয়া থেকে গ্যাস ও জ্বালানি তেল আমদানি করছে। এদিকে অয়েল অ্যান্ড পেট্রোলিয়াম এক্সপোর্টার্স কান্ট্রিজ (ওপেক) ও রাশিয়া মিলে গঠিত ওপেক্‌ দেশগুলো আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের সরবরাহ ২০ শতাংশ কমিয়ে দিয়েছে। এ নিয়ে যদিও আমেরিকার সঙ্গে সৌদি আরবের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে টানাপোড়েন সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু তারপরও ওপেক্‌ দেশগুলো আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের জোগান কমিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তে অটল রয়েছে। ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের মূল্য আবারও ঊর্ধ্বমুখী হতে চলেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাধ্য হয়ে তাদের বিশেষ রিজার্ভ থেকে জ্বালানি তেল বাজারে ছেড়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছে। উল্লেখ্য, রাশিয়া এককভাবে বিশ্বের জ্বালানি তেলের চাহিদার এক-দশমাংশ পূরণ করে থাকে। যুক্তরাষ্ট্র অভিযোগ করেছে, রাশিয়ার পরামর্শে সৌদি আরব যুক্তরাষ্ট্রকে বিপাকে ফেলার জন্যই জ্বালানি তেলের উত্তোলন ও জোগান ২০ শতাংশ কমিয়েছে। সৌদি আরব অবশ্য তাৎক্ষণিকভাবে এ অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছে, তারা অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেই জ্বালানি তেলের উত্তোলন কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর মধ্যে কোনো রাজনীতি নেই।

জ্বালানি তেলের মূল্য বিশ্ববাজারে বৃদ্ধি এবং রাশিয়া কর্তৃক গ্যাসের জোগান কমিয়ে দেওয়ার অনিবার্য পরিণতি হিসাবে আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্যপণ্যসহ সব ধরনের সামগ্রীর মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেছে। খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির কারণে সাধারণ মানুষ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে। কারণ অন্য কোনো পণ্যের সংকট হলে ব্যবহার কমিয়ে তা সামাল দেওয়ার চেষ্টা করা যায়; কিন্তু খাদ্যপণ্যের ব্যবহার কমানো যায় না। গত মৌসুমে বিশ্বব্যাপী খাদ্যপণ্যের উৎপাদন অনেকটাই স্বাভাবিক ছিল। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্যপণ্যের জোগানদানকারী শীর্ষস্থানীয় দেশ রাশিয়া ও ইউক্রেনের শস্য উৎপাদন স্বাভাবিক ছিল। এ দুটি দেশ বিশ্বের দানাদার খাদ্যপণ্যের ৩০ শতাংশের জোগান দিয়ে থাকে।

রাশিয়ার খাদ্যপণ্য উৎপাদন ও বিপণন স্বাভাবিক থাকলেও ইউক্রেন তাদের উৎপাদিত খাদ্যপণ্য তুলতে এবং বিশ্ববাজারে প্রেরণ করতে পারেনি। ইউক্রেনে গত মৌসুমে ৮ কোটি ৬০ লাখ দানাদার খাদ্যপণ্য উৎপাদিত হয়েছে। কিন্তু যুদ্ধের কারণে চাষিরা ৩০ শতাংশ খাদ্যপণ্য তুলতে পারেনি। এ ছাড়া উত্তোলিত খাদ্যপণ্য তারা অনেক দিন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানি করতে পারেনি। বন্দরে খাদ্যভর্তি জাহাজ অনেক দিন পর্যন্ত আটকে ছিল।

বর্তমানে আমরা বিশ্ববাজারে খাদ্যপণ্যের যে মূল্য সংকট প্রত্যক্ষ করছি, তার জন্য দায়ী উৎপাদন স্বল্পতা নয়, দায়ী হচ্ছে পরিবহণ সংকট। পরিবহণ সংকট সৃষ্টি হয়েছে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেল ও গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির কারণে। আগামী বছর অর্থাৎ ২০২৩ সালে বিশ্বব্যাপী খাদ্যপণ্যের সংকট আরও তীব্র হবে বলে অর্থনীতিবিদরা আশঙ্কা করছেন। কারণ যুদ্ধের কারণে বিশ্বব্যাপী পরিবহণ ব্যয় বেড়ে গেছে। এর প্রভাব নিশ্চিতভাবেই খাদ্যপণ্যের মূল্যের ওপর পড়বে। আর কৃষি উপকরণের মূল্যও যুদ্ধের কারণে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে আগামী মৌসুমে খাদ্য উৎপাদন মারাত্মকভাবে কমে যেতে পারে। অর্থাৎ এ বছর আমরা সরবরাহজনিত সংকটের কারণে খাদ্যপণ্যের অস্বাভাবিক ঊর্ধ্বগতি প্রত্যক্ষ করছি। আগামী মৌসুমে এর সঙ্গে উৎপাদন হ্রাসজনিত সংকট যুক্ত হবে।

বিশ্বব্যাপী মার্কিন ডলারের যেমন মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি রুশ মুদ্রা রুবলের দামও বেড়েছে রেকর্ড পরিমাণ। স্বাভাবিক অবস্থায় মার্কিন ডলার এবং রুবলের মূল্য একইসঙ্গে বৃদ্ধির কোনো নজির নেই। অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপের মাধ্যমে রাশিয়াকে ঘায়েল করা যাবে বলে যুক্তরাষ্ট্র মনে করলেও তাদের সেই প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ সব দেশেই মূল্যস্ফীতি অসহনীয় পর্যায়ে চলে গেছে। সর্বশেষ যুক্তরাষ্ট্রে মূল্যস্ফীতি দাঁড়িয়েছে ৯ দশমিক ১ শতাংশ, যা গত ৪০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। যুক্তরাজ্যে মূল্যস্ফীতি দাঁড়িয়েছে ৯ দশমিক ৭ শতাংশ। আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে তাদের মূল্যস্ফীতি ১৩ শতাংশ অতিক্রম করে যাবে বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদরা।

বিশ্বব্যাপী অস্বাভাবিক উচ্চ মূল্যস্ফীতির এ প্রবণতা সহসাই কমে আসবে বলে কেউই মনে করছেন না। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য চিরাচরিত ব্যবস্থা হিসাবে বিশ্বের বেশিরভাগ দেশই তাদের নীতি সুদহার বাড়িয়ে চলেছে। যুক্তরাষ্ট্র এ পর্যন্ত অন্তত চারবার তার নীতি সুদহার বাড়িয়েছে। কিন্তু তাতেও মূল্যস্ফীতির ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা টেনে ধরা যায়নি। অবশ্য নীতি সুদহার বাড়ানোর ফলে মার্কিন অর্থনীতির একটি ক্ষেত্রে লাভ হয়েছে। বিশ্বব্যাপী মার্কিন নাগরিকদের যে স্বল্পকালীন বিনিয়োগ ছিল, তা প্রত্যাহৃত হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে আসতে শুরু করেছে। বিশ্বের অন্তত ৭৭টি দেশ তাদের নীতি সুদহার বাড়িয়েছে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বিশ্ব অর্থনীতিতে যে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হয়েছে, যুদ্ধ থেমে গেলেও তা নিরসনে অনেক দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতে পারে।

প্রশ্ন হলো, বিদ্যমান পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ কিভাবে এ অবস্থা থেকে উত্তরণের চেষ্টা করতে পারে? বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যেই অন্তত দুবার নীতি সুদহার বাড়িয়ে ৫ দশমিক ৭৫ শতাংশে উন্নীত করেছে। আগে নীতি সুদহার ছিল ৫ শতাংশ। কিন্তু ব্যাংক ঋণের আপার ক্যাপ তুলে দেওয়া হয়নি। অর্থনীতিবিদরা অনেক দিন ধরেই ব্যাংক ঋণের আপার ক্যাপ (নয় শতাংশ) তুলে দেওয়ার জন্য পরামর্শ দিয়ে আসছেন। কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংক তাদের সেই পরামর্শ আমলে নিচ্ছে না। ব্যাংক ঋণের আপার ক্যাপ তুলে না দিয়ে নীতি সুদহার বাড়ানো হলে ব্যাংকগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ব্যাংক ঋণের আপার ক্যাপ তুলে না দিয়ে নীতি সুদহার বাড়ানোর ফলে ব্যক্তি খাতে ব্যাংক ঋণ প্রবাহ প্রচণ্ডভাবে বেড়ে গেছে। ব্যক্তি খাতে ব্যাংক ঋণ বৃদ্ধির অর্থই হচ্ছে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাওয়া, যার পরিণতিতে দেশে উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হওয়া। কিন্তু বাস্তবে সেটা আমরা প্রত্যক্ষ করছি না।

এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে ব্যক্তি খাতে ব্যাংক প্রবৃদ্ধি ঘটেছে ১৪ দশমিক ৭ শতাংশ। মুদ্রানীতিতে ব্যক্তি খাতে ব্যাংক ঋণ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত রয়েছে ১৪ দশমিক ১ শতাংশ। অর্থাৎ নির্ধারিত লক্ষ্যের চেয়ে ব্যক্তি খাতে ব্যাংক ঋণ প্রবৃদ্ধি বেশি হয়েছে। কিন্তু একই সময়ে শিল্পে ব্যবহার্য কাঁচামাল ও ক্যাপিটাল মেশিনারি আমদানি কমেছে ৫৫ শতাংশ। এর অর্থ হচ্ছে, ব্যক্তি খাতে ব্যাংক ঋণের যে প্রবৃদ্ধি ঘটেছে, তা শিল্পে ব্যবহৃত না হয়ে অন্য কোনো খাতে চলে গেছে। এমনকি বিদেশে পাচার হওয়ার আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

আমাদের দেশে একটি সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে, জাতীয় নির্বাচনের আগের বছর মুদ্রা পাচার বেড়ে যায়। আগামী জাতীয় নির্বাচন ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিকে অনুষ্ঠিত হবে। এ নির্বাচন অত্যন্ত জটিল ও স্পর্শকাতর হবে বলে অনেকেই মনে করছেন। যারা রাজনৈতিক পরিচয় ব্যবহার করে অর্থবিত্তের পাহাড় গড়ে তুলেছেন, তারা তাদের সেই অর্থ বিদেশে পাচার করবেন, এটাই স্বাভাবিক। দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে মূল্যস্ফীতির যে প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে, তা আগামীতে কমার কোনো অবকাশ নেই, বরং আরও বৃদ্ধি পাবে। খাদ্য উৎপাদন কমে যেতে পারে। এ অবস্থায় দেশে ভয়াবহ খাদ্য সংকট দেখা দেওয়াটাও অস্বাভাবিক কিছু নয়। তাই এখনই জরুরি ভিত্তিতে বিদেশ থেকে খাদ্যপণ্য আমদানির মাধ্যমে নিরাপদ মজুত গড়ে তোলার উদ্যোগ নিতে হবে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

জিসি কলেজকে স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচরে দুটি ফ্লাইওভার

লক্ষ্মীপুরে জেল স্থানান্তর সহ বরাকের উন্নয়নে বহু সিদ্ধান্তে সিলমোহর, মন্ত্রিসভা শেষে জানান মুখ্যমন্ত্রী

শিলচর (অসম), ২৯ নভেম্বর (হি.স.) : বরাক উপত্যকার প্রথমসারির উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুরুচরণ কলেজকে স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর, শিলচরে দুটি ফ্লাইওভার নির্মাণ, লক্ষ্মীপুরে জেলা কারাগার স্থানান্তর সহ বরাকের উন্নয়নে বহু সিদ্ধান্তে সিলমোহর পড়েছে শিলচরে আজ মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে।

মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার পৌরোহিত্যে শিলচরে আজ জেলাশাসকের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে মন্ত্রিসভার বৈঠক। দিশপুর ছেড়ে এবার প্রথমবারের মতো বরাক উপত্যকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে রাজ্য ক্যাবিনেটের বৈঠক। ক্যাবিনেট বৈঠক শেষে যাবতীয় সিদ্ধান্তের তথ্য দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা বলেন, সম্প্রতি বীর লাচিত বরফুকনের ৪০০-তম জন্মবার্ষিকীর কার্যসূচিতে বরাক উপত্যকার স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরা অভূতপূর্বভাবে রচনা লিখে ওয়েব সাইটে আপলোড করার পাশাপাশি দিল্লিতে লাচিত বরফুকনের অনুষ্ঠানে বরাকের বুদ্ধিজীবীরা অংশগ্রহণ করে অসম সরকারকে সমর্থন করেছেন। এজন্য বরাক উপত্যকার জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি।

এছাড়া বরাক উপত্যকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ জনহিতকর সিদ্ধান্তগুলোর তথ্য দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ১৯৩৫ সালে প্রতিষ্ঠিত গুরুচরণ (জিসি) কলেজকে স্টেট ইউনিভার্সিটি (স্বতন্ত্র) হিসেবে উন্নীত করা হবে। একে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্তিয়ারের বাইরে রাজ্য পর্যায়ের স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ দেওয়া হবে।

বেতুকান্দিতে অর্ধ-সমাপ্ত স্লুইস গেটের পুনঃস্থাপন ও পুণর্নির্মাণের কাজ জলসম্পদ বিভাগের কাছে হস্তান্তর করা হবে। বেতুকান্দি বাঁধের এই কাজের জন্য ৫৯ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। এছাড়া মহিষাবিলকে একটি সংরক্ষিত অঞ্চল হিসাবে চিহ্নিত করতে আগামী এপ্রিল মাসে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, শিলচর রামনগর থেকে তারাপুর রেলওয়ে গেট হয়ে ট্রাংক রোড পর্যন্ত ৪.১০ কিলোমিটার দীর্ঘ উড়ালপুল (ফ্লাইওভার) নির্মাণ করা হবে। প্রস্তাবিত এই চার লেনের এলিভেটেড ফ্লাইওভার নির্মাণ করতে ঐতিহ্যমণ্ডত ইন্ডিয়া ক্লাব ভবন ধ্বংসের প্রয়োজন হতে পারে। তবে স্থানীয় জনগণের মতামতকে এ ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়া হবে। তাছাড়া শিলচর-কালাইন রোডের বরাক নদীর তীরে শিববাড়ি অঞ্চলের তলিয়ে যাওয়া নির্দষ্টি ১০০ মিটারে আরেকটি ফ্লাইওভারের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। ক্যাপিটাল পয়েন্ট থেকে রাঙ্গিরখাড়ি পর্যন্ত দুই লেনের ফ্লাইওভার করা যেতে পারে। তবে তাতে সমস্যার সমাধান হবে না। সে জন্য দোতলা ফ্লাইওভার করার চিন্তাভাবনা করা যেতে পারে। শহরের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে সমৃদ্ধ ব্যস্ততম এই অংশের রাস্তায় চার লেনের কাজ করার ক্ষেত্রে জমি অধিগ্রহণে অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তবে এটা কোনও ঘোষণা নয়।

এভাবে শিলচরে মিনি সচিবালয়ের উন্নয়নের জন্য ১৩৫ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে বলে জানিয়ে ড় শর্মা জানান, ডিমা হাসাও জেলার মাহুর থেকে লাইজং হয়ে কাছাড়ের রাজাবাজার পর্যন্ত মোট ১৩০ কিলোমিটার দূরত্বের রাস্তা নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। করিমগঞ্জ জল সরবরাহ প্রকল্প নির্মাণের জন্য ৫৫ কোটি টাকা, হাইলাকান্দি জল সরবরাহ প্রকল্পে ৫৬ কোটি টাকা এবং বদরপুর জল সরবরাহ প্রকল্প নির্মাণে ২৪ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে।

লক্ষ্মীপুরে ১০০ শয্যার হাসপাতাল অনুমোদন করা হয়েছে। কাছাড়ের ধলাই এবং লক্ষ্মীপুরের বিন্নাকান্দিতে দুটি নতুন মডেল ডিগ্রি কলেজ স্থাপন করা হবে। একটি দুধ প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট নির্মাণের জন্য ৮১ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। শিলচরে জেলা ক্রীড়া সংস্থার মাঠের জন্য ১০ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। হাইলাকান্দি ও করিমগঞ্জে আরও ৫ কোটি টাকা ব্যয়সাপেক্ষ দুটি স্পোর্টস স্টেডিয়াম তৈরি করা হবে। বরাক ভ্যালি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের জন্য ১৫ কোটি টাকা অনুদান ঘোষণা করা হয়েছে। আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ১৫ কোটি মঞ্জুর করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট একটি সুপার স্পেশালিটি ব্লক নির্মাণের জন্য ২২৭ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। করিমগঞ্জ জেলার রাতাবাড়িতে মেডিক্যাল কলেজ নির্মাণের জন্য ৬৫০ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। পাথরকান্দিতে কৃষি কলেজ নির্মাণের জন্য ১৮০ কোটি টাকা মঞ্জুর করার পাশাপাশি শিলচর জেলা হাসপাতালকে ঢেলে সাজাতে ১৪৬ কোটি টাকা অনুদান দেওয়া হবে।

আরও জানান, শিলচরের কাছাড় হাইস্কুল, নরসিং উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং উধারবন্দের ডিএন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে নতুন ভবন নির্মাণের জন্য প্রত্যেকটিতে ১০ কোটি করে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। রাঙ্গিরখাড়িতে রাঙ্গিরখালের কাজ আরও ১০ কিলোমিটার সম্প্রসারিত করে বাংলাঘাট পর্যন্ত কাজের জন্য বাজেটে আনুমানিক দুশো কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছে। হাইলাকান্দি জেলা হাসপাতালে মা ও শিশু যত্ন ইউনিট (মাদার অ্যান্ড চাইল্ড কেয়ার হসপিটাল) তৈরির জন্য ২৩ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। শিলচরের কেন্দ্রীয় কারাগারকে লক্ষ্মীপুরে একশো বিঘা জমিতে স্থানান্তর করা হবে এবং শিলচরের বর্তমান কারাগারের ২০ বিঘা জমিতে একটি বোটানিক্যাল গার্ডেন পার্ক তৈরি করা হবে বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, প্রতি ঘণ্টায় ন্যূনতম ৪ মেট্রিক টন ক্ষমতাসম্পন্ন একটি রাইস মিল নির্মাণ করতে ইচ্ছুক উদ্যোগীদের ৫০ শতাংশ ভরতুকি দেওয়া হবে। ডলুতে গ্রিনফিল্ড এয়ারপোর্ট নির্মাণকল্পে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে যাবতীয় বিষয়ে অনুমোদন পাওয়া গেছে। হাইলাকান্দিতে একটি নতুন সার্কিট হাউসের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

করিমগঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ, মিনি স্টেডিয়ামের নির্মাণকাজ শুরু হচ্ছে শীঘ্রই, জানান মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকার

করিমগঞ্জ (অসম), ২৯ নভেম্বর (হি.স.) : শিলচরে ক্যাবিনেট বৈঠকে যোগ দিয়ে মঙ্গলবার বিকেলে করিমগঞ্জ সফরে এসে পর্যালোচনা বৈঠক করলেন অসমের জলসম্পদ, তথ্য ও জনসংযোগ এবং করিমগঞ্জ জেলার অভিভাবক মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা। করিমগঞ্জে জেলাশাসক কার্যালয়ের কনফারেন্স হল-এ পর্যালোচনা বৈঠকে তিনি করিমগঞ্জ জেলার বিভিন্ন বিভাগের উন্নয়নমূলক কাজকর্মের অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন।

এর পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন, করিমগঞ্জ জেলার অভিভাবক মন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব নেওয়ার পর এই প্রথম করিমগঞ্জ সফর তাঁর। আজ মঙ্গলবার করিমগঞ্জের জেলাশাসক কার্যালয়ে পর্যালোচনা বৈঠকে জেলার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজকর্ম নিয়ে আলোচনা হয়েছে। মন্ত্রী বলেন, করিমগঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ হাসাপাতাল, মিনি স্টেডিয়ামের নির্মাণকাজ শুরু হচ্ছে এর মধ্যেই। যার জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করতে তিনি ফের করিমগঞ্জ সফরে আসছেন আগামী এক মাসের মধ্যে।

অসমের মধ্যে করিমগঞ্জ জেলা একটি উন্নত জেলার রূপ দিতে তিনি সর্বদা সচেষ্ট থাকবেন বলে জানান অসমের জলসম্পদ, তথ্য ও জনসংযোগ এবং করিমগঞ্জ জেলার অভিভাবক মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা।

করিমগঞ্জ জেলায় বিভিন্ন অবৈধ ব্যবসার রমরমা শুরু হয়েছে, সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, কোনও ধরনের অবৈধ বাণিজ্যের প্রশয় দেওয়া হবে না করিমগঞ্জ জেলায়। উপযুক্ত প্রমাণ পেলে সঙ্গে সঙ্গে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য তিনি জেলার পুলিশ সুপারকে নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানান।

মহাসড়কের বালাছড়া থেকে জাটিঙ্গা পর্যন্ত ৪৯ কিমি সড়কের কাজ অবিলম্বে সম্পন্ন করা প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, মুখ্যমন্ত্রী আজ মঙ্গলবার ক্যাবিনেট বৈঠকের পর মহাসড়কের কথা বলেছেন। এই সরকারের কার্যকাল আরও তিনবছরের বেশি সময় রয়েছে। তাই সরকারের কার্যকালের আগে সম্পূর্ণ হবে মহাসড়কের নির্মাণ কাজ।

মঙ্গলবার জেলার অভিভাবক মন্ত্রীর পর্যালোচনা বৈঠকে ছিলেন করিমগঞ্জের সাংসদ কৃপানাথ মালাহ, জেলাশাসক মৃদুল যাদব, পুলিশ সুপার পদ্মনাভ বরুয়া, জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য, এএসটিসি চেয়ারম্যান মিশনরঞ্জন দাস, পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল, রাতাবাড়ির বিধায়ক বিজয় মালাকার সহ বিভাগীয় আধিকারিকরা।

শনবিলের উন্নয়নে বিশেষ নজর রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর : পর্যটনমন্ত্রী জয়ন্তমল্ল

রামকৃষ্ণনগর, (অসম) ২৯ নভেম্বর (হি.স.) : শীঘ্রই রাতাবাড়ি বিধানসভা এলাকাৰ উন্নয়নে একাধিক প্রকল্প ঘোষণা করা হবে। বিশেষ করে শনবিল উন্নয়নের জন্য বিশেষ নজর রয়েছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মাৰ। আজ শিলচরে অনুষ্ঠিত রাজ্য ক্যাবিনেট বৈঠকে অংশগ্রহণের পর রাতাবাড়ি সফরে এসে এই দাবি করেছেন অসমের পর্যটন এবং জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দফতরের মন্ত্রী জয়ন্তমল্ল বরুয়া।

রাতাবাড়ির বিধায়ক বিজয় মালাকারকে সঙ্গে নিয়ে মন্ত্রী এদিন রাতাবাড়ির বিভিন্ন প্রকল্প ঘুরে দেখেন। রামকৃষ্ণনগর পুরসভার অন্তর্গত ৯ নম্বর ওয়ার্ডে আইসিডিএস প্রজেক্ট-এর অধীন ১৯ নম্বর নতুন অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারের ফিতা কেটে উদ্বোধন করেন মন্ত্রী। এর পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, শনবিল এলাকায় বড় ধরনের সোলার পাওয়ার প্রজেক্ট নির্মাণ হবে।

এই সোলার পাওয়ার প্রজেক্ট নির্মাণ হওয়ার সাথে সাথে মৎস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা হবে। এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম জলাশয়কে বিশ্বের মানচিত্রে পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার জন্য মুখ্যমন্ত্রী বিশেষ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ওই স্থানে দেশ-বিদেশ থেকে পর্যটকরা আসেন।

মন্ত্রী বলেন, জল জীবন মিশনের কাজ এখনও চলছে। ২০২৪ ইংরেজি পর্যন্ত জল জীবন মিশনের কাজ চলবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নির্দেশে ভারতবর্ষের প্রতিটি ঘরে ঘরে যাতে ৫৫ লিটার জল পৌঁছে সেই লক্ষ্যে দ্রুত কাজ চলছে অসমে।

বিশ্বমানের মাল্টি-মোডাল ট্র্যান্সপোর্টেশন হাব হিসেবে গড়ে উঠবে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন

গুয়াহাটি, ২৯ নভেম্বর (হি.স.) : রেলওয়ে স্টেশনের উন্নয়নের জন্য রেল মন্ত্রক বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের অধীনে ভারতীয় রেলওয়ের স্টেশনগুলিকে আপগ্রেডেশন/আধুনিকভাবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছে। চিহ্নিত ২০৪টি স্টেশনের মধ্যে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধীনে নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উন্নত, অতিরিক্ত ও বর্ধিত যাত্রী সুযোগ-সুবিধার জন্য বিশ্বমানের পর্যায়ে গড়ে তোলা হবে নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনকে। উন্নয়নের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। ইউটিএস কাম পিআরএস কাউন্টার ও এমসিও অফিস স্থানান্তর করা হচ্ছে। বিদ্যমান পার্কিং এরিয়াও নতুন স্থানে স্থানান্তর করা হবে। পার্সেল ও আরএমএস অফিসও নতুন স্থানে স্থানান্তর করা হবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী সিভিল কনস্ট্রাকশন যাতে শুরু করা যায় তার জন্য স্থান তৈরি করতে সামনের দিকের রিটেইল এরিয়া ও মূল স্টেশন বিল্ডিঙের অফিস ইত্যাদি সহ পুরোনো পরিকাঠামো ভেঙে ফেলা হবে।

যাত্রীদের বিমানবন্দরের মতো অনুভূতি ও আরাম প্রদানের লক্ষ্যে স্টেশনটির জন্য বৃহৎ আকৃতির কভার পার্কিং এরিয়া, ২৪শ্র৭ পাওয়ার ব্যাকআপ, পানীয় জল, এয়ার-কন্ডিশনড লবি, অফিস, দোকান, দ্রুতগতির এসকেলেটর, লিফ, এয়ার কনকোর্স, হোটেল ইত্যাদির মতো অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধাযুক্ত ডিজাইন করা হচ্ছে। স্টেশনটিতে ৭২ মিটার লম্বা ও ৮২ মিটার চওড়া সেন্ট্রাল এয়ার স্পেস কনকোর্স থাকবে। এটি দুর্ঘটনা ও অতিরিক্ত ভিড় এড়াতে প্ল্যাটফর্মগুলিতে ন্যূনতম জন সমাবেশ ও ন্যূনতম চাপ নিশ্চিত করবে। পরিকল্পিত স্টেশন ইউজার মুভমেন্ট ও অতিরিক্ত নতুন ফুট ব্রিজের মাধ্যমে যাত্রীদের মসৃণ আগমন নিশ্চিত হবে। বিদ্যমান গ্রাউন্ড লেভেল থেকে প্রস্তাবিত ৯ মিটারেরও অধিক উঁচু ডিপারচার লবিতে যাওয়ার জন্য একটি উঁচু রাস্তা নির্মাণের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

এছাড়াও, গ্রাউন্ড লেভেল থেকে অ্যারাইভাল লবি পর্যন্ত পৌঁছনোর জন্যও একটি রাস্তা তৈরির প্রস্তাব রাখা হয়েছে। স্টেশন ব্যবহারকারীদের জন্য স্টেশনে ডেডিকেটেড পিক আপ ও ড্রপ অফ পার্কিং সুবিধা থাকবে। কার, দুচাকা, রিকশা, ট্যাক্সি ও বাসের জন্য পার্কিং ব্যবস্থা উপলব্ধ থাকবে। পৃথক গ্রিন পোডিয়াম থাকবে। উন্নয়নমূলক কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পর বর্তমানের দিন প্রতি ছত্রিশ হাজার যাত্রী সমাবেশ থেকে দিন প্রতি সত্তর হাজারেও অধিক যাত্রী সমাবেশ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য স্টেশনটি তৈরি হবে। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের সামগ্রিক উন্নয়নমূলক কাজের আনুমানিক ব্যয় ৩৩৪.৭২ কোটি টাকা।

নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন হলো উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অন্যতম একটি বৃহৎ ও ব্যস্ত একটি রেলওয়ে স্টেশন, যা উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হিসেবে কাজ করে চলেছে। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনটি ভারতের অন্যান্য স্থানের সঙ্গে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির সংযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করে আসছে। নিউ জলপাইগুড়ি হলো উত্তর বঙ্গের বৃহত্তম শহরের (শিলিগুড়ি) রেলওয়ে স্টেশন, যা জনপ্রিয়ভাবে উত্তর পূর্ব ভারতের প্রবেশ দ্বার হিসেবে পরিচিত। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের উন্নয়নের ফলে উত্তর বঙ্গের পাশাপাশি সিকিমের ভ্রমণ, পর্যটন ইত্যাদি সহ স্থানীয় অর্থনীতির বিভিন্ন খণ্ডের উন্নয়নে সহায়ক হবে। ২০২৫ সালের মধ্যে এই উন্নয়নের প্রকল্প সম্পূর্ণ করার লক্ষ্য ধার্য করা হয়েছে।

ভারতীয় রেলওয়ের স্টেশনগুলির আপগ্রেডেশন / আধুনিকীকরণ হলো একটি ধারাবাহিক ও চলমান প্রক্রিয়া এবং জমি ও অন্যান্য সম্পদের উপলবদ্ধতার সাপেক্ষে এই সম্পর্কে বিভিন্ন কাজ প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানান উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে।

আধ্যাত্মিকতা ছাড়া ধর্মের কোনো অস্তিত্ব নেই: মোহন ভাগবত

প্রয়াগরাজ, ২৯ নভেম্বর (হি.স.) : প্রয়াগরাজে আরাধনা মহোৎসবে অংশ নিতে এসে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সরঙ্ঘচালক ডক্টর মোহন ভাগবত বলেন, আধ্যাত্মিকতা ছাড়া ধর্মের অস্তিত্ব নেই। মঙ্গলবার শহরের আলোপীবাগে স্বামী বাসুদেবানন্দ সরস্বতীর আশ্রমে আয়োজিত আরাধনা মহোৎসবের উদ্বোধন করেন সংঘ প্রধান। জ্যোতিষপীঠের ব্রহ্মলিন শঙ্করাচার্য ব্রহ্মানন্দ সরস্বতীর ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

জ্যোতিষপীঠের ব্রহ্মলিন শঙ্করাচার্য ব্রহ্মানন্দ সরস্বতীর ছবিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ ও প্রণাম করে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠিও। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ডক্টর ভাগবত বলেন, আধ্যাত্মিকতা আমাদের মানবতার দিকে নিয়ে যায়। জীবনে আধ্যাত্মিকতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আধ্যাত্মিক উন্নতির মাধ্যমেই মানুষের উন্নতি ঘটতে পারে। আধ্যাত্মিকতা আমাদের সবাইকে সাথে নিয়ে যাওয়ার শক্তি দেয়। তাই আধ্যাত্মিকতা ছাড়া ধর্মের কোনো অস্তিত্ব নেই।

অনুষ্ঠানের পর স্বামী বাসুদেবানন্দের সঙ্গে জ্যোতিষপীঠ বিতর্ক নিয়ে আলোচনা করেন তিনি।

আলোপিবাগের শঙ্করাচার্য আশ্রমের রাম মন্দির তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের সদস্য স্বামী বাসুদেবানন্দ সরস্বতী স্বামী অভিমুক্তেশ্বরানন্দের পট্টাভিষেককে জ্যোতিষপীঠধীশ্বর বলে ভুল ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন, তিনি শঙ্করাচার্য নন, তিনি কখনও হতে পারবেন না। তাঁর সন্নাস নেওয়ার অধিকারও নেই।

বুধবার বিধায়কদের নিয়ে যাওয়া হবে আলিপুর জেল মিউজিয়ামে

কলকাতা, ২৯ নভেম্বর (হি. স.) : বুধবার সমস্ত দলের বিধায়কদের নিয়ে যাওয়া হবে আলিপুর জেল মিউজিয়ামে। পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী তথা কলকাতা পুরনিগমের মেয়র ফিরহাদ হাকিম মঙ্গলবার একথা জানিয়েছেন। গত ২১ সেপ্টেম্বর এই মিউজিয়ামের উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

জানা গিয়েছে, এই জন্য বিশেষ বাসের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। শীতকালীন অধিবেশন শেষ হলে সেই বাস বিধায়কদের নিয়ে বিধানসভা থেকে যাবে আলিপুর মিউজিয়ামে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই ইচ্ছে ছিল। সেই ইচ্ছেই পূর্ণতা পেতে চলেছে।

চিনে কোভিডবিধির বিরুদ্ধে বিক্ষোভকারীদের দমাতে মাঠে নেমেছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী

বেজিং, ২৯ নভেম্বর (হি. স.) : চিনে কোভিডবিধির বিরুদ্ধে চলছে বিক্ষোভ। বিক্ষোভকারীদের দমাতে মাঠে নেমেছে দেশটির আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। বেশ কয়েকটি শহরে বিশালসংখ্যক পুলিশের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গছে। ফলে কয়েকটি স্থানে বিক্ষোভকারীদের জমায়েত ভেস্তে গেছে। বিভিন্ন শহরে লোকজনকে থামিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। একই সঙ্গে তাদের ফোন তল্লাশি করছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। এর মধ্য দিয়েও আন্দোলন চলছে। বিশ্বের বেশ কয়েকটি শহরেও এই আন্দোলনের পক্ষে জনমত তৈরি হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার পশ্চিম চিনের উরুমকি শহরের একটি বহুতলে অগ্নিকাণ্ডে ১০ জনের প্রাণহানি ঘটে। বহুতল ভবনটি কোভিডবিধির আওতায় ছিল। ফলে ভবনটি থেকে বের হওয়া সহজ ছিল না। এর পর থেকেই দেশটিতে কোভিডবিধির বিরুদ্ধে জনগণের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়। অগ্নিকাণ্ডে প্রাণহানির পর হাজারো মানুষ সড়কে নেমে আসে। তারা কোভিড লকডাউনের ইতি টানার দাবিতে বিক্ষোভ শুরু করে। বিক্ষোভ থেকে অনেকে প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের পদত্যাগ দাবি করে। স্থানীয় সময় মঙ্গলবার সকালে বেইজিং ও সাংহাই শহরে পুলিশকে টহল দিতে দেখা গেছে।

প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে ‘কুমন্তব্য’, সাবিত্রী মিত্রের বিরুদ্ধে রতুয়া থানায় অভিযোগ দায়ের বিজেপির

রতুয়া, ২৯ নভেম্বর (হি. স.) : দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কুরুচিকর মন্তব্য করেছেন সাবিত্রী মিত্র ।প্রতিবাদে মানিকচকের তৃণমূল বিধায়ক সাবিত্রী মিত্রের বিরুদ্ধে রতুয়া থানায় অভিযোগ দায়ের করল বিজেপি ।মঙ্গলবার রতুয়া থানার সামনে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা।

তাঁদের অভিযোগ, দেশের প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে দুর্যোধন-দুঃশাসন বলে কটাক্ষ করেছেন সাবিত্রী মিত্র। এদিন থানার সামনে সাবিত্রী মিত্র’র কুশপুতুল দাহ করা হয়। তাঁকে গ্রেফতারের দাবিও জানানো হয়েছে। অবিলম্বে তাঁকে গ্রেফতার না করা হলে বৃহত্তর আন্দোলনে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে বিজেপি। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু, বিজেপি নেতা সুকান্ত সিংহ, অর্ধেন্দুশেখর রায় প্রমুখ। এদিন পথে নামে বিজেপি যুব মোর্চা। মানিকচকের মথুরাপুর চৌরঙ্গি মোড়ে মালদা চাঁচল রাজ্য সড়ক অবরোধ করে সংগঠনের তরফে বিক্ষোভ দেখানো হয়। বিধায়কের গ্রেফতারের দাবিতে চলে স্লোগান।

ভোপালে পৌঁছলেন অর্থমন্ত্রী সীতারামন, দেখা করলেন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে

ভোপাল, ২৯ নভেম্বর (হি.স.) : একদিনের সফরে মঙ্গলবার ভোপাল পৌঁছেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। তিনি বিমানবন্দর থেকে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে পৌঁছেন এবং মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। মুখ্যমন্ত্রী চৌহান অর্থমন্ত্রী সীতারমনকে ফুলের তোড়া ও স্মারক উপহার দিয়ে স্বাগত জানান।

মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীকে রাজ্যে জনকল্যাণমূলক প্রকল্প এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের কথা জানান। মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে অর্থমন্ত্রী রাজ্যের অর্থ দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে আর্থিক পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেন। এর পরে, অর্থমন্ত্রী সীতারামন রবীন্দ্র ভবনে আয়োজিত দত্তোপন্ত থেঙ্গাদি স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠানে পৌঁছন, যেখানে তিনি ’একবিংশ শতাব্দীর বৈশ্বিক দৃশ্যে ভারতের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা’ বিষয়ের উপর একটি মূল বক্তৃতা দেবেন। মুখ্যমন্ত্রী চৌহান সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

ভারত ক্রমাগত উৎপাদনের জগতে এগিয়ে চলেছে: প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ২৯ নভেম্বর (হি.স.) : এপ্রিল-অক্টোবর মাসে ফোন রফতানি দ্বিগুণেরও বেশি হওয়ায় খুশি প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কারণ মোবাইল ফোন রফতানি ৭ মাসের মধ্যে ৫ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। এটি গত বছরের একই সময়ে ভারতের অর্জিত ২.২ বিলিয়ন ডলারের দ্বিগুণেরও বেশি। প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজীব চন্দ্রশেখরের একটি টুইটকে রিটুইট করে বলেন, ’ভারত উৎপাদনের বিশ্বে অগ্রগতি অব্যাহত রেখেছে।’

শিবাজি পার্কের কাছে বস্তিতে আগুন লেগে ২০টি ঝুপড়ি ভস্মীভূত

মুম্বই, ২৯ নভেম্বর (হি.স.) : মঙ্গলবার বিকেলে কোলহাপুর জেলার শিবাজি পার্কের কাছে ঝুপড়িগুলিতে আকস্মিক আগুনে ২০টি ঝুপড়ি ভস্মীভূত হয়েছে। এ ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

পুলিশ সূত্রে খবর, কোলহাপুর জেলার শিবাজি পার্কের কাছে বস্তিটি অবস্থিত। মঙ্গলবার বিকেলে একটি বস্তিতে আগুন লেগে পুরো বস্তিতে ছড়িয়ে পড়ে। আগুন লাগার সময় বেশ কিছু এলপিজি সিলিন্ডারও বিস্ফোরিত হয়। আগুন লাগার খবর পেয়ে দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ফায়ার ব্রিগেডের কর্মীরা এবং পুলিশ সবাইকে নিরাপদে বস্তি থেকে বের করে আনে। আগুনে ২০টি কুঁড়েঘর পুড়ে যাওয়ার খবর পাওয়া গেছে। বস্তিতে বসবাসরত এসব দরিদ্র মানুষের সব জিনিসপত্র পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

আগামী বছরের মার্চের মধ্যে এয়ার ইন্ডিয়া-ভিস্তারার সংযুক্তিকরণ, ঘোষণা টাটাদের

মুম্বই, ২৯ নভেম্বর (হি.স.) : টাটাদের দুটি বিমানসংস্থা ভিস্তারা এবং এয়ার ইন্ডিয়ার সংযুক্তিকরণ করা হচ্ছে । মঙ্গলবার এ কথা ঘোষণা করেছে টাটা গ্রুপ। এর ফলে এয়ার ইন্ডিয়ার সম্মিলিত বিমানের সংখ্যা হবে ২১৮টি । এয়ার ইন্ডিয়া দেশের বৃহত্তম আন্তর্জাতিক এবং দ্বিতীয় বৃহত্তম অভ্যন্তরীণ বিমানসংস্থায় পরিণত হবে।

প্রয়োজনীয় অনুমোদন পাওয়ার পর ভিস্তারা এয়ার ইন্ডিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত হবে। সংযুক্তিকরণে লেনদেনের অংশ হিসাবে এসআইএ এয়ার ইন্ডিয়াতে ২,০৫৯ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে। সংযুক্তির পর এসআইএ এয়ার ইন্ডিয়াতে ২৫.১শতাংশ শেয়ারহোল্ডিং নিজেদের দখলে রাখবে। লেনদেনটি ২০২৪ সালের মার্চের মধ্যে সম্পন্ন হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

টাটা সন্সের সম্পূর্ণ মালিকানাধীন বিমান সংস্থা এয়ার ইন্ডিয়া। টাটা সন্স, তার সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সহযোগী প্রতিষ্ঠান টেলেস প্রাইভেট লিমিটেডের মাধ্যমে চলতি বছরের ২৭ জানুয়ারি এয়ার ইন্ডিয়ার ১০০ শতাংশ শেয়ার কিনে নেয়।

টাটা সন্স এবং সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্স লিমিটেড -র ৫১:৪৯ যৌথ উদ্যোগের মালিকানাধীন ভিস্তারা ২০১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া এবং ইউরোপে আন্তর্জাতিক উড়ান পরিষেবা দেয় ।

টাটা সন্সের চেয়ারম্যান এন চন্দ্রশেখরণ বলেন, ’এয়ার ইন্ডিয়াকে বিশ্বমানের বিমান সংস্থা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আমাদের এই সফরে ভিস্তারা এবং এয়ার ইন্ডিয়ার সংযুক্তিকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। প্রত্যেক গ্রাহকের জন্য সবসময় দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা প্রদানের লক্ষ্যে এয়ার ইন্ডিয়াকে পরিবর্তিত করছি।’

মমতার সভা শুরুর অনেক আগে থেকেই জমতে শুরু করেছে ভিড়

উত্তর ২৪ পরগনা, ২৯ নভেম্বর (হি. স.) : সীমান্তের শেষ প্রান্তে জঙ্গল পারের মানুষ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভার জন্য মঙ্গলবার অপেক্ষা করছেন। সভা শুরুর অনেক আগে থেকেই জমতে শুরু করেছে ভিড়। বিভিন্ন সমস্যার সমাধান এদিনের সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাওয়া যাবে বলে আশা স্থানীয় বাসিন্দাদের।

উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের হেমনগর কোস্টাল থানার বনবিবি মাঠে মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রীর সভা। সুন্দরবনে মুখ্যমন্ত্রীর সফরের প্রহর গুণছেন বাংলাদেশ সীমান্ত-জঙ্গল লাগোয়া বাসিন্দারা। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে সুন্দরবন লাগোয়া প্রত্যন্ত এলাকায় জনসভায় কী বলবেন মুখ্যমন্ত্রী সেদিকেই নজর রয়েছে সকলের। সভাস্থল থেকে ৩০০ মিটার দূরে অবস্থিত কালীতলা পঞ্চায়েতের বনবিবির মন্দিরে পুজো দেওয়ার কথা রয়েছে মমতার। পাশপাশি এদিনের সভা থেকে একাধিক প্রকল্প উদ্বোধন করার কথা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর। এছাড়া লক্ষ্মীশ্রী, খাদ্যসাথী, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, জয় জোহার, স্বাস্থ্যসাথী, ঐক্যশ্রী, আর্টিজান ক্রেডিট কার্ডের মতো বিভিন্ন সরকারি পরিষেবাও প্রদান করা হবে সূত্রের খবর। কালীতলা পঞ্চায়েত রাজ্যের প্রত্যন্ত পঞ্চায়েতের মধ্যে অন্যতম। সেখানেই ১৫ হাজার ভোটারের বাসস্থান। সুন্দরবনের খাঁড়ি লাগোয়া বনবিবির মন্দির। মন্দির সংলগ্ন খাঁড়ির ওপারে বাঘ সংরক্ষিত এলাকা। বনবিবির মন্দিরে পুজো দিয়ে মধু সংগ্রহ করতে বা কাঁকড়া ধরতে যান এলাকার বাসিন্দারা। আর সেখানেই আসছেন মুখ্যমন্ত্রী, যথেষ্টই উচ্ছ্বসিত স্থানীয় বাসিন্দারা।

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

ব্রেকফাস্টে ওটস কর্নফ্লেক্স তো খাচ্ছেন

ব্রেকফাস্টে সিরিয়ালস হল প্রথম এবং সাধারণ পছন্দ। অধিকাংশ মানুষই পেট ভরাতে স্বাস্থ্যকর খাবার হিসেবে সকালে দুধ-ওটস, দুধ-কর্নফ্লেক্স বা দই ওটস এসব খেয়ে থাকেন। অনেকের পছন্দ হল মুজলি। এই সবকটি সিরিয়ালস খেতে যেমন ভাল তেমনই স্বাস্থ্যকরও। ওজন কমাতে ভীষণ ভাবে সাহায্য করে। চট করে খাওয়া হয়ে যায়।

ব্রেকফাস্ট বানানোর কোনও ঝক্কি থাকে না। আজকাল সকলেই স্বাস্থ্যকর খাওয়া-দাওয়ার কথা বলেন। সেই সঙ্গে ক্যালোরি যাতে কম খাওয়া হয় সেই দিকেও নজর রাখতে বলা হয়। তবে এমন কিছু সিরিয়ালস থাকে যার স্বাদ বাড়ানোর জন্য তার মধ্যে অতিরিক্ত পরিমাণ চিনি বা মধু মেশানো থাকে। দিনের পর দিন সেই সব সিরিয়ালস খেলে সুগার ও এজন বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। কারণ অনেক প্রক্রিয়াকরণের পর এই সব সিরিয়ালস তৈরি করা হয়। এর ফলে তা হজমের জন্য অগ্ন্যাশয় থেকে বেশি পরিমাণ ইনসুলিন নির্গত হয়। আর কোশও দ্রুত গ্লুকোজ শোষণ করে নেয়। দিনের পর দিন সেই সব সিরিয়ালস খেলে সুগার ও এজন বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। ফলে ওজন কমার পরিবর্তে বেড়ে যায়। এছাড়াও যে সব সমস্যা আসে তা হল- *এই কর্নফ্লেক্স বা মুজলির মধ্যে থাকে ছচ্ঙ্খছ। যার গেলাইসেমিক ইনডেক্স বেশি। ফলে রক্তে সুগারের মাত্রা বেড়ে যায়। *এছাড়াও এই সব খাবারের মধ্যে কার্বোহাইড্রেট বেশি পরিমাণে থাকে। প্রোটিন তুলনায় কম থাকে। যার ফলে খুব তাড়াতাড়ি খিদে পেয়ে যায়। এতে বেশি খাবার খাওয়া হয়ে যায়।

*ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে এবং ফ্যাট গলাতে এই সব সিরিয়ালস খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। কিন্তু বেশি পরিমাণে খেলে সেখান থেকে একাধিক সমস্যার সম্ভাবনা থেকে যায়। শরীরের গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। ফলে অগ্ন্যাশয় থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ ইনসুলিন হরমোন তৈরি হতে পারে না। ওজন কমাতে গিয়ে তখন ডায়াবেটিসের মুখে পড়তে হয়। *সিরিয়ালের নিজস্ব কোনও স্বাদ নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে রিফাইন শস্য ব্যবহার করা হয়। বিক্রি বাড়ানোর জন্য তার সঙ্গে যুক্ত করা হয় চিনি, ড্রাইফ্রুটস সহ একাধিক জিনিস। পরিশোধন করতে গিয়ে শস্যের খাদ্যগুণ নষ্ট হয়ে যায়। তখন ফাইবার আর খনিজের অভাব দেখা যায়। *দিনের পর দিন এই ভাবে সিরিয়ালস খেলে শরীর আর নিজে থেকে গ্লুকোজ শোষণ করতে পারে না। যার ফলে পরবর্তীকালে রক্তে শর্করার পরিমাণ বেড়ে যায়।

কলার খোসা দিয়েই মাইগ্রেন থেকে মুক্তি মিলবে যেভাবে

মাথা ব্যথার সমস্যায় প্রায় সবাই ভুগে থাকেন! সারাদিন কম্পিউটারের সামনে বসে কাজ করার কারণে মাইগ্রেন সমস্যা আরো বেড়ে যায় কর্মজীবীদের। এছাড়াও ঘুমের ব্যাঘাত, দীর্ঘক্ষণ ভ্রমণ বা প্রচণ্ড শব্দ দূষণের কারণে মাথা ব্যথা হয়ে থাকে অনেকের। কয়েক মিনিট থেকে শুরু করে মাইগ্রেনের ব্যথা কয়েক ঘণ্টা

পর্যন্ত থাকতে পারে। এমনকি টানা দুই তিন দিনও ব্যথা রয়ে যায় অনেকের। এর থেকে মুক্তি পেতে ভরসা রাখুন কলার খোসায়। অবাক হচ্ছেন নিশ্চয়ই! ভাবছেন, যেখানে অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ খেয়েও মাইগ্রেন থেকে মুক্তি মেলে না সেখানে কলার খোসা! মাথা ব্যথার সব ওষুধ এবার এক পাশে সরিয়ে রেখে কলার খোসার ম্যাজিক দেখুন। মুহূর্তেই মাথা ব্যথা থেকে মুক্তি দেবে এই কার্যকরী উপাদানটি। এজন্য প্রয়োজন হবে একটি কলার খোসা, কয়েক টুকরা বরফ ও একটি তোয়ালে। প্রথমে একটি কলা নিয়ে এর খোসা ছড়িয়ে নিন। অতঃপর ওই খোসার মধ্যেই দুই থেকে তিন টুকরা বরফ নিয়ে কপালে রাখুন। এর উপর তোয়ালে দিয়ে কপাল ঢেকে রাখুন। এভাবেই অন্তত ২০ মিনিট শুয়ে থাকুন। দেখবেন মাথা ব্যথা উধাও হয়ে গেছে। এরপর থেকে যখনই মাথা ব্যথা অনুভব করবেন তখনই এই পদ্ধতি অনুসরণ করুন। এটি যেভাবে কাজ করে- কলার খোসায় রয়েছে প্রচুর পরিমাণে পটাশিয়াম। যা মাথা ব্যথা মুহূর্তেই সারিয়ে তুলতে পারে। এছাড়াও এই পদ্ধতিতে বরফ ব্যবহার করলে মাথার তাপমাত্রা কমতে শুরু করে। যার ফলে মাইগ্রেন ব্যথা থেকে দ্রুত স্বস্তি মেলে।

পুরুষদের তুলনায় নারীরা ধূমপান করলে যে অংশগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়

শুধু পুরুষরাই নন বর্তমানে অনেক নারীরাও ধূমপানে আসক্ত। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান বলছে, বিশ্বজুড়ে যখন সিগারেট খাওয়ার গড় প্রবণতা কমছে। তবে বিশ্বে অস্বাভাবিক হারে বেড়েছে নারী ধূমপায়ীর সংখ্যা। সিগারেট খাওয়ার প্রতিযোগিতায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরই আছে পার্শবর্তী দেশ ভারতের নাম।

বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, করোনাকালে উদ্ভূত মানসিক চাপ এবং উদ্বেগ সিগারেটের ব্যবহার বাড়িয়েছে, কেউ কেউ মহামারিতে ধূমপানও ছেড়ে দিয়েছে। বিশেষজ্ঞরা করোনার শুরু থেকেই ধূমপায়ীদের সতর্ক করে আসছেন।

নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অব মেডিসিনে প্রকাশিত ২০২০ সালের একটি গবেষণা অনুসারে, ধূমপায়ীদের আইসিইউতে ভর্তির সম্ভাবনা ধূমপায়ীদের তুলনায় দ্বিগুণ বেশি। অতিরিক্ত ধূমপানের ফলে অনেক সময় ব্যক্তি মারাও যায়।

নিকোটিন নারী-পুরুষ সবার শরীরের জন্যই ক্ষতিকর। চিকিতকেরা বলছেন, সর্বনাশা এ নেশায় আসক্ত হওয়ার প্রভাব পড়ে শরীরের ওপর। তবে নারীদের শরীরে সবচেয়ে বেশি মাত্রায় প্রভাব ফেলে সিগারেট। জেনে নিন দীর্ঘদিন ধরে নারীরা ধূমপানে আসক্ত থাকলে শরীরে কী ঘটে-

ভ্রূণ এবং শিশুর উপর প্রভাব

মা যদি ধূমপায়ী হন তবে জন্মের সময় নবজাতকের সমস্যার সম্ভাবনা বেশি থাকে। ধূমপানের কারণে ভ্রূণের ফুসফুস সঠিকভাবে বিকশিত হয় নাস গর্ভপাতের সম্ভাবনাও বেশি থাকে।

প্রি-মেন্সট্রুয়াল সিনড্রোম (পিএমএস)

ধূমপান এবং তামাক নারীদের জন্য অনেক স্বাস্থ্য ঝুঁকি সৃষ্টি করে। ধূমপান নারীদের প্রি-মেন্সট্রুয়াল সিনড্রোম লক্ষণগুলোর উপর খারাপ প্রভাব ফেলে।

গবেষণায় দেখা গেছে, ধূমপায়ী নারীদের পিরিয়ডের সময় ব্যথা ৫০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে। অধূমপায়ী নারীদের তুলনায় ধূমপায়ী নারীদের মধ্যে এ সমস্যা ২-৩ দিন স্থায়ী হয়।

প্রজননে বাঁধা

ধূমপানের ফলে কিছু রাসায়নিক নারীর শরীরে প্রবেশ করে। যা খুবই বিপজ্জনক বলে প্রমাণিত হয়েছে। এটি তাদের প্রজনন স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলে। এই রাসায়নিকগুলো ডিম্বস্ফোটনের সম্ভাবনা কমিয়ে দেয়।

এ ছাড়াও ডিম্বাণুতে ফ্যালোপিয়ান টিউবগুলোর মাধ্যমে জরায়ুতে চলাচলও হ্রাস করে। যার কারণে জরায়ুর বাইরে ভ্রূণের বিকাশ ঘটে। একে বলা হয় একটোপিক প্রেগন্যান্সি। এই ধরনের অবস্থা ভ্রূণের জন্য মারাত্মক প্রমাণিত হতে পারে।

ক্যানসারের ঝুঁকি

সিগারেটের প্যাকেটের গায়েও লেখা থাকে "ধুমপান ক্যান্সারের কারণ"। ফুসফুসের ক্যান্সার ধূমপানকারীদের মধ্যে খুব দ্রুত ঘটে। সিগারেটের ধোঁয়ায় থাকা অনেক রাসায়নিক ক্যান্সারের জন্য দায়ী বলে জানা যায়।

নারীদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ধূমপান ফুসফুসের ক্যান্সারসহ জরায়ুমুখের ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায়। পাশাপাশি মেনোপজের আগে ধূমপায়ী নারীদের পায়ুপথের ক্যান্সারের সম্ভাবনাও বেড়ে যায়।

তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ধূমপান ত্যাগ করুন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হলো, ধূমপান বন্ধ করার পরবর্তী বছরগুলোতে জরায়ুমুখের ক্যান্সারের ঝুঁকি স্বয়ংক্রিয়ভাবে কমে যায়। এ ছাড়াও শারীরিক বিভিন্ন সমস্যা থেকে মুক্তি মেলে।

হালুয়া, উপমা অনেক হল এবার সুজি দিয়ে বানিয়ে নিন ল্যাংচা

মিষ্টিপ্রেমী বাঙালির কাছে ল্যাংচা মানেই শক্তিগড়। নাড়ু, সন্দেশ, মোতিচুর, রসগোল্লা তালিকায় মিষ্টির কোনও খামতি নেই। বর্তমানে সন্দেশ, ভ্যানিলার স্বাদও ঢুকে পড়েছে মিষ্টিতে। অর্থাতফিউশন মিষ্টিতেও রসনা তৃপ্তি করতে শিখে গিয়েছে বাঙালি। এখন অনেকে বেকড মিষ্টিও পছন্দ করছেন। মিষ্টি তো অনেকেই খান।

তবে মিষ্টির ইতিহাস সম্বন্ধে জানেন কি? বাঙালির ঐতিহ্য হল মিষ্টি। যে কোনও শুভ কাজের সূচনাতে মিষ্টি থাকবেই। এক একটা মিষ্টির নেপথ্যে এক একরকম গল্প থাকে। তেমনই স্থানভেদে মিষ্টি প্রসিদ্ধ হয়. তবে মিষ্টি তৈরিতে নামডাক রয়েছে হুগলি, বর্ধমানের। তেমনই ল্যাংচার আদি ইতিহাস ঘাঁটলেও অনেক রকম গল্প উঠে আসে।

"ল্যাংচা" কালো বা বাদামী রঙের একটি রসের মিষ্টি। ময়দা, খোয়া, চিনি এসবই এর প্রধান উপকরণ। তবে কেন এই মিষ্টির সঙ্গে শক্তিগড়ের নাম জড়ালো এমনভাবে বা এর এরকম নামই বা হল কেন তার নেপথ্যে রয়েছে মজার গল্প। সাহিত্যিক নারায়ণ সান্যাল তাঁর রূপমঞ্জরী বইয়ে ল্যাংচার নামকরণ নিয়ে বেশ জমিয়ে গল্প বলেছেন। শক্তিগড়ের ল্যাংচার সঙ্গে যোগ রয়েছে কৃষ্ণনগরের। কৃষ্ণনগরের রাজপরিবারের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের কন্যার সঙ্গে বর্ধমান জেলার রাজপরিবারের রাজার পুত্রের বিয়ে হয়। এই সূত্রেই খ্যাতি পায় ল্যাংচা। শোনা যায় যে ময়রা ল্যাংচা বানিয়েছিলেন তাঁর একটা পা খোঁড়া ছিল। সেখান থেকেই এই রকম নামকরণ। তবে এবার ক্ষীর, ময়দা, খোয়া নয় সুজি দিয়েই বানিয়ে নিন ল্যাংচা।

কড়াইতে ঘি দিয়ে ২০০ গ্রাম সুজি ভেজে নিতে হবে। এবার ৩ মিনিট নাড়াচাড়া করে ওর মধ্যে দেড় কাপ দুধ দিতে হবে। বেশ মাখা মাখা হলে নামিয়ে নিন। অন্য একটি কড়াইতে চিনি দিয়ে এক কাপ জল দিন। এর মধ্যে এলাচ ফেলে দিন। চিনার সিরা বানিয়ে একদিকে রেখে দিন। এবার সুজির সঙ্গে ২ চামচ ময়দা, ২ চামচ গুঁড়ো দুধ, এলাচ গুঁড়ো আর সামান্য বেকিং পাউডার মিশিয়ে ভাল করে মেখে নিন। মিশ্রণ থেকে ছোট ছোট ডো বানিয়ে নিন। এবার ল্যাংচার শেপে গড়ে ভেজে নিলেই তৈরি ল্যাংচা। এবার চিনির রস গরম করতে বসিয়ে ওর মধ্যে ল্যাংচা ফেলে দিন। এতে রস ভাল ঢুকবে।

খিদে পেলে খাওয়া উচিত না ঘড়ির কাঁটা ধরে খেলে ভাল?

খিদে পায়নি অথচ গপগপ করে যা খুশি খেয়ে ফেলছেন, এই অভ্যাস মোটেই স্বাস্থ্যকর নয়। আবার সময় পেরিয়ে যাচ্ছে, এদিকে খালি পেটে রয়েছেন সেই অভ্যাসও অস্বাস্থ্যকর।

এখন কথা হল, পুষ্টিবিদরা বলেন, খিদে পেলে তবেই খান, জোর করে খাওয়া ঠিক নয়। আবার পুষ্টিবিদরা এমনও বলেন যে ঘড়ির কাঁটা ধরে সময়ে সময়ে খাওয়া উচিত।

এর মধ্যে কোনটা ঠিক, সে প্রশ্ন কি আপনার মাথাতেও ঘুরছে?

ভাল করে ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবেন, দুটোই সঠিক। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যখন খিদে পাবে বুঝতে হবে শরীর ক্যালোরি চাইছে, পাকস্থলীও হজমের জন্য তৈরি, তখনই খাওয়া উচিত। তবে চোখের খিদে নয় কিন্তু, একেবারে চনচন করে খিদে পাওয়া যাকে বলে।

ঘড়ির সময় ধরে খাওয়াতেও ভুল নেই। তবে এই নিয়ম অক্ষরে অক্ষরে মানলে তবেই লাভ হবে। পুষ্টিবিদরা পরামর্শ দেন, সময় ধরে দিনে ছোট ছোট ৬টা মিল খেলে বেশি ক্যালোরিও ঢুকবে না আবার ওজনও নিয়ন্ত্রণে থাকবে। হজমপ্রক্রিয়া ভালভাবে হবে। এই ঘড়ির কাঁটা ধরে খাওয়ার নিয়ম আছে। বিশেষজ্ঞরাই বলে দেন, কোন সময়ে কী খেতে হবে। ব্রেকফাস্ট যদি ভারী হয়, তাহলে লাঞ্চে খাবার হবে হাল্কা, বিকেলের জলখাবার আরও হাল্কা। কাজেই সঠিক সময় ধরে খেলে খিদেও সেই অনুপাতেই হবে। যদি সময় ধরে বারে বারে বেশি খেতে শুরু করেন, জাঙ্ক ফুড দেখলেই আপনার মন খাই খাই করে ওঠে এবং যা খুশি খেয়েও ফেলেন, তাহলে কোনও উপকার হবে না। উল্টে ওজন বাড়তে থাকবে দ্রুত গতিতে।

খাবার সময়ে কিছু নিয়ম মানতেই হবে। যখনই খাবার খাবেন, সেটা গরম-গরম খাওয়াই ভাল। সদ্য রান্না করা বা গরম খাবার সহজেই হজম হয়ে যায়। ফ্রিজ থেকে বার করা খাবার কিংবা ঠান্ডা, অনেকদিনের বাসি খাবার খেলেই বাধে বিপত্তি! তাই গরম খাবার খাওয়ার অভ্যাস করুন।

খিদে পায়নি অথচ ডায়েট বজায় রাখতে গিয়ে একবারে প্রচুর ফল খেয়ে ফেলছেন, ভুলেও এই কাজটি করবেন না। যতটা খিদে পেয়েছে, ততটাই খান। আর খিদে না পেলে একেবারেই তখন খাবেন না। পেটে খিদে না থাকা অবস্থায় খেলে কিন্তু সমস্যা বাড়ে। তখন হজমের সমস্যা বাড়বে।

স্বাস্থ্যকর খাবার খাচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু কোনটার পরে কোনটা খাওয়া উচিত বা কার সঙ্গে কী খেলে ভাল সেটে জেনে নিন আগে। মাংস খেয়েই দুধ খেয়ে ফেললে বদহজম হতে বাধ্য। আবার টকজাতীয় খাবার খাওয়ার আগে বা পড়ে দুধ খাবেন না। টক খাবারে ভিটামিন সি ও সাইট্রিক অ্যাসিডের উপস্থিতি দুধকে জমাট বাঁধায়। এর ফলে অ্যাসিড রিফ্লাক্স, বুকজ্বালা ও পেট খারাপ হতে পারে। এমনকি অ্যালার্জি, বুকের কফ জমা ও সর্দি-কাশিও হতে পারে।

দুধের সঙ্গে অথবা দুধ খাওয়ার আগে বা পরে তরমুজ খাবেন না। দুটো মিশিয়েও খাবেন না। তরমুজ খাওয়ার সময়ে বা আগে-পরে দুধ খেলে শরীরে টক্সিন তৈরি হতে পারে। এর ফলে ফুড অ্যালার্জি, ডায়েরিয়া হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

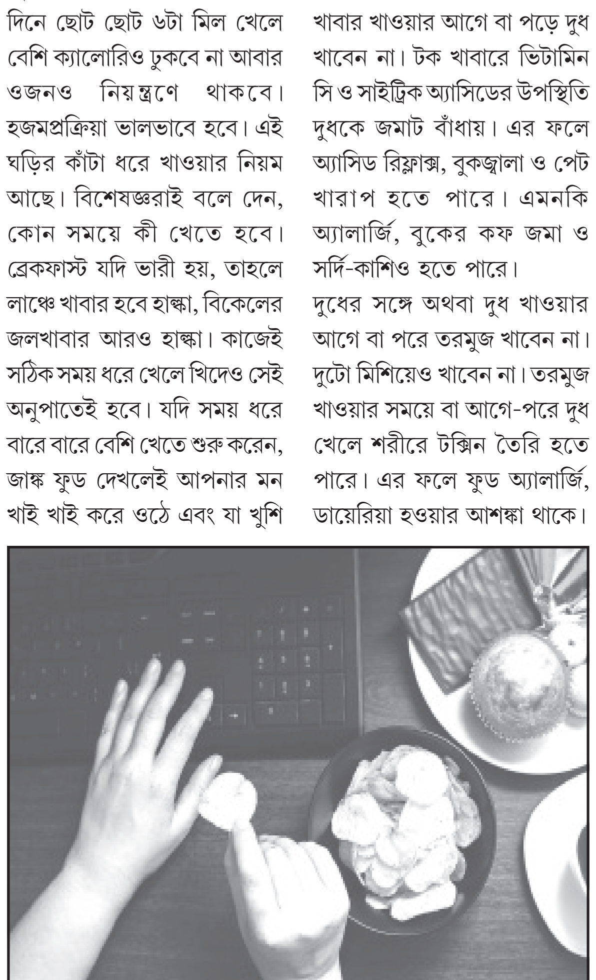

আপনার মস্তিষ্কের সুরক্ষায় নিয়মিত করুন শরীরচর্চা

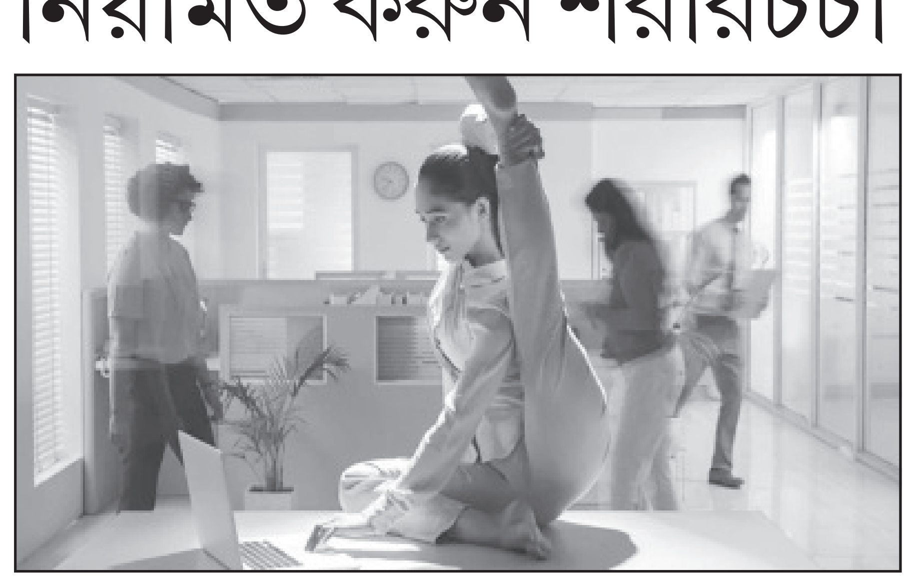

দেহ সুস্থ-সবল রাখতে ব্যায়ামের জুড়ি নেই। এর বাইরে নতুন খবর হলো ব্যায়াম করলে মস্তিষ্কের ভেতরের কোষদের মধ্যকার যোগাযোগ বাড়ে। এতে ডিমেনশিয়ার মতো সমস্যা সহজেই প্রতিরোধ করা সম্ভব। সম্প্রতি গবেষণায় দেখা গেছে নিয়মিত ব্যায়াম করেন এমন বয়স্ক মানুষরা মানসিক ব্যাধিতে কম আক্রান্ত হন।

সম্প্রতি গবেষণায় দেখা গেছে নিয়মিত ব্যায়াম করেন এমন বয়স্ক মানুষরা মানসিক ব্যাধিতে কম আক্রান্ত হন এ বিষয়ে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত মেমরি এন্ড এজিং সেন্টারে কর্মরত নিউরোলজি বিশেষজ্ঞ প্রফেসর কেইটলিন ক্যাসেলেটো জানান, 'মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে সিন্যাপ্স সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমাদের মানসচিন্তা এবং স্মৃতি মূলত এই সিন্যাপসেরই প্রভাব-প্রসূন ফল।'

আলঝেইমার কিংবা ডিমেনশিয়ার ক্ষতি হ্রাস করতে শারীরিক কসরতের ভূমিকা অপরিসীম কেইটলিনের গবেষণা থেকে জানা যায়, শরীরচর্চা আমাদের মস্তিষ্কে ডিমেনশিয়ার আশঙ্কা ৩০ থেকে ৮০ শতাংশ কমিয়ে দেয়। তিনি জানান, 'মস্তিষ্কের জটিল গঠনের কথা বিবেচনা করে দেখলে, সুস্থ শরীরচর্চা মস্তিষ্কে কিছু স্বাভাবিক সিগন্যাল প্রদান করে। এতে মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা এবং সুস্থতা নিশ্চিত হয়।'

শরীরচর্চা আমাদের মস্তিষ্কে ডিমেনশিয়ার আশঙ্কা ৩০ থেকে ৮০ শতাংশ কমিয়ে দেয় মূলত মস্তিষ্ক সিন্যাপসের মাধ্যমে নিউরন থেকে নিউরন এবং দেহের অন্যান্য অংশের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে। তাই ক্রমশ ধুকতে শুরু করা বা ক্ষয়ে যাওয়া প্রোটিনের প্রতিপূরক জরুরী হয়ে পড়ে। কেইটলিন জানান, 'আমাদের মস্তিষ্কে বিভিন্ন ধরনের প্রোটিন থাকে। প্রতিটি প্রোটিনই ভিন্ন ভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে।'

মস্তিষ্ক সিন্যাপসের মাধ্যমে নিউরন থেকে নিউরন এবং দেহের অন্যান্য অংশের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে এই প্রক্রিয়াতেই মস্তিষ্ক নিজেকে পুনর্বিন্যস্ত করার সুযোগ পায়। ফলে মস্তিষ্ক সুস্থ থাকে। আলঝেইমার কিংবা ডিমেনশিয়ার ক্ষতি হ্রাস করতে শারীরিক কসরতের ভূমিকা অপরিসীম। বিশেষত বয়স্ক যারা তাদের সপ্তাহে অন্তত ১৫০ মিনিট শারীরিক ব্যায়াম বা কার্যক্রমে নিজেকে জড়ানো উচিত। তবে যেকোনো ব্যায়াম করলেই ফলাফল পাওয়া যাবে এমন না।

এমন ব্যায়ামই খুঁজে নেয়া উচিত যা আনন্দদায়ক কেইটলিনের গবেষণা জানায়, বয়সের উপর ভিত্তি করে ফলাফল বিভিন্ন হতে পারে। তবে সচরাচর এমন ব্যায়ামই খুঁজে নেয়া উচিত যা আনন্দদায়ক। বিশেষত বয়স্কদের উচিত নতুন কোনো ব্যায়াম শুরু করা। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের সাথে প্রথমে পরামর্শ করে নেওয়া ভালো। বিশেষজ্ঞদের সাথে প্রথমে পরামর্শ করে নেওয়া ভালো এই বিষয় নিয়ে আরো গবেষণা হচ্ছে। তবে ডিমেনশিয়া কিংবা বিভিন্ন মানসিক ব্যাধি প্রতিরোধে শারীরিক কার্যক্রম এবং ভালো লাগার সম্পর্ক জরুরী। একইসাথে খাদ্যতালিকায় প্রোটিনের মাত্রা বৃদ্ধি এবং সুষম বণ্টন নিশ্চিত করতে হবে। এভাবে যেকোনো বয়সেই (বিশেষত বয়স্কদের) মানসিক ব্যাধি প্রতিরোধ করা সম্ভব।

সারাক্ষণ এসিতে থাকলে জ্বর সর্দি-কাশি ভোগাবে

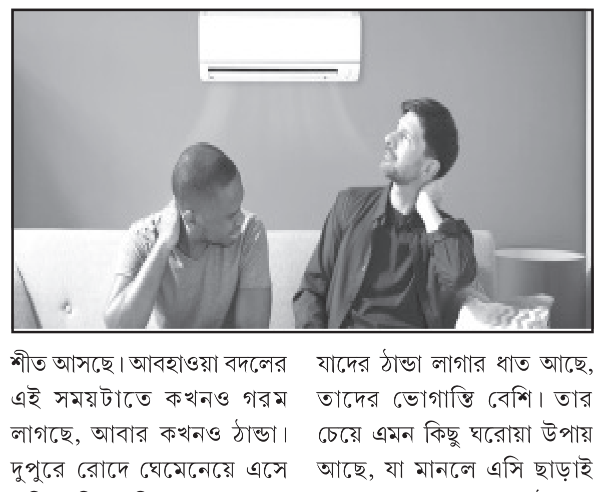

শীত আসছে। আবহাওয়া বদলের এই সময়টাতে কখনও গরম লাগছে, আবার কখনও ঠান্ডা। দুপুরে রোদে ঘেমেনেয়ে এসে এসি চালিয়ে দিচ্ছেন অনেকে। আবার রাত হলেই তাপমাত্রা নেমে যাচ্ছে। বাইরের খামখেয়ালি আবহাওয়ার সঙ্গে শরীর মানিয়ে নিতে পারছে না, তার ওপরে সারাক্ষণ এসি চললে হিতে বিপরীত হচ্ছে। চট করে ঠান্ডা লেগে যাচ্ছে, সর্দি-কাশি ছাড়তেই চাইছে না।

অ্যালার্জি সমস্যা বাড়ছে। রাতের দিকে হাঁপানির টানও ভোগাচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কখনও ঠান্ডা, কখনও গরম এমন আবহাওয়ায় নিজেদের সবচেয়ে বেশি সতর্ক থাকতে হবে। গরম লাগলেই এসি চালিয়ে দেওয়া মোটেই স্বাস্থ্যকর নয়। এসি থেকে বেরিয়েই আবার স্বাভাবিক তাপমাত্রায় গেলে, শরীর এই বদলটা সইতে নিতে পারে না অনেক সময়েই। বিশেষ করে যাদের ঠান্ডা লাগার ধাত আছে, তাদের ভোগান্তি বেশি। তার চেয়ে এমন কিছু ঘরোয়া উপায় আছে, যা মানলে এসি ছাড়াই আপনার ঘর থাকবে ঠান্ডা। শরীরও তার সহনশীল তাপমাত্রায় থাকতে পারবে, সর্দি-কাশি বা অ্যালার্জির সমস্যা ভোগাবে না।

ঘর ঠান্ডা রাখুন ঘরোয়া উপায়ে

১) পুরনো আমলে খসখস ঝোলানো হত জানলায়। এখন খসখস জোগাড় করা একটু হলেও শক্ত। বদলি হিসেবে, মোটা চাদর জলে ভিজিয়ে, শুকিয়ে নিয়ে, অল্প স্যাঁতসেতে ভাবটা রেখে পর্দার গায়ে সেঁটে দিতে পারেন।

২) ঘড়ির কাঁটা ১১টা পেরোলে যদি চড়া রোদ ঘরে ঢোকে, তাহলে জানলা বন্ধ করে দিন। ভারী পর্দা লাগান জানলায়। পর্দা টেনে দিলে কিছুটা অন্ধকার হবে ঘর, তাতে তাপমাত্রা কমবে।

৩) সুতির বা লিনেনের মতো প্রাকৃতিক ফ্যাব্রিকের পর্দা এবং বেড শিট ব্যবহার করুন। তা যেন হালকা রঙের হয়। হালকা রঙের চাদর আর পর্দা তাপ প্রতিফলিত করবে, তার ফলে ঘর ঠান্ডা থাকবে।

৪) যদি দুপুরের পর বেশি গরম লাগে তাহলে সবচেয়ে ভাল উপায় হল স্ট্যান্ডিং ফ্যান। স্টিলের ব্লেডওয়ালা বড়সড় পেডেস্টাল ফ্যান এনে বড় জানালাটার ধার ঘেঁষে ঈষতবেঁকিয়ে চালিয়ে দিন। কখনও ডানে ঘুরে, কখনও বাঁয়ে বেঁকে সারা ঘরে হাওয়া ছড়িয়ে দেবে।

৫) রান্নাঘর বা বাথরুমে এগজস্ট ফ্যান লাগান, তাতেও গরম হাওয়া অনেকটাই বেরিয়ে যাবে।

৬) ঘরের মধ্যে গাছ রাখলে তা দেখতেও সুন্দর লাগে, তাপও শুষে নেয়। মানিপ্লান্ট, অ্যালোভেরা, স্নেক প্লান্ট, অ্যারিকা পাম ঘরে সুন্দর লাগে দেখতে। গাছ থাকলে ঘর অনেক ঠান্ডা থাকবে।

৭) ঘরে ক্রস ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা রাখুন। ৪৫ ডিগ্রি কোণে যদি মুখোমুখি দুটো জানলা থাকে তাহলে খুব ভাল হয়। না হলে ঘরে হাওয়া চলাচলের ব্যবস্থা রাখুন।

৭) রাতে শোওয়ার আগে টাওয়েল ভিজিয়ে পা মুছে নিন, এতে শরীরে তাপমাত্রা নেমে যাবে। বেশি গরম লাগবে না।

গঙ্গারামপুরের নার্সিং পড়ুয়ার দেহ অভিযুক্তের বাড়ির সামনে রেখে বিক্ষোভ

গঙ্গারামপুর, ২৯ নভেম্বর (হি. স.) : উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগরে উদ্ধার হয় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুরের এক নার্সিং পড়ুয়ার নলিকাটা দেহ। মঙ্গলবার গঙ্গারামপুরে উদ্ধব সরকার নামে ওই পড়ুয়ার দেহ পৌঁছোতেই বন্ধু বিক্রম সরকারের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। বিক্রমের বাড়ির সামনে উদ্ধবের দেহ রেখে বিক্ষোভ শুরু করেন তাঁরা। ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে গঙ্গারামপুর থানার যাদববাটি এলাকায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে এলাকায় নামানো হয় র্যা ফ।

২১ বছর বয়সি উদ্ধবের বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুর থানার যাদববাটি বাটুলপাড়া এলাকায়। কৃষিজীবী পরিবারের দুই ছেলে ও এক মেয়ের মধ্যে উদ্ধবই সকলের বড়। বাবা দিলীপ সরকার ও মা তৃপ্তি বর্মন সরকার। ছোট থেকেই মেধাবী ছাত্র হিসেবে পরিচিত উদ্ধব, বিজ্ঞান নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পর গঙ্গারামপুর কলেজে ভর্তি হয়। এবছর সে দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিল। কলেজে পড়ার পাশাপাশি নার্সিং পড়ার সুযোগ পায় সে। ১ নভেম্বর অশোক নগর স্টেট জেনারেল হাসপাতালের অধীনে নার্সিং কলেজে ভর্তি হয় সে। সেখানে বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকত।

উদ্ধবের বাবা দিলীপ সরকার জানিয়েছেন, ছেলের মোবাইলে কিছুতেই যোগাযোগ করতে পারছিলেন না। পরে উদ্ধবের সঙ্গে থাকা সহপাঠীর পরিবারের সূত্রেই খবর পান উদ্ধবকে খুন করা হয়েছে। এদিকে, অশোকনগরের ওই বাড়িতে উদ্ধবের সঙ্গে গঙ্গারামপুরের বিক্রমও থাকত। উদ্ধবকে খুনের পেছনে বিক্রম জড়িত বলে অভিযোগ ওঠে। কারণ, রবিবার সকালে বিক্রম ঘরে তালা লাগিয়ে বেরিয়ে পড়ে। বিক্রমের তাড়াহুড়ো দেখে ওই বাড়ির মালিকের সন্দেহ হয়। এরপর ঘরের তালা ভেঙে বিছানার নীচে উদ্ধবের নলিকাটা দেহ পড়ে থাকতে দেখেন বাড়ির মালিক। এদিন উদ্ধবের দেহ পৌঁছোতেই বিক্রমের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন উদ্ধবের আত্মীয় ও প্রতিবেশীরা। পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। অন্যদিকে, ঘটনার আঁচ পেতেই গা ঢাকা দেয় বিক্রমের পরিবার। পলাতক বিক্রমও। তার খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে গঙ্গারামপুর ও অশোকনগর থানার পুলিশ।

কঠিন সময়ে সঠিক ও সময়মত তথ্য সরবরাহ করা সংবাদ মাধ্যমের দায়িত্ব : অনুরাগ ঠাকুর

নয়াদিল্লি, ২৯ নভেম্বর (হি.স.): কঠিন সময়ে সঠিক ও সময়মত তথ্য সরবরাহ করা সংবাদ মাধ্যমের দায়িত্ব। বললেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর। করোনা-মহামারীর সময়ের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, 'কোভিড সংকট বিশ্বজুড়ে আমাদের সকলের জন্য পরীক্ষার সময় ছিল। লকডাউনের জন্য, শুধুমাত্র সংবাদ মাধ্যমই মানুষকে বাইরের বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত করেছিল। এই ধরনের পরিস্থিতিতে, সঠিক এবং সময়মত তথ্য সরবরাহ করা মিডিয়ার দায়িত্ব হয়ে যায়।'

মঙ্গলবার এশিয়া প্যাসিফিক ব্রডকাস্টিং ইউনিয়ন জেনারেল অ্যাসেম্বলিতে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর। তিনি আরও বলেছেন, কোভিড-১৯ সচেতনতা বার্তা, গুরুত্বপূর্ণ সরকারী নির্দেশিকা এবং বিনামূল্যে অনলাইন পরামর্শ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া নিশ্চিত করেছে ভারতীয় সম্প্রচারকারী ও ভারতীয় মিডিয়া। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর আরও বলেছেন, ভূমিকম্প, অগ্নিকাণ্ড ও সন্ত্রাসী হামলার ক্ষেত্রে মিডিয়াকে দায়িত্বের সঙ্গে রিপোর্ট করতে হবে। মিডিয়াকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে, সন্ত্রাসী হামলার ক্ষেত্রে লাইভ রিপোর্টিং যেন আক্রমণকারীদের কোনও সূত্র না দেয় এবং তাদের খারাপ উদ্দেশ্যগুলিকে সহজতর না করে তোলে।

নাবালিকার সঙ্গে অশ্লীল বার্তালাপ, লালঘরে রামকৃষ্ণনগর থানার এসআই

রামকৃষ্ণনগর (অসম), ২৯ নভেম্বর (হি.স.) : জনৈক নাবালিকার সঙ্গে মোবাইল ফোনে অশ্লীল যৌনালাপ করে জেলহাজতে যেতে হলো এক থানার সাব-ইনস্পেক্টর (এসআই)-কে। তিনি করিমগঞ্জ জেলার রামকৃষ্ণনগর থানার এসআই ধীরেন্দ্র নাথ। আজ মঙ্গলবার করিমগঞ্জের বিচারবিভাগীয় আদালতের নির্দেশে তাকে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

জানা গেছে, রামকৃষ্ণনগর থানার এসআই ধীরেন্দ্র নাথ দীর্ঘদিন থেকে এক নাবালিকার সঙ্গে মোবাইল ফোনে একের পর এক বার্তা পাঠাচ্ছিলেন। এতে বিব্রত নাবালিকা বিষয়টি জানায় তার পরিবারকে। গতকাল সোমবার মেয়েটির আভিভাবক অশ্লীল বার্তালাপ করে নাবালিকাকে বিব্রত করা হচ্ছে বলে করিমগঞ্জের পুলিশ সুপারের কাছে নালিশ জানান। এর ভিত্তিতে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করে পুলিশ। করিমগঞ্জের পুলিশ সুপারও বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে তদন্তের নির্দেশ দিলে সঙ্গে সঙ্গে আটক করা হয় অভিযুক্ত এসআই ধীরেন্দ্র নাথকে। মামলার তদন্তকারী অফিসার তদন্তে নেমে উপযুক্ত প্রমাণ সাপেক্ষে গ্রেফতার করেন এসআই ধীরেন্দ্রকে। ৬৮৮/২২ নং মামলায় আজ মঙ্গলবার তাকে করিমগঞ্জের আদালতে তোলা হয়। আদালতের নির্দেশে তাকে পাঠানো হয় জেল হাজতে।

গুজরাট বিধানসভা নির্বাচনের ১ম দফার প্রচারের আজ শেষ দিন

আহমেদবাদ, ২৯ নভেম্বর (হি.স.) : আজ মঙ্গলবার গুজরাট বিধানসভা নির্বাচনে মোট ১৮২টি আসনের মধ্যে ৮৯টিতে প্রথম দফার নির্বাচনের প্রচারের শেষ দিন। প্রথম দফার নির্বাচন হবে ১ ডিসেম্বর। বাকি ৯৩টি আসনে ভোট হবে ৫ ডিসেম্বর। ভারতীয় জনতা পার্টির সভাপতি জে পি নড্ডা এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি মঙ্গলবার যথাক্রমে ভাবনগর ও গান্ধীধামে (কচ্ছ জেলা) প্রচার চালাবেন।

প্রথম পর্বে উল্লেখযোগ্য প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছেন আম আদমি পার্টির (আপ) মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী ইসুদান গাধভি, গুজরাটের প্রাক্তন মন্ত্রী পরশোত্তম সোলাঙ্কি, ছয় বারের বিধায়ক কুনওয়ারজি বাভালিয়া, মরবি "হিরো" কান্তিলাল অমৃতিয়া, ভারতীয় ক্রিকেটার রবীন্দ্র জাদেজার স্ত্রী রিভাবা এবং গুজরাট আপ দলের সভাপতি গোপাল ইতালিয়াও রয়েছেন। .

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, নড্ডা এবং অন্যান্য বিজেপি নেতারা ইতিমধ্যেই প্রথম পর্বে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী তাদের দলীয় মনোনীত প্রার্থীদের সমর্থন আদায়ের জন্য সমাবেশ করছেন। আপ-এর জাতীয় আহ্বায়ক তথা দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালও তার দলের প্রার্থীদের জন্য ব্যাপক প্রচার চালিয়ে গুজরাটের জনগণের কাছে একাধিক প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

কংগ্রেস থেকে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট তাদের দলের মনোনীত প্রার্থীদের জন্য বিশিষ্ট প্রচারকদের মধ্যে রয়েছেন। মঙ্গলবার, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথও ৫ ডিসেম্বর ভোটের দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থীদের জন্য রাজ্যে প্রচার করবেন।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে মহারাষ্ট্র-কর্নাটক সীমান্ত বিরোধের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া উচিত: সঞ্জয় রাউত

মুম্বই, ২৯ নভেম্বর (হি.স.) : মহারাষ্ট্র-কর্নাটক সীমান্ত বিরোধে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের হস্তক্ষেপ চেয়েছেন শিবসেনা (উদ্ধব বালাসাহেব ঠাকরে) দলের নেতা তথা রাজ্যসভার সদস্য সঞ্জয় রাউত। মঙ্গলবার তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে বলেন, মহারাষ্ট্র-কর্নাটকের মধ্যে পরিস্থিতি মেঘালয়-অসমের মতো নয়, তবে মহারাষ্ট্র-কর্নাটক বিবাদের নামে দুই রাজ্যের মধ্যে পরিবেশ নষ্ট করার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে।

সঞ্জয় রাউত আরও বলেন, সব জায়গায় রাজনীতি ঠিক নয়, কর্ণাটক রাজ্যের কন্নড় রক্ষা বৈদিকে নামের সংগঠনটি যেভাবে মহারাষ্ট্রের গ্রামে ঢুকে পতাকা উত্তোলন করেছে, তা পরিবেশ নষ্ট করতে পারে। দুই রাজ্যের মধ্যে পরিস্থিতি রক্তপাত পর্যন্ত যেতে পারে। রাউত বলেন, কর্ণাটক সরকারের সহযোগিতা ছাড়া সংগঠনটির পক্ষে মহারাষ্ট্রের গ্রামে পতাকা উত্তোলন করা সম্ভব নয়। তিনি অভিযোগ করেন, রাজ্য সরকারে বসে কিছু লোক কন্নড় রক্ষা বাইদিকাকে সমর্থন করছে, সেই কারণেই মহারাষ্ট্রের গ্রামে গ্রামে কর্ণাটকের পতাকা উত্তোলন করা হচ্ছে, এর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা দায়ের করা উচিত। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্দে কেবল নিজের চেয়ার ধরে রাখতে নীরব দর্শক হয়ে থাকেন।

৩ কোটি টাকার মাদক সহ মিজোরামে ধৃত করিমগঞ্জের যুবক

আইজল, ২৯ নভেম্বর (হি.স.) : মাদক সামগ্রী সমেত মিজোরামে গ্রেফতার হয়েছে করিমগঞ্জের এক যুবক। আজ মঙ্গলবার মিজোরামের চাম্পাই পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছে। তার হেফাজত থেকে উদ্ধার হয়েছে ১০,১০০টি ইয়াবা ট্যাবলেট সহ প্রায় এক কেজি পরিমাণের ব্রাউন সুগার। বাজেয়াপ্তকৃত মাদকদ্রব্যের আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য প্রায় ৩ কোটি টাকা বলে ধারণা করছে পুলিশ।

জানা গেছে, একটি সূত্রের খবরের উপর ভিত্তি করে চাম্পাই পুলিশের এক দল তল্লাশি চালায় কুরিয়ার কোম্পানির গাড়িতে। ওই গাড়িতে ইলেকট্রনিক হিটারের মধ্যে লুকিয়ে রাখা ছিল বৃহৎ পরিমাণর মাদক সামগ্রীগুলি। এর সঙ্গে মাদক পাচারের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার ইসাবিলের বাসিন্দা জনৈক আব্দুল রৌফের পুত্র জামিল আহমেদকে।

ধৃতের জবানবন্দি নিয়ে মাদক পাচারে জড়িত ভেংথালাঙ এলাকা থেকে সি হেমাঙ্গসংগা এবং ঝুরুসাঙ্গা নামের দুই যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে।

চাম্পাই পুলিশের জনৈক আধিকারিক জানান, তিনজনকেই এনডিপিএস-এর নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে গ্রেফতার করা হয়েছে। এখন মাদক কাণ্ডের ফরওয়ার্ড এবং বেকওয়ার্ড লিংক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মামলা রুজু হয়েছে চাম্পাই থানায়।

প্রাক্তন আইএসআই প্রধান এ বার পাক সেনার দায়িত্বে, দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন আসিম মুনির

ইসলামাবাদ, ২৯ নভেম্বর (হি.স.) : পাকিস্তানের নতুন সেনাপ্রধান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল আসিম মুনির। বিদায়ী সেনাপ্রধান কামার জাভেদ বাজওয়ার 'ঘনিষ্ঠ' হিসাবে পরিচিত মুনির এর আগে পাক সেনার কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেল পদে ছিলেন। ২০১৮-র অক্টোবর থেকে ২০১৯ সালের জুন পর্যন্ত পাক সামরিক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইয়ের ডিজি পদে ছিলেন তিনি। সেই সময়ই আইএসআই পুলওয়ামার সিআরপিএফ কনভয়ে আত্মঘাতী জঙ্গি হামলার পরিকল্পনা করেছিল। ২০১৯ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারির ওই গাড়িবোমা হামলায় নিহত হয়েছিলেন ৪০ জন সিআরপিএফ জওয়ান।

মঙ্গলবার পাকিস্তানের নয়া সেনাপ্রধানের দায়িত্ব নিয়েছেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল মুনির। প্রসঙ্গত, প্রধানমন্ত্রী শাহবাজের দাদা নওয়াজ প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন ২০১৬ সালের নভেম্বরে পাক সেনাপ্রধানের দায়িত্ব নিয়েছিলেন বাজওয়া। এদিন জেনারেল হেডকোয়ার্টারে (জিএইচকিউ) একটি চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠানে পাকিস্তানের ১৭ তম সেনাপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন মুনির। অনুষ্ঠানে ঊর্ধতন কর্মকর্তা, কূটনীতিক ও রাজনীতিবিদরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে নিজের সংক্ষিপ্ত ভাষণে জেনারেল বাজওয়া বলেন: "আমি খুশি যে আমি সেনাবাহিনীর কমান্ড নিরাপদ হাতে ছেড়ে দিচ্ছি।" পরে বাজওয়া জেনারেল মুনিরের হাতে ব্যাটন অব কমান্ড হস্তান্তর করেন।

বাতিস্তম্ভে ধাক্কা নিয়ন্ত্রণহীন পুলকারের উলুবেড়িয়ায় আহত চালক ও ৪ পড়ুয়া

হাওড়া, ২৯ নভেম্বর (হি.স.): হাওড়ার উলুবেড়িয়ায় পুলকার দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন চালক ও ৪ পড়ুয়া। মঙ্গলবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর হাওড়ার উলুবেড়িয়ার মনসতলায়। এদিন সকালে চার পড়ুয়াকে নিয়ে ১৬ নং জাতীয় সড়ক দিয়ে পাঁচলা থেকে কুলগাছিয়ার দিকে যাচ্ছিল পুলকারটি। সেই সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পুলকারটি মুম্বই রোডের ধারে বাতিস্তম্ভে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনায় ওই গাড়ির সামনে অংশ দুমড়ে মুচড়ে যায়।

দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা গাড়ির সামনের অংশ ভেঙে চালক এবং পড়ুয়াদের উদ্ধার করেন। আহতদের প্রথমে উলুবেড়িয়া ইএসআই হাসপাতালে নিয়ে যান স্থানীয়রা। পরে তাদের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় উলুবেড়িয়ার মেডিক্যাল কলেজে পাঠানো হয়। আহত পড়ুয়াদের মধ্যে একজনকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে। পুলকারের চালক নিয়ন্ত্রণ হারানোর কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে মনে করছে পুলিশ।

কিছু এজেন্সি ইসলামিক আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতকে বদনাম করার চেষ্টা করছে : কে গুপ্তা

শ্রীনগর, ২৯ নভেম্বর (হি.স.): 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস'-ছবিকে অশ্লীল বলেছেন গোয়া আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের অন্যতম জুরি ইসরায়েলের নাদাভ লাপিড। তিনি বলেছেন, এই ছবি দেখে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত এবং হতবাক। লাপিডের এই মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছেন জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী কভিন্দর গুপ্তা। তিনি বলেছেন, 'কাশ্মীর ফাইলস" ছবিতে যা দেখানো হয়েছে তার থেকে অনেক বেশি কাশ্মীরি পণ্ডিতদের সঙ্গে ঘটেছে।মঙ্গলবার জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী কভিন্দর গুপ্তা বলেছেন, 'ভারতকে বদনাম করার জন্য এ ধরনের মন্তব্য প্রচার করা হচ্ছে। "কাশ্মীর ফাইলস" ছবিতে যা দেখানো হয়েছে তার থেকে অনেক বেশি কাশ্মীরি পণ্ডিতদের সঙ্গে ঘটেছে। কিছু এজেন্সি ইসলামিক আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতকে বদনাম করার চেষ্টা করছে। সিএএ, কৃষকদের বিক্ষোভও এর একটি অংশ ছিল।'

ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটাচ্ছে ভারত ও ইন্দোনেশিয়া : অজিত দোভাল

নয়াদিল্লি, ২৯ নভেম্বর (হি.স.): ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটাচ্ছে ভারত ও ইন্দোনেশিয়া। বললেন ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল। মঙ্গলবার দিল্লিতে ভারত ও ইন্দোনেশিয়ায় আন্তঃধর্মীয় শান্তি ও সামাজিক সম্প্রীতির সংস্কৃতির উন্নয়নে উলামাদের ভূমিকার উপর সংলাপে ভাষণ দেন ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল। তিনি বলেছেন, ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক যোগসূত্র রয়েছে এবং জনগণের মধ্যে বিস্তৃত বন্ধন রয়েছে। পর্যটন আমাদের দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ সেতু। অজিত দোভাল বলেছেন, বৈশ্বিক ব্যবস্থায় একটি টেকটোনিক পরিবর্তনের পটভূমিতে, ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার, নিজেদের ইতিহাস, বৈচিত্র্য এবং ক্রমবর্ধমান দ্বিপাক্ষিকতার কারণে এশিয়ায় শান্তি, আঞ্চলিক সহযোগিতা ও সমৃদ্ধির সম্ভাবনা বাড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি আরও বলেছেন, আমাদের অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষা কার্যক্রমও প্রতিবেশীর বৃহত্তর ভালোর জন্য দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। ইন্দোনেশিয়ায় সাম্প্রতিক ভূমিকম্পে প্রাণহানি ও সম্পত্তি ক্ষয়ক্ষতির ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল।

আমাদের তথ্য কোথায় যাচ্ছে তা ব্যবসা ও অর্থনীতি নয়, জাতীয় নিরাপত্তার বিষয় : এস জয়শঙ্কর

নয়াদিল্লি, ২৯ নভেম্বর (হি.স.): আমাদের তথ্য কোথায় যাচ্ছে তা ব্যবসা ও অর্থনীতি নয়, জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়। গ্লোবাল টেকনোলজি সামিট ২০২২-এর সপ্তম সংস্করণে এই উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। মঙ্গলবার সকালে গ্লোবাল টেকনোলজি সামিট ২০২২-এ বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর বলেছেন, আমাদের এই পৃথিবীতে সবকিছুকেই অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে, নিজেদের স্বার্থে কোথায় রক্ষণশীল হওয়া উচিত সে সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে হবে।

বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর আরও বলেছেন, আমরা যদি ভারতের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানের দিকে তাকাই, তবে রাজনীতি, শক্তি, অর্থনীতির একটি নিট মূল্যায়ন হওয়া উচিত। ক্রমবর্ধমানভাবে যেখানে আমাদের প্রযুক্তিগত স্বার্থ নিহিত রয়েছে। তিনি বলেছেন, ভারতের উত্থান ভারতীয় প্রযুক্তির উত্থানের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত।

"দ্য কাশ্মীর ফাইলস" ছবির পরই সবচেয়ে হত্যাকাণ্ড ঘটেছে কাশ্মীরে : সঞ্জয় রাউত

মুম্বই, ২৯ নভেম্বর (হি.স.): বিবেক অগ্নিহোত্রী পরিচালিত 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস" ছবির বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনলেন শিবসেনার সাংসদ সঞ্জয় রাউত। মঙ্গলবার তিনি দাবি করে বলেছেন, "দ্য কাশ্মীর ফাইলস" ছবির পরই সবচেয়ে হত্যাকাণ্ড ঘটেছে কাশ্মীরে। বিজেপির বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়ে শিবসেনার রাজ্যসভার এই সাংসদ বলেছেন, 'এক পক্ষ অন্য পক্ষের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়েছে। একটি দল ও সরকার প্রচারে ব্যস্ত ছিল। কিন্তু, কাশ্মীরে সবচেয়ে বেশি হত্যাকাণ্ড ঘটেছে এই ছবির পর। কাশ্মীরি পণ্ডিত, নিরাপত্তা কর্মীকে হত্যা করা হয়েছে।' উল্লেখ্য, 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস' ছবি প্রসঙ্গে গোয়া আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের অন্যতম জুরি ইসরায়েলের নাদাভ লাপিড বলেছেন, এই ছবি দেখে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত এবং হতবাক। এ প্রসঙ্গে সঞ্জয় রাউত বলেছেন, 'তখন এই কাশ্মীর ফাইলসের লোকেরা কোথায় ছিল? কাশ্মীরি পণ্ডিতদের সন্তানরাও আন্দোলন করছিল, তখন তাঁরা কোথায় ছিলেন? তখন কেউ এগিয়ে আসেনি, কাশ্মীর ফাইল ২.০-এর পরিকল্পনাও নেই-সেটাও তৈরি করুন।'

কাফ সিরাপ সহ পানিট্যাঙ্কিতে ধৃত যুবক

খড়িবাড়ি, ২৯ নভেম্বর (হি. স.) : ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ ও নগদ ২ লক্ষ টাকা সহ এক মাদক পাচারকারীকে গ্রেফতার করল খড়িবাড়ি পুলিশ। সোমবার গভীর রাতে একটি স্কুটার করে নকশালবাড়ি থেকে পানিট্যাঙ্কি আসছিল ওই যুবক।ধৃতের নাম রাহুল অধিকারী। বাড়ি পানিট্যাঙ্কির গৌড় সিং জোত এলাকায়।

গোপনসূত্রে খবর পেয়ে পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির ওসি অনুপ বৈদ্যের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল উত্তর রামধন জোত এলাকায় এশিয়ান হাইওয়েতে তাকে আটক করে। তল্লাশি চালিয়ে স্কুটারের ডিকি থেকে ২৮বোতল নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ ও নগদ দুই লক্ষ টাকা উদ্ধার করে পুলিশ। রাতেই অভিযুক্ত মাদক পাচারকারীকে খড়িবাড়ি থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে পুলিশ। মঙ্গলবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠিয়েছে খড়িবাড়ি পুলিশ।

ছত্তিশগড়ে আইইডি ফেটে বিস্ফোরণ, আহত সিআরপিএফ কনস্টেবল চিকিৎসাধীন হাসপাতালে

বিজাপুর, ২৯ নভেম্বর (হি.স.) : ছত্তিশগড়ের মাওবাদী অধ্যুষিত বিজাপুর জেলায় মাওবাদীদের পুঁতে রাখা আইইডি ফেটে আহত হয়েছেন সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ)-এর একজন কনস্টেবল। ওই সিআরপিএফ কনস্টেবল সামান্য আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বস্তার রেঞ্জের আইজি পি সুন্দররাজ জানিয়েছেন, মঙ্গলবার সকালে বিজাপুর জেলার উসুর থানার অন্তর্গত গালগাম গ্রামের কাছে জঙ্গলে মাওবাদীদের পুঁতে রাখা আইইডি ফেটে আহত হয়েছেন সিআরপিএফ-এর একজন কনস্টেবল। সিআরপিএফ-এর ১৬৮ নম্বর ব্যাটেলিয়নের জওয়ানরা এদিন সকালে মাওবাদী দমনে বেরিয়ে ছিলেন, সেই সময় আইইডি ফেটে বিস্ফোরণ হয়। কনস্টেবল দীপক পাসওয়ান আইইডি-তে পা রাখা মাত্রই বিস্ফোরণ হয়। সৌভাগ্যবশত ওই জওয়ান খুব বেশি চোট পাননি।

জলসীমা লঙ্ঘনের দায়ে ধৃত ২৪ জন ভারতীয় মৎস্যজীবী, ৫টি ট্রলার বাজেয়াপ্ত করল শ্রীলঙ্কা নৌসেনা

রামেশ্বরম, ২৯ নভেম্বর (হি. স.): আন্তর্জাতিক জলসীমা লঙ্ঘনের দায়ে ২৪ জন ভারতীয় মৎস্যজীবীকে পাকড়াও করল শ্রীলঙ্কা নৌবাহিনী। পাশাপাশি ভারতীয় মৎস্যজীবীদের মাছ ধরার ৫টি ট্রলারও বাজেয়াপ্ত করেছে শ্রীলঙ্কা নৌবাহিনী। গ্রেফতার করার পর সকলকে কাঙ্কেসান্থুরাই বন্দরে নিয়ে যাওয়া হয়।উত্তরাঞ্চলীয় জাফনা পেনিনসুলার কারাইনগরে শ্রীলঙ্কা নৌবাহিনী ও সে দেশের উপকূলরক্ষী বাহিনীর যৌথ অভিযানে সোমবার সন্ধ্যায় গ্রেফতার করা হয়েছে ২৪ জন মৎস্যজীবীকে।পাশাপাশি মাছ ধরার ৫টি ট্রলার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ধৃত মৎস্যজীবীরা সম্ভবত তামিলনাড়ুর বাসিন্দা।

ভিড় সামাল দিতে শিয়ালদহ-সল্টলেক লাইনে এবার মিলবে বাড়তি মেট্রো

কলকাতা, ২৯ নভেম্বর (হি.স.) : শিয়ালদহ মেট্রো শুরু হওয়ার পর থেকেই লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে যাত্রী সংখ্যা। তাই ভিড় সামাল দিতে বাড়ানো হচ্ছে মেট্রোর সংখ্যাও।

দেশের অন্যতম ব্যস্ত রেল স্টেশন হল শিয়ালদহ । তাই অফিস ফেরতা ট্রেন ধরার জন্য মেট্রো ব্যবহার করেন বহু মানুষ। এর ফলে সন্ধের দিকের ভিড় সামাল দিতে কলকাতা মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষর তরফে ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রো করিডোরে পরিষেবা বাড়ানো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামী ১ ডিসেম্বর অর্থাৎ বৃহস্পতিবার থেকে গ্রিন লাইনে সারাদিনে ১০০টির পরিবর্তে চলবে ১০৬টি মেট্রো।

শিয়ালদহ এবং সল্টলেক সেক্টর ফাইভের মধ্যে সারাদিনে চলবে ১০৬টি মেট্রো অর্থাৎ ৫৩টি ইস্ট বাউন্ড ও ৫৩টি ওয়েস্ট বাউন্ড মেট্রো। আগামী ১ ডিসেম্বর থেকে সন্ধের ব্যস্ত সময়ে প্রতি ১২মিনিট অন্তর একটি মেট্রো পাওয়া যাবে।১ডিসেম্বর থেকে দিনের প্রথম মেট্রো:শিয়ালদা থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ যাওয়ার দিনের প্রথম মেট্রো পাওয়া যাবে সকাল ৬:৫৫ মিনিটে এবং সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত যাওয়ার দিনের প্রথম মেট্রো পাওয়া যাবে সকাল ৭টায়। ওইদিন থেকে শেষ মেট্রো:শিয়ালদহ থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত যাওয়ার দিনের শেষ মেট্রো পাওয়া যাবে রাত ৯: ৩৫ মিনিটে এবং সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত যাওয়ার দিনের শেষ মেট্রো পাওয়া যাবে রাত ৯.৪০ মিনিটে ।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

বড়দোয়ালী বিধানসভা কেন্দ্রে ঘরে ঘরে বিজেপি অভিযানে যান পুর নিগমের কর্পোরেটর রত্না দত্ত সহ অন্যান্যরা। ছবি নিজস্ব।

ইলেকট্রনিক যানবাহনে ক্রয়ে এইচডিএফসি ব্যাঙ্কের সহযোগিতা

আগরতলা, ২৮ নভেম্বর। এইচডিএফসি ব্যাঙ্কের সহযোগিতায় বিশেষ মূল্যে ইলেকট্রনিক যানবাহন বাজারজাত করতে যাচ্ছে টাটা মোটরস। এ নিয়ে টাটা মোটরস এবং এইচ ডি এফ সি ব্যাঙ্ক কতৃপক্ষ্যের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে গেছে। ইভি বাড়ানোর লক্ষ্য নিয়েই টাটা মোটরস বৈদ্যুতিক যানবাহনে ডিলার ফাইন্যান্সিং সলিউশন করতে এইচডিএফসি ব্যাঙ্কের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। টাটা মোটরস এর অধিকর্তা তথা চিফ ফিনান্সিয়াল অফিসার আসিফ মালবারি বলেন, যাত্রীবাহী বৈদ্যুতিক গাড়ির ডিলার অংশীদার হতে এইচডিএফসি ব্যাঙ্কের সহযোগিতা প্রদান করবে বলে আমরা আনন্দিত। আগামী দিনে টাটা গাড়ি ক্রয়ের ক্ষেত্রে এই যৌথ উদ্দোগ গ্রাহকদের আরো বেশি উৎসাহিত করবে।

দুই মাসের মধ্যে চতুর্থবার, অমৃতসর সেক্টরে ফের পাক ড্রোন গুলি করে নামাল বিএসএফ

অমৃতসর, ২৯ নভেম্বর (হি.স.): বিগত দুই মাসের মধ্যে এই নিয়ে চতুর্থবার, পঞ্জাবের অমৃতসরে আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাছে ফের একবার ড্রোন গুলি করে মাটিতে নামাল সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। অমৃতসর গ্রামীণ জেলার চাহারপুর গ্রামের কাছে, নিয়ন্ত্রণরেখা অতিক্রম করে ভারতীয় ভূখণ্ডে ঢোকার চেষ্টা করছিল একটি ড্রোন। বিএসএফ টিম সন্দেহভাজন উড়ন্ত বস্তু পাকিস্তানের দিক থেকে ভারতের দিকে আসার শব্দ শুনতে পান এবং তৎক্ষণাৎ গুলি চালান। মাটিতে আছড়ে পড়ে হেক্সাকপ্টারটি।

মঙ্গলবার সকালে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)-র পিআরও জানিয়েছেন, আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় একটি হেক্সাকপ্টার উদ্ধার করেছে বিএসএফ এবং সীমান্ত সংলগ্ন চাহারপুর গ্রামে চাষের জমি থেকে উদ্ধার করা হয়েছে সন্দেহজনক একটি বস্তু, সাদা রঙের পলিথিনের মধ্যে ছিল সন্দেহভাজন বস্তুটি।

আগুন লেগে মৃত্যু দু”জনের, শর্ট সার্কিট থেকেই বিপত্তি বলে অনুমান

কলকাতা, ২৯ নভেম্বর (হি.স.): উত্তর ২৪ পরগনার বিরাটির মহাজাতি নগর এলাকায় একটি দোতলা বাড়িতে আগুন লেগে মৃত্যু হল দু”জনের। আগুন লাগার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় দু'টি ইঞ্জিন। দমকলের প্রাথমিক অনুমান, শর্ট সার্কিট থেকে এই আগুন লেগেছে। মঙ্গলবার ভোর সাড়ে ৪টে নাগাদ আগুন লাগে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

স্থানীয় সূত্রের খবর, আগুন লাগার সময় ওই বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর বাবা-মা। আগুন লাগার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে দমকল কর্মীরা পৌঁছলে দু'জনকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় উদ্ধার করেন। পরে, দু'জনকেই মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। কী ভাবে আগুন লেগেছে, সে বিষয়ে নিশ্চিত না হলেও দমকল কর্মীদের অনুমান, শর্ট সার্কিট থেকেই বাড়িতে আগুন লাগে। মৃতদের নাম ও পরিচয় জানা যায়নি।

. আবাসনে ছাত্রের রহস্যমৃত্যু চিকিৎসা না পাওয়ার অভিযোগে সহপাঠীদের বিক্ষোভ

কলকাতা, ২৯ নভেম্বর (হি. স.) : বরানগর প্রতিবন্ধী-বিষয়ক এক হাসপাতালের পড়ুয়া-আবাসনে ছাত্রের রহস্যমৃত্যুর জেরে উত্তেজনা দেখা দেয়। উদ্ধার হয় ঝুলন্ত দেহ। বিক্ষোভে শামিল হয় পড়ুয়ারা। তাঁদের অভিযোগ, হাসপাতালের অব্যবস্থার জেরেই প্রাণ গেল ছাত্রের। জানা গিয়েছে, মৃত ছাত্রের নাম মনোরঞ্জন সিং। বরানগরের বনহুগলিতে প্রতিবন্ধীদের হাসাপাতালের ছাত্র ছিলেন তিনি। সূত্রের খবর, মঙ্গলবার ওই কলেজে নবীনবরণ। সোমবার গভীর রাত পর্যন্ত চলে মহড়া। তারপর হস্টেলে নিজের ঘরে চলে যান প্রিয়রঞ্জন। কিছুক্ষণ পর তাঁর সঙ্গীরা ঘরে গিয়ে দেখেন দরজা বন্ধ। ডাকাডাকি করলেও সাড়া মেলেনি। এরপরই দরজা ভাঙা হয়। উদ্ধার হয় পড়ুয়ার ঝুলন্ত দেহ। তড়িঘড়ি তাঁকে নামিয়ে সাগরদত্ত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নেয় সহপাঠীরা।

অভিযোগ, ওই প্রতিবন্ধী হাসপাতালে নেই জরুরি বিভাগ। এমনকী অ্যাম্বুল্যান্সের ব্যবস্থাও নেই। যার ফলে সাগর দত্ত হাসপাতালে নিয়ে পৌঁছনোর আগেই মৃত্যু হয় প্রিয়রঞ্জন সিংয়ের। এরপরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন মৃতের সহপাঠীরা। বন্ধ করে দেন প্রতিবন্ধী হাসপাতালের মূল গেট। ফলে বন্ধ হয়ে যায় পরিষেবা। হাসপাতাল চত্বরে বসে বিক্ষোভ দেখায় পড়ুয়ারা। তাঁদের অভিযোগ, এর আগেও হাসপাতালের অব্যবস্থার জেরে সমস্যায় পড়তে হয়েছিল। সেই সময় অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তা হয়নি। এক পড়ুয়া এদিন দাবি করেছেন, যখন প্রিয়রঞ্জনের দেহ নামানো হয়, তখন প্রাণটা ছিল। কিন্তু হাসপাতালে যাওয়া নিয়ে টানাপোড়েন চলতে চলতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন পড়ুয়া। ফলে এই ঘটনার জন্য হাসপাতালকেই দায়ী করা হয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

উপরাষ্ট্রপতি

● প্রথম পাতার পর

সাফল্যকে নিয়ে। ত্রিপুরায়ও কৃষিক্ষেত্রে যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। ত্রিপুরার প্রবৃদ্ধির পরিসংখ্যানের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার নেতৃত্বে ত্রিপুরা উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে।তাঁর দাবি, আমাদের দেশ এখন বহু ক্ষেত্রেই শীর্ষ স্থানে রয়েছে। এই প্রথম বিশ্বের দরবারে ভারতের বক্তব্যকে সবাই গুরুত্ব দিচ্ছে। জি-২০-এর বৈঠকেও ভারত পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করেছে যে, যুদ্ধ কোনও সমস্যারই সমাধান নয়। এটাই ভারতীয় গণতন্ত্রের প্রতীক। আমাদের বিদেশ নীতি শুধুমাত্র ভারতকেন্দ্রিক অর্থাৎ শুধুমাত্র দেশের স্বার্থেই পরিচালিত।উপরাষ্ট্রপতি দেশের নতুন ইকো-সিস্টেমে সবাইকে বিশেষ করে যুব সম্প্রদায়কে নতুন সুযোগকে কাজে লাগিয়ে দেশের উন্নতিতে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি সংবিধানের মৌলিক দায়িত্বের কথা উল্লেখ করে ছেলেমেয়েদের ভারতের সুনাগরিক হওয়ার পরামর্শ দেন। তিনি ত্রিপুরাকে ভগবানের ভূমি তথা মা ত্রিপুরাসুন্দরীর স্থান বলে অভিহিত করেন এবং মাতা ত্রিপুরাসুন্দরীর আশীর্বাদ নিতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করেন। তিনি ত্রিপুরা এবং দেশের উন্নতির জন্যও ত্রিপুরাসুন্দরীর আশীর্বাদ কামনা করেন।

সভাপতি

● প্রথম পাতার পর

রিপোর্ট কার্ডের মাধ্যমে মানুষের কাছে তুলে ধরা হচ্ছে বিজেপি সরকার কি কি কাজ করেছে। প্রত্যেকটি বিধানসভায় কার্যকর্তারা ময়দানে রয়েছেন। ২০২৩-এ বিজেপি সরকার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করার দৃঢ়তা এবং সঙ্কল্পের সঙ্গে কাজ করছে কার্যকর্তারা বলে জানান প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য। এদিকে, ৮ টাউন বড়দোয়ালী বিধানসভা কেন্দ্রে ঘর ঘর অভিযানে অংশ নেন কর্পোরেটার রত্না দত্ত। সঙ্গে ছিলেন মণ্ডল সভাপতি সঞ্জয় সাহা সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। এই কর্মসূচীকে ঘিরে মানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পরিলক্ষিত হচ্ছে বলে জানান কর্পোরেটার রত্না দত্ত। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ মেনে মানুষের কাছে বিজেপি। ২০২৩ সালে ৬০ টি আসনেই বিজেপি প্রার্থীরা জয়ী হবে বলে আত্মবিশ্বাসী কর্পোরেটার রত্না দত্ত।এদিকে, ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ কমিটির নির্দেশে রাজ্যের ৬০টি মন্ডলে চলছে ঘর ঘর বিজেপি কর্মসূচি। তারই অঙ্গ হিসাবে মঙ্গলবার বক্সনগর মন্ডলে ১০ থেকে ২০ পর্যন্ত বুথে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সরকারের উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলি মানুষের কাছে তুলে ধরেন এবং লিফলেট বিতরণ করেন। ঘর ঘর বিজেপি মন্ডল ভিত্তিক সূচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংগঠন মন্ত্রী ফনীন্দ্র শর্মা, ত্রিপুরা প্রদেশ সেক্রেটারি রতন ঘোষ, বক্সনগর মন্ডল সভাপতি সুভাষচন্দ্র সাহা,সিপাহীজলা জেলার জেলা সভাপতি দেবব্রত ভট্টাচার্য, জেলা সহ-সভাপতি তাফাজ্জল হোসেন, মোর্চার ও মন্ডলের কার্যকর্তাগন।

তেলিয়ামুড়ায়

● প্রথম পাতার পর

যায়, হেলমেট বিহীন অবস্থায় নেশাগ্রস্ত হয়ে দ্রুতগতিতে বাইক চালানোর ফলেই অটো গাড়িটির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় বাইকটির। বাইক ও অটো গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে অটোতে থাকা চারজন যাত্রী গুরুতর আহত হয় এবং বাইকে থাকা বাইকের চালকও আহত হয়। সঙ্গে সঙ্গে দুর্ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করতে পেরে এলাকার লোকজন খবর দেয় তেলিয়ামুড়া দমকল বাহিনীর কর্মীদের, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে তেলিয়ামুড়া দমকল বাহিনীর কর্মীরা তড়িঘড়ি দুর্ঘটনাস্থলে ছুটে যায় এবং আহতদের উদ্ধার করে নিয়ে আসে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে। বর্তমানে আহতদের চিকিৎসা চলছে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে। জানা যায়, আহতদের মধ্যে ৮০ বছর বয়সী এক বৃদ্ধ মহিলাকে অবস্থা গুরুতর হওয়াতে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে জিবি হাসপাতালে প্রেরণ করবে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এই যান দুর্ঘটনায় রীতিমতো গোটা এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

বাংলাদেশে

● প্রথম পাতার পর

করে নিয়ে আসা হয় বিলোনীয়া মহকুমা হাসপাতালে। সূত্রের খবর অনুসারে ১৮ নভেম্বর ময়নাতদন্তের পর আইনি পদ্ধতিতে মরদেহ তুলে দেওয়ার কথা থাকলেও বিভিন্ন প্রশাসনিক কারণবশত এবং তদন্তের স্বার্থে ২৮শে নভেম্বর অব্দি মরদেহ রেখে দেওয়া হয় বিলোনীয়া মহকুমা হাসপাতাল মর্গে। ২৯ শে নভেম্বর মঙ্গলবার সকালে থেকে প্রশাসনিক উপায়ে মরদেহ হস্তান্তরিত করা হয় ভারত থেকে বাংলাদেশ প্রশাসনের হাতে।

কংগ্রেসের

● প্রথম পাতার পর

হলে সরকার ক্ষোভের মুখে পড়তে পারে বলেও আশঙ্কা করা হচ্ছে। কারণ দেড় লক্ষাধিক পরীক্ষার্থী চাকুরির জন্য পরীক্ষায় বসে ছিল। যদিও এই পরীক্ষায় বহির্রাজ্যে যুবক যুবতীরাও অংশ নিয়েছিল। যা নিয়ে রাজ্যের বিরোধী যুব সংগঠনগুলি সে সময়েই অভিযোগ তুলেছিল। কারণ বাম আমলের সাড়ে ৭ লক্ষ বেকারদের চাপ সহ্য করতে সরকারের ত্রিপুরার বেকারদেরই গুরুত্ব দেওয়া জরুরী ছিল। কিন্তু দেখা গেছে সারা দেশের বেকার ডেকে ত্রিপুরায় ঢাক ঢোল বাজিয়ে হয়েছে পরীক্ষা। আবার বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর আমলে রাজ্যের মন্ত্রিসভা পি আর টি সি অগ্রাধিকার দেওয়া হবে বলে। যাই হোক এখন দেখার বিষয় প্রতীক্ষিত বেকারদের ভবিষ্যৎ কোন দিকে এগিয়ে যায়। জেআরবিটির ঘোষণা অনুযায়ী আগামীকাল প্রকাশ হওয়ার কথা রয়েছে চাকরী পরীক্ষার ফলাফল।

প্রতিক্রিয়া

● প্রথম পাতার পর

এর উত্তরে বীরজিৎ সিনহা কোন জবাব দেননি।এদিকে, কংগ্রেস ভবনে সাংবাদিককে লক্ষ্য করে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির এই ধরনের মন্তব্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন মহলে।প্রসঙ্গত, কংগ্রেসের ভারতজোড়ো আন্দোলনে দক্ষিণ জেলা বিভিন্ন জায়গায় কংগ্রেস কর্মী সমর্থকদের উপর একাধিক ঘটনায় বিজেপি আশ্রিত দুর্বৃত্ত দলের হামলা নিয়ে এদিন বীরজিৎ সিংহ দক্ষিণ জেলা পুলিশ সুপার কার্যালয়ে যান দোষীদের গ্রেফতারের দাবী জানিয়ে ডেপুটেশন দিতে। ডেপুটেশন দিয়ে ফেরার সময় পুলিশ সুপার কার্যালয় থেকে বেরিয়ে আসার সময় সাংবাদিকদের কাছে কিছু বলার জন্য দাঁড়ালেও কোন সাংবাদিক বীরজিৎ সিংহের বক্তব্য নেয়নি ঘটনার প্রতিবাদে।

দিল্লির তাপমাত্রা কমে ৭.৩ ডিগ্রি, বাতাসের গুণগতমান ফের খুব খারাপ

নয়াদিল্লি, ২৯ নভেম্বর (হি.স.): দূষণ-মুক্ত হতে পারছেই না রাজধানী দিল্লি। দিল্লিতে বাতাসের গুণগতমান ফের খুব খারাপের পর্যায়ের পৌঁছে গিয়েছে। মঙ্গলবার সকালে দিল্লির বাতাসের এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স ছিল ৩১৩, যা খুব খারাপ পর্যায়ের মধ্যেই পড়ে। সকাল ৯টা নাগাদ এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স বেড়ে ৩৫৮-তে পৌঁছয়। এদিন সকালে ধোঁয়াশার চাদরে ঢাকা ছিল দিল্লির সর্বত্রই। কোথাও কোথাও কুয়াশাও দেখা দিয়েছে। অক্ষরধাম, বারাপুল্লাহ সেতু সর্বত্রই ধোঁয়াশার চাদরে ঢাকা ছিল।এদিকে, দূষণের মধ্যেই তাপমাত্রার পারদ নীচের দিকেই দিল্লিতে। দ্রুত নামছে তাপমাত্রার পারদ। মঙ্গলবার সকালে দিল্লিতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৭.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩ ডিগ্রি কম। দিল্লিতে এখন ঠাণ্ডা জাঁকিয়ে পড়েছে, ঠাণ্ডার মধ্যেই দূষণ নাজেহাল করে তুলছে দিল্লিবাসীকে। দিল্লির পাশাপাশি সংলগ্ন হরিয়ানা, পঞ্জাবেও এখন জাঁকিয়ে ঠাণ্ডা। শীতে কাঁপছে উত্তর প্রদেশ, রাজস্থানও। উত্তর ভারত জুড়ে দাপট দেখানো শুরু করে দিয়েছে শীত। দিল্লিতে বিগত কয়েকদিন ধরে ৭ ডিগ্রির মধ্যেই ঘোরাফেরি করছে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ।

গড়িয়া স্টেশনের কাছে নবপল্লিতে বোমাবাজি, দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্যে আতঙ্কে স্থানীয়রা

গড়িয়া, ২৯ নভেম্বর (হি.স.): আবার বোমাবাজির অভিযোগ উঠল দক্ষিণ ২৪ পরগনার নরেন্দ্রপুরে। সোমবার গভীর রাতে গড়িয়া স্টেশনের কাছে নবপল্লিতে বোমা ফাটার শব্দ শুনতে পান বলে দাবি করেছেন স্থানীয়েরা। মঙ্গলবার সকালে এলাকা থেকে তিনটি বোমা উদ্ধার করা হয়েছে। দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্যে স্বাভাবিক ভাবেই আতঙ্কে বাসিন্দারা।

পুলিশ সূত্রের খবর, নরেন্দ্রপুর থানা এলাকায় গড়িয়া স্টেশনের কাছে নবপল্লিতে সোমবার গভীর রাতে বোমাবাজির ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয়দের দাবি, রাত ২টো ৩০ মিনিট থেকে ২টো ৪০ মিনিটের মধ্যে বোমাবাজি হয়। বিশ্বকাপে ব্রাজিল ও পর্তুগালের খেলা থাকায় সেই আনন্দে কেউ হয়তো বাজি পুড়িয়েছেন প্রথমে এমনটাই ভেবেছিলেন স্থানীয়দের একাংশ। তবে শব্দ তীব্র হওয়ায় তাঁদের সন্দেহ হয়। মঙ্গলবার সকালে রাস্তায় তিনটি বোমা পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। এর পরে খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে ওই তিনটি বোমা উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

সানওয়ার থেকে ভারত জোড়ো যাত্রার সূচনা, রাহুলের সঙ্গে পা মেলালেন দিগ্বিজয়-সহ অন্যান্য নেতারা

ইন্দোর, ২৯ নভেম্বর (হি.স.): উৎসাহ ও উদ্দীপনায় খামতি দেখা যাচ্ছে না কোনও দিনই, নতুন করে উজ্জীবিত হয়ে রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের ভারত জোড়ো যাত্রা এগিয়ে চলেছে গন্তব্যের দিকে। মধ্যপ্রদেশ পর্বের সপ্তম দিনে, মঙ্গলবার সকালে ইন্দোরের সানওয়ার থেকে শুরু হয়েছে কংগ্রেসের ভারত জোড়ো যাত্রা। এগিয়ে চলেছে উজ্জয়িনীর দিকে।

সকাল ৬টা নাগাদ পদযাত্রা শুরু হওয়ার পর, রাহুলের সঙ্গে হাঁটতে দেখা যায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দিগ্বিজয় সিং, প্রাক্তন সাংসদ প্রেম চাঁদ গুড্ডু এবং রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী কমলেশ্বর প্যাটেল-সহ অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের। রাজ্য কংগ্রেসের মহিলা কর্মী, নুরি খান এবং অর্চনা জয়সওয়ালকেও রাহুল গান্ধীর সঙ্গে পদযাত্রার সময় তাঁর সঙ্গে কথা বলতে দেখা যায়। প্রসঙ্গত, গত ২৩ নভেম্বরে মধ্যপ্রদেশে প্রবেশ করেছে ভারত জোড়ো যাত্রা। বিগত ৭ দিনে মধ্যপ্রদেশে যাত্রার অর্ধেকের বেশি সম্পন্ন হয়েছে।

পারদ চড়তেই শীত উধাও তিলোত্তমায় মেঘলা আকাশেও ঠাণ্ডা অনুভূত গ্রাম বাংলায়

কলকাতা, ২৯ নভেম্বর (হি.স.): ডিসেম্বর না পড়তেই শীতের শিরশিরানি অনুভূত হচ্ছে কলকাতায়। আশপাশের জেলাতেও রীতিমতো ঠান্ডা পড়ে গিয়েছে। গ্রাম বাংলার ভোরে ও রাতের দিকে জম্পেশ ঠাণ্ডা পড়ছে, ভোরে কুয়াশা এবং উত্তুরে হাওয়ার দাপটে শীত টের পাওয়া যাচ্ছে ভালোই। বিশেষত পশ্চিমের জেলাগুলিতে জমিয়ে শীত পড়তে শুরু করেছে। তিলোত্তমায় মাঝেমধ্যেই ওঠানামা করছে তাপমাত্রার পারদ। তবুও রয়েছে শীতের আমেজ। কলকাতায় মঙ্গলবার একধাক্কায় অনেকটাই বাড়ল তাপমাত্রার পারদ। এদিন শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৯.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সোমবারের চেয়ে যা অনেকটাই বেশি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী কয়েক দিন কলকাতা ও পার্শবর্তী এলাকায় তাপমাত্রার খুব একটা হেরফের হবে না। তবে শীতের আমেজ বজায় থাকবে সর্বত্র। দিনের বেলাতেও তাপমাত্রা খুব একটা বাড়বে না বলেই জানিয়েছেন আবহবিদরা। মঙ্গলবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ২৯.২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি। মঙ্গলবার সকাল থেকেই মেঘলা ছিল কলকাতা ও লাগোয়া জেলাগুলির আকাশ। মেঘলা আকাশের দরুণ ঠাণ্ডা একটু কম অনুভূত হয়েছে।

স্বামীর

● প্রথম পাতার পর

. পরিবারের সদস্যদের রাগ ছিল মহিলার উপর। এই নিয়ে বেশ কয়েকবার মারধোর করা হয়। শেষ পর্যন্ত স্বামী হত্যার পরিকল্পনা করে। বাকী সদস্যরা মহিলাকে চেপে ধরে। কিন্তু স্বামী অজয় মাহিষ্যদাস গলাটিপে মহিলাকে হত্যা করে বলে তদন্তে উঠে এসেছে। এরপর মৃতদেহ ফেলে দেওয়া হয় ধান ক্ষেতের কাছে। পুলিশকে বিভ্রান্ত করতে বিভিন্ন স্থানে সামগ্রী ফেলে হত্যাকারীরা। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে তারা হত্যার ঘটনা স্বীকার করে। মঙ্গলবার ধৃতদের আদালতে সোপর্দ করা হয়।

মিছিল

● প্রথম পাতার পর

কমিটির সম্পাদক পার্থ প্রীতম মজুমদার, গোপাল দেব, পোলস্ত চক্রবর্তী সহ অন্যান্য কর্মী সমর্থকরা। এদিন মিছিলটি বিশালগড় বাজার পরিক্রমা করে দলের নেতা পার্থ প্রতীম মজুমদার বলেন বিশালগড় সহ সারা রাজ্যে শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য সমস্ত অংশের জনগণ এগিয়ে আসতে হবে। আরো বলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন জায়গায় বলেন রাজ্যে সুশাসন চলছে, আর এটাই সুশাসনের নমুনা বলে কটাক্ষ করেন।

বৃদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

আসলে লোকজনদের মধ্যে সন্দেহ দেখা দেয়। লোকজনরা দীর্ঘক্ষণ যাবৎ না দেখে খুঁজতে থাকে। পরবর্তী সময়ে মৃতমহিলার নাতি এই পুকুরে গেলে মমতা সাহার মৃতদেহ পুকুরের জলে ভেসে থাকতে দেখতে পেয়ে তৎক্ষণাৎ পরিবারের সবাইকে ডাকতে থাকে। সাথে সাথে পরিবারের সকলে এসে মমতা সাহার মৃতদেহটি পুকুরের জল থেকে নিয়ে আসে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে নতুনবাজার স্কুল সংলগ্ন এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

চালকদের

● প্রথম পাতার পর

চার বছর ধরে। মাঝ রাস্তায় সে অটো থামিয়ে অটো থেকে যাত্রীদের টানা হেঁচড়া করে নামিয়ে নিয়ে যায়। এমনকি অভিযুক্ত সমাজদ্রোহী অটো যাত্রীদের সাথে দুর্ব্যবহার করে বলেও অভিযোগ। তাই এক প্রকার অতিষ্ঠ হয়ে এইদিন জিবি অটো স্ট্যান্ডের অটো চালকরা পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন বলে জানান।

বিএসএফের

● প্রথম পাতার পর

তাদের কাছ থেকে নগদ ভারতীয় প্রায় ২৮ হাজার টাকা উদ্ধার হয়েছে। ধৃত দুই ভারতীয় নাগরিকরা হল ধর্মনগরের বাসিন্দা নির্মল পাল এবং শীলচরের বাসিন্দা বিশ্বজিৎ বণিক। অপরদিকে ধৃত বাংলাদেশি নাগরিকের নাম হল জবা রানি রায় ও জগদীশ রায়।

কর্মীরা

● প্রথম পাতার পর

প্রদেশ কংগ্রেসের ভারত জোড়ো, ত্রিপুরা বাঁচাও যাত্রা শেষ হওয়ার পর মঙ্গলবার প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে সাংবাদিক সম্মেলন করে এমনটা জানান প্রদেশ কংগ্রেসের অন্যতম নেতৃত্ব তথা কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ। তিনি আরও জানান প্রদেশ কংগ্রেসের ভারত জোড়ো ত্রিপুরা বাঁচাও জাত্রাকে সাধারন মানুষ মন থেকে স্বাগত জানিয়েছে।

AFFIDAVIT

I SRI RANA HRISHI DAS, S/O Khirod Hrishi DAS, Resident of Bhati Aboynagar, Hrishi Palli, P.S- West Agartala, Dist- West Tripura, Pin-799002, aged about -58 Yrs, by caste- Hindu, by profession- Business a citizen of India do hereby solemnly affirm and declare on oath as under:-

That, in my Aadhaar card & PAN card my name & surname has been written/ recorded as **Rana Hrishi Das.**

That, in my Voter ID card my name & surname has been written/recorded as **Rana Rishi Das.**

That, my father's actual name is **Khirod Hrishi Das** but my Cirtizenship certificate my father's name & surname has been written/recorded as **Kshirode Hrishi Das**

That, **Rana Hrishi Das** & **Rana Rishi Das**, is the one and same person and Identical one and my father **Khirod Hrishi Das** & **Kshirode Hrishi Das** is the one and same person and Identical one

These are true to my knowledge

In acknowledgement whereof I signed this affidavit today the 9th day of November, 2022 before the Notary Public, Agartala, West Tripura.

Sd/-
RANA HRISHI DAS

AFFIDAVIT

I SMT KAMALA HRISHI DAS, W/O Sri Rana Hrishi Das, Resident of Bhati Aboynagar, Hrishi Palli, P.S. West Agartala, Dist West Tripura, Pin- 799002, aged about-50 Yrs, by caste- Hindu, by profession-Housewife a citizen of India do hereby solemnly affirm and declare on oath as under:-

That, in my Aadhaar card & PAN card my name & surname has been written/ recorded as **Kamala Hrishi Das.**

That, in my Voter ID card my name & surname has been written/recorded as **Kamala Rishi Das.**

That, **Kamala Hrishi Das** & **Kamala Rishi Das**, W/O **Sri Rana Hrishi Das** is the one and same person and Identical one.

These are true to my knowledge.

In acknowledgement whereof I signed this affidavit today the 9th day of November, 2022 before the Notary Public, Agartala, West Tripura.

Sd/-
KAMALA HRISHI DAS

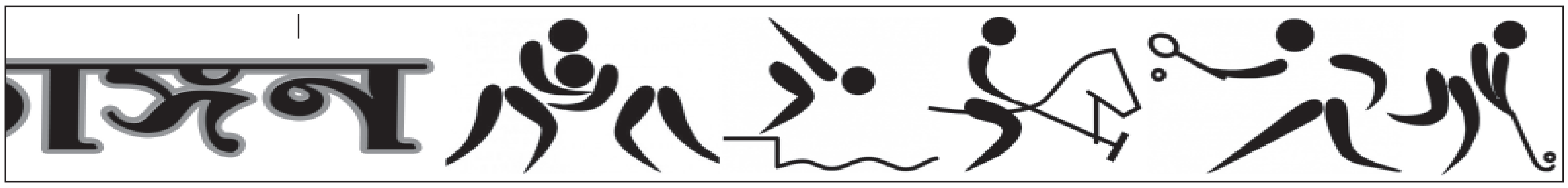

সুরাটে বৃহস্পতিবার থেকে বিজয় মার্চেন্ট ট্রফি ত্রিপুরা-মহারাষ্ট্র ৩ দিনের ম্যাচ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ নভেম্বর।। প্রস্তুত ত্রিপুরা দল। পাশাপাশি প্রস্তুত প্রতিপক্ষ মহারাষ্ট্রও। খেলা বিজয় মার্চেন্ট ট্রফির তিন দিবসীয় ম্যাচ। গুজরাটের সুরাটে ৬ দলীয় গ্রুপের খেলা। ত্রিপুরার প্রথম ম্যাচ মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। বেশ ক'দিন আগে ত্রিপুরার খেলোয়াড়রা সেখানে পৌঁছে একাধিক প্রস্তুতি ম্যাচ খেলে নিজেদের এডাপ্ট করে নেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। এক দিবসীয় ম্যাচের পাশাপাশি তিন অথবা চার দিবসীয় ম্যাচে খেলার পার্থক্যটুকু উপলব্ধি করা জরুরি প্রয়োজন। কম বয়স থেকে এ ধরনের ৩-৪ দিবসীয় ম্যাচে দিনভর উইকেট আকড়ে টিকে থাকার খেলায় সাবলীল হতে পারলেই ম্যাচে সাফল্য আসবে বলে ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের ধারণা। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ম্যাচ যথাক্রমে ৬ থেকে ৮ ডিসেম্বর আসামের বিরুদ্ধে এবং ১১ থেকে ১৩ ডিসেম্বর সিকিমের বিরুদ্ধে।

প্রথম তিনটি ম্যাচের জন্য রাজ্য দল হলো :দীপঙ্কর ভাটনাগর (অধিনায়ক), দেবাংশু দত্ত (সহ অধিনায়ক), জয়জিৎ সাহা, বিশাল শীল, আয়ুষ অনিল দেবনাথ, সৌরদ্বীপ দেববর্মা, শুভজিৎ দাস, সোমরাজ দে, সঞ্জয় নম:, দ্বীপ দেব, রাকেশ রুদ্র পাল, সৌরভ সরকার, রিয়াদ হুসেন, শারিফ উদ্দিন, রুদ্র সেনগুপ্ত, পিনাক দেব, অভিক পাল, আকাশ নাথ, সাগর সূত্রধর এবং আকাশ রায়। কোচ: সুজিত রায়, রাশুদেব দত্ত, ম্যানেজার জয়দেব সাহা, ফিজিও সোহাগ চন্দ্র সাহা এবং ট্রেণার: অজিতাভ নাথ।

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে শেষ ওয়ানডে জিতে সিরিজে সমতা আনতে মরিয়া ভারতীয় দল

নয়াদিল্লি, ২৯ নভেম্বর (হি.স.) : আগামীকাল বুধবার নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তৃতীয় ও শেষ ওয়ানডে জিতে তিন ম্যাচের সিরিজ শেষ করতে চায় ভারতীয় ক্রিকেট দল। ভারতীয় দল ৩০৬ রান করা সত্ত্বেও প্রথম ম্যাচে ৭ উইকেটে হেরেছিল, দ্বিতীয় ম্যাচটি বৃষ্টির কারণে পরিত্যক্ত হয়েছিল। আগামীকালের ম্যাচটি আকর্ষণীয় হওয়ার কারণ ভারত ওডিআইতে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তাদের ৫টি পরাজয়ের ফর্ম ভাঙতে চাইবে, যার মধ্যে ২০২০ সালে শেষ সফরে দলটির ০-৩ হার রয়েছে। আবারও ব্যাট করার সুযোগ পেলে তিন নম্বরে সূর্যকুমার যাদব কী করতে পারেন তাও দেখার বিষয় হবে। দ্বিতীয় ওয়ানডেতে তিনি দুর্দান্ত ফর্মে রয়েছেন, যদিও বৃষ্টি তাকে বড় ইনিংস খেলতে বাধা দেয়।

নিউজিল্যান্ডের হয়ে অভিজ্ঞ ফাস্ট বোলার টিম সাউদি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন কারণ তিনি ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে চান। সাউদি ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম ওডিআইতে তিনটি উইকেট নিয়েছিলেন এবং বিশ্বের প্রথম বোলার হিসেবে ৩০০ টেস্ট, ২০০ ওডিআই এবং ১০০ টি-২০ আন্তর্জাতিক উইকেট শিকার করেন।

মাঠের সাফল্যের লক্ষ্যে রামকৃষ্ণ ক্লাবে কালিংপং-এর ৫ ফুটবলার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ নভেম্বর।। উদ্বোধনী দিনেই মাঠে নামবে রামকৃষ্ণ ক্লাব। প্রতিপক্ষ লালবাহাদুর ব্যায়ামাগার। ২ ডিসেম্বর হবে ম্যাচটি। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে। রাজ্য ফুটবল সংস্থা আয়োজিত 'শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স' চন্দ্র মেমোরিয়াল প্রাইজমানি লিগ ফুটবলে। ওই ম্যাচে ভালো ফলাফলের জন্য জোড় প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে রামকৃষ্ণ ক্লাব। শিল্ডের প্রথম ম্যাচে বীরেনদ্র ক্লাবের কাছে পরাজিত হয়ে আসর থেকে ছিটকে গিয়েছিলো গেলোবারের তৃতীয় স্থানাধিকারী ওই দলটি। লিগ ভালো ফলাফলরে জন্য শক্তি বাড়াচ্ছে রামনগরের ওই ক্লাবটি। দলের জার্সি গায়ে জড়িয়ে খেলার জন্য আজ কালিংপং এর ৫ ফুটবলার দলের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন: রাজু বাসফোর, সোনম শেরপা,ধনরাজ তামাং,শুভন সূত্রধর এবং পাসাং তামাং। ওই ৫ ফুটবলার গেলোবছরও দলের হয়ে খেলেছিলেন। এবং কর্মকার্তাদের মন জয় করে নিয়েছিলেন। জানা গেছে, আজ দুপুরে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন ৫ ফুটবলার। বৃহস্পতিবার থেকে অনুশীলনেও নামবেন। মঙ্গলবার সকালে উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে অনুশীলনের ফাঁকে এ কথা জানান কোচ কৌশিক রায়। তিনি মনে করেন,'কালিংপং এর ৫ ফুটবলার যোগ দিলে দলের শক্তি অনেকটাই বাড়বে আমার বিশ্বাস। তখন অন্য দল গুলোকে কড়া চ্যালেঞ্জ ছুনে দিতে পারবো আমরা'। এদিকে অনুশীলনে ফুটবলারদের শারীরিক সক্ষমতা বাড়ানোর উপরই বেশী জোড় দিচ্ছেন রামকৃষ্ণ কোচ।

বিসিসিআইয়ের নির্বাচক হতে চেয়ে আবেদন চাকরি খোঁজা কাম্বলির ! তালিকায় বাংলার ৩

ভারতীয় ক্রিকেট দলের নতুন নির্বাচক কমিটির সদস্য হওয়ার জন্য আবেদনের শেষ দিন ছিল ২৮ নভেম্বর, সোমবার। নির্বাচক হতে চেয়ে আবেদন করেছেন অনেক প্রাক্তন ক্রিকেটার। এখনও পর্যন্ত ২১ জনের নাম জানা গিয়েছে। তাঁদের মধ্যে বাংলার তিন জন রয়েছেন। এখনও পর্যন্ত উত্তরাঞ্চলের হয়ে ছ'জনের নাম জানা যাচ্ছে। তাঁরা হলেন, মনিন্দর সিংহ, অতুল ওয়াসন, নিখিল চোপড়া, অজয় রাতরা, রীতিন্দর সিংহ সোধি ও গুরশরণ সিংহ। পূর্বাঞ্চল থেকে আবেদন করেছেন, সৌরাশিস লাহিড়ি, শুভময় দাস, শরদিন্দু মুখোপাধ্যায়, শিবসুন্দর দাস, প্রভাঞ্জন মল্লিক ও আর আর পারিদা। এই ছ'জনের মধ্যে সৌরাশিস, শুভময় ও শরদিন্দু বাংলা থেকে আবেদন করেছেন। মধ্যাঞ্চল থেকে আবেদন করেছেন জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে ও অময় খুরেশিয়া। চমক রয়েছে পশ্চিমাঞ্চলে। সেখান থেকে বিসিসিআইয়ের নির্বাচক হতে আবেদন করেছেন বিনোদ কাম্বলি। তা ছাড়া নয়ন মোঙ্গিয়া, সলিল আঙ্কোলা ও সমীর দিঘেও রয়েছেন তালিকায়। দক্ষিণাঞ্চল থেকে বিসিসিআইয়ের নির্বাচক হতে চেয়ে আবেদন করেছেন লক্ষ্মণ শিবরামকৃষ্ণণ, হেমাঙ্গ বাদানি ও কানওয়ালজিৎ সিংহ। আবেদনকারী প্রাক্তন ক্রিকেটারদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে। বিসিসিআই একটি ক্রিকেট পরামর্শদাতা কমিটি গঠন করবে।

সেই কমিটির সদস্যরা জাতীয় নির্বাচক হতে আগ্রহী প্রাক্তন ক্রিকেটারদের সাক্ষাৎকার নেবেন। আগামী বছর ঘরের মাঠে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে সীমিত ওভারের ক্রিকেট সিরিজের জন্য দল বাছা দিয়ে কাজ শুরু করবে নতুন নির্বাচক মণ্ডলী। আপাতত চেতনের নেতৃত্বাধীন নির্বাচক মণ্ডলীই কাজ চালাচ্ছেন। সকলকেই বিজয় হজারে ট্রফির ম্যাচ দেখতে পাঠিয়েছে বোর্ড। এর পর কোচবিহার ট্রফিতে ক্রিকেটারদের পারফরম্যান্স দেখবেন তাঁরা। তাঁদের দেওয়া রিপোর্ট নতুন নির্বাচকদের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

লীগের আগে নতুন করে দল গঠনে ব্যস্ত ফরোয়ার্ড

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ নভেম্বর।। আসন্ন প্রথম ডিভিশন লিগ ফুটবল শুরুর আগে নতুনভাবে দল গঠনে ব্যস্ত ফরোয়ার্ড ক্লাব। এমনকি, ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে বিদেশী ফুটবলার হাফিজকেও। তাঁর পরিবর্তে আনা হবে আরেকজন বিদেশী ফুটবলারকে। তবে নতুন বিদেশী ফুটবলার কে? তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। শিল্ডের ফাইনালে পরাজয়ের কারন জানার জন্য সোমবার রাতে পর্যালোচনা বৈঠকে বসেন ফরোয়ার্ড ক্লাবের কর্তারা। কোচকে পাশে বসিয়ে হয় ওই বৈঠক। দলীয় ফুটবলারদের খেলায় অনেকটা স্বস্তি থাকলেও দুই বিদেশী ফুটবলারের খেলা নিয়ে অসন্তুষ্ট কর্তারা। বিশেষ করে এবারই প্রথম খেলতে আসা নবাগত হাফিজকে নিয়ে। দলের আক্রমণভাগের ওই ফুটবলারের গোলক্ষুধা কম, এমনই মনে করছেন কর্তারা। দীর্ঘ আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয়, লিগের আগেই ছেড়ে দেওয়া হবে হাফিজকে। ৪ ডিসেম্বর 'শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স' চন্দ্র মেমোরিয়াল লিগ ফুটবলে নিজেদের প্রথম ম্যাচে ফরোয়ার্ড খেলবে এগিয়ে চলো সঙ্ঘের বিরুদ্ধে। রাজ্য ফুটবল সংস্থা আয়োজিত ওই আসরের ম্যাচটি হবে উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে। এবছর দ্বিমুকুট জয়ের লক্ষ্যেই দল গড়েছিলো ফরোয়ার্ড ক্লাব। ফাইনালে দল খেলেছিলো চ্যাম্পিয়নের মেজাজেই। কিন্তু আক্রমণভাগের ফুটবলারদের ব্যর্থতায় গেলো বারের মতো এবারও দ্বিতীয় স্থান নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে দলকে। আর ওই দু:খটা এখনও ভুলতে পারছেন না ফরোয়ার্ড কর্তা এবং সমর্থকরা।

টিসিএ-র লাইফ মেম্বার বাবুল রায় প্রয়াত, শোক

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ নভেম্বর।। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের আজীবন সদস্য বাবুল রায়, ২৮ নভেম্বর রাতে পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে ওনার বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। আগরতলার ধলেশ্বরস্থিত রামকৃষ্ণ আশ্রম নিবাসী বাবুল রায় ছিলেন উদার ও নির্মল মনের মানুষ। আজীবন সদস্যের মৃত্যুতে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের আজীবন সদস্যদের সংগঠন ''ডায়াস''-এর পক্ষ থেকে শোক জ্ঞাপন করা হয়েছে। তাঁর বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করে শোক-সন্তপ্ত পরিবার-পরিজনদের প্রতি ডায়াস-এর সচিব মানিক দত্ত গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন।

নিউ জিল্যান্ড সফরে গিয়ে চরম দুর্দশায় চহাল মোট বইতে হল ! প্রকাশ্যে এল ভিডিয়ো

নিউ জিল্যান্ড সফরে গিয়ে খোশ মেজাজে রয়েছেন ভারতীয় দলের ক্রিকেটাররা। বৃষ্টিতে একাধিক ম্যাচ বিঘ্নিত হওয়ায় কিছুটা বিরক্ত শিখর ধাওয়ান, শুভমন গিলরা। তবু হাসি-ঠাট্টায় মেতে থাকার চেষ্টা করছেন ভারতীয় দলের ক্রিকেটাররা। এক দিনের সিরিজে ভারতকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন ধাওয়ান। বরাবরই সতীর্থদের নানা মজায় মাতিয়ে রাখেন বাঁহাতি ব্যাটার। তাঁর রসিকতা থেকে বাদ যাচ্ছেন না ক্রিকেটারদের স্ত্রীরাও। তৃতীয় এক দিনের ম্যাচ খেলতে হ্যামিলটন থেকে ক্রাইস্টচার্চে যাওয়ার সময়ের একটি ভিডিয়ো ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেছেন ধাওয়ান নিজেই। সেই ভিডিয়োয় দেখা যাচ্ছে যুজবেন্দ্র চহাল দু'টি বড় ট্রলি ব্যাগ-সহ চারটি ব্যাগ ঠেলে নিয়ে আসছেন। অথচ একটি মাত্র ট্রলি ব্যাগ তাঁর স্ত্রী ধনশ্রী বর্মার কাছে রয়েছে। একটু পিছনেই ছিলেন ধনশ্রী। ওই অবস্থায় ধাওয়ানকে দেখে ভিডিয়ো করার সুযোগ হাতছাড়া করেননি অধিনায়ক। ধাওয়ান বলেছেন, "দেখুন কী পরিস্থিতি। চহালের দুর্দশা প্রকাশ্যে চলে এসেছে। ওকে দেখে কুলি মনে হচ্ছে। এক জন মানুষ কী ভাবে এতগুলো ব্যাগ বইতে পারে!" কথা শেষ হতেই ধাওয়ান দেখেন ধনশ্রী আসছেন। চহালের স্ত্রীকে দেখে ধাওয়ান প্রশ্ন করেন, "চহালের এ কী অবস্থা! কেন ওর সঙ্গে এমন করছ তুমি?" জবাবে ধনশ্রী বলেন, "আসলে আমার পায়ে ব্যথা। তাই চহালকে ব্যাগগুলো দিয়েছি।

OFFICE OF THE CHIEF EXCEUTIVE OFFICER
TRIPURA LIVESTOCK DEVELOPMENT AGENCY
ASTABAL: AGARTALA
No.F.4-22/STY/TLDA/20171 Vol-III
Dated, Agartala, the, /11/2022
e-TENDER (2nd call) FOR PROCUREMENT OF SPARE PARTS (02 NO. OF SINTER REGENERATORS CUSTOMIZED FOR StirL1N-2 LIQUID NITROGEN PRODUCTION PLANTS & 01 NO. OF CLOSED LOOP 35KW WATER CHILLER CUSTOMIZED FOR StirLIN-2 LIQUID NITROGEN PRODUCTION PLANTS i.e. PLANT NO. —05 AND PLANT NO.-06) AT RADHAKISHORE NAGAR, WEST TRIPURA, TRIPURA STATE DURING THE YEAR 2022-23.
The details of terms & condition of e-Tender (e-NIT) will be available in the official websites of http: //tripuratenders.govin l www.arddtripura.gov.in and also in the news portal of Tripura www.tripurainfo.com
ICA-C-3272/22
(DR. K. Sasikumar)
Chief Executive Officer
Tripura Livestock Development Agency
Astabal, Agartala

সপ্তজিতের কল্যাণে রক্ষা পেল ত্রিপুরা নিশ্চিত জয় হাতছাড়া গুজরাটের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ নভেম্বর।। পরিত্রাতা যেন সপ্তজিৎ একাই। তবে প্রীতম, দুর্লভ রাজদীপ, দীপ্তনু এবং সবশেষে রিব্রজিৎ দারুনভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। অন্যথায় ম্যাচ হেরে ঘরের মাঠে পুরো ছয় পয়েন্ট গুজরাটের হাতে উপহারস্বরূপ তুলে দিতে হতো রাজ্য দলকে। কর্তৃত্ব পূর্ণ ভাবে ত্রিপুরা কোচবিহার ট্রফি ক্রিকেটে গুজরাট ম্যাচে প্রথম ইনিংসে লীড ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। ম্যাচ অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। এর সুবাদে তিন পয়েন্ট এসেছে ত্রিপুরার পকেটে। গুজরাট ছক কষে ২৯৪ রানে ইনিংস ঘোষণা করে ঝুঁকি নিয়ে ত্রিপুরাকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিল। চতুর্থ ইনিংসে ২২৫ রানের টার্গেটে একসময় ত্রিপুরা যখন গুজরাটের ফাঁদে পা দিয়ে দ্রুত লয়ে উইকেট হারাতে চলেছে ঠিক তখনই সপ্তজিৎ দাসের দায়িত্বপূর্ণ এবং দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাটিং দলের জন্য কান্ডারীর ভূমিকা পালন করেছে। উইকেট আঁকড়ে সপ্তজিৎ ১৪৩ টি বল খেলেছে। ১২ টি বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৬১ রান সংগ্রহ করে অপরাজিত ভূমিকায় শেষ দিনের নির্ধারিত ওভার শেষ করে ম্যাচটিকে কস্টার্জিত ড্র-তে নিষ্পত্তি করতে পেরেছে। সঙ্গে দুর্লভ রায় ৪৪ বল, দীপ্তনু চক্রবর্তী ৪৫ বল টিকে থেকে সপ্তজিৎ কে দারুন ভাবে সঙ্গ দিয়েছে বলেই নিশ্চিত হার থেকে ত্রিপুরা আজ রক্ষা পেয়েছে। সফরকারি গুজরাট চতুর্থ তথা অন্তিম দিনের শুরুতে ১৬৯ রানের পাশাপাশি সাত উইকেট হাতে নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় চার উইকেট হারিয়ে ১২৫ রান যোগ করে ২৯৪ রানে ইনিংস ঘোষণা করে দেয়। দলের পক্ষে অমিত গুপ্ত সর্বাধিক ৮৫ রান পায়। ত্রিপুরার বোলার রাজদীপ দত্ত তিনটি উইকেট পেয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ম্যাচ ড্র তে নিষ্পত্তি হয়েছে। প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার সুবাদে ত্রিপুরা ৩ পয়েন্ট পেয়েছে। সফলকারী গুজরাট পেয়েছে ১ পয়েন্ট। সংক্ষিপ্ত স্কোর: গুজরাট প্রথম ইনিংসে ২০১ রান, দ্বিতীয় ইনিংসে ২৯৪/৭ ডিক্লেয়ার। ত্রিপুরা প্রথম ইনিংসে ২৭১ রান, দ্বিতীয় ইনিংসে ৯ উইকেটে ১২৮ রান।

ত্রিবান্দ্রমে অনূর্ধ-২৫ ক্রিকেটে শঙ্কর, বিক্রমের সৌজন্যে জয়ী ত্রিপুরা

অন্ধ্রপ্রদেশ-২১২
ত্রিপুরা- ২১৪/৮

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ নভেম্বর।। জয়ের হ্যাটট্রিক ত্রিপুরার। প্রথম দুই ম্যাচে পরাজিত হওয়ার পর ত্রিপুরা দল এভাবে ঘুরে দাড়াবে প্রত্যাশা করেননি ক্রিকেটপ্রেমীরা। পর পর তিন ম্যাচে জয় পেয়ে গ্রুপে আপাতত ভালো জায়গায় রয়েছে ত্রিপুরা। মঙ্গলবার বিক্রম দেবনাথের অলরাউন্ড পারফরম্যান্স এহং সহ অধিনায়ক শঙ্কর পালের অর্ধশতরানের কাঁধে ভর দিয়ে অন্ধ্র প্রদেশের বাধা টপকালো ত্রিপুরা। তিরুবন্তপুরমের কে সি এ মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে অনধ্রপ্রদেশের গড়া ২১৩ রানের জবাবে ত্রিপুরা ৬ বল বাকি থাকতে ৮ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। প্রথমে বল হাতে ৪ উইকেট তুলে নেওয়ার পর ব্যাট হাতে ৭৭ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে ত্রিপুরাকে জয় এনে দিতে মূখ্য ভূমিকা নিয়েছেন বিক্রম। এছাড়া শঙ্কর করেন ৫৪ রান। আপাতত ৫ ম্যাচ খেলে ত্রিপুরার পয়েন্ট ১২। ১ ডিসেম্বর ত্রিপুরা নিজেদের শেষ ম্যাচ খেলেবে শীর্ষে থাকা চন্ডীগড়ের বিরুদ্ধে। এদিন সকালে ত্রিপুরার অধিনায়ক শ্রীদাম পাল টসে জয়লাভ করে বিপক্ষ দলকে প্রথমে ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানান। অধিনায়কের সিদ্ধান্ত যে সঠিক তা শুরু থেকেই বুঝিয়ে দেন ত্রিপুরার বোলাররা। একসময় ৬১ রানে ৭ উইকেট তুলে নিয়ে বিপক্ষ দলের ক্রিকেটারদের হৃৎস্পন্দন বাড়িয়ে দিয়েছিলেন বিক্রম দেবনাথ-রা। ওই সময় 'বুধির দুর্গে কুম্ভ' হয়ে দাঁড়ান এম হেমন্ত রেড্ডি এবং তেজস্বী পুনিতা। ওই দুজন বিপর্যয় কাটিয়ে দলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন। সেট হতেই দ্রুত রান তোলার দিকে নজর দেন দুজন। অষ্টম উইকেটে দুজন ৮৭ বল খেলে ১০৬ রান যোগ করে দলকে লড়াইয়ে ফেরান। হেমন্ত ৬০ বল খেলে ৮ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৬৭ এবং তেজস্বী ৩৯ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৮ রান করেন। শেষ দিকে সাকেত রাম ২৪ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২১ রান করেন। ত্রিপুরার পক্ষে বিক্রম দেবনাথ (৪/৩৪), ইন্দ্রজিৎ দেবনাথ (২/৩০) এবং অমরেশ দাস (২/৩২) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে ত্রিপুরা ৪৯ ওভার ব্যাট করে ৮ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলীয় ৩২ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে ত্রিপুরা যখন খাদের কিনারায় তখন সহ অধিনায়ক শঙ্কর পালের সঙ্গে রুখে দাঁড়ান বিক্রম দেবনাথ। ওই দুজন প্রতিরোধ গড়ে তুলেন। এবং ত্রিপুরাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন। পঞ্চম উইকেটে দুজন যোগ করেন ৯০ রান ১২০ বল খেলে। শঙ্কর ৬৭ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৪ রান করেন। এরপর প্রথমে বিক্রমের সঙ্গে কিষান মুড়াসিং, পরে ইন্দ্রজিৎ দেবনাথ এবং শেষে অমরেশ দাস রুখে দাড়ান।কিষান ৯ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ঝড়ো ২১ রান করার পর ইন্দ্রজিৎ ৩১ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২০ রান করেন। শেষে অমরেশকে সঙ্গে নিয়ে ত্রিপুরাকে কাঙ্খিত জয় এনে দেন বিক্রম। বিক্রম ১১৬ বল খেলে ৭ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৭৭ রানে এবং অমরেশ ১২ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ রানে অপরাজিত থেকে যান। অন্ধ্রের পক্ষে ওয়ারা সন্দীপ (২/৩৯), ত্রিপূর্ণ বিজয় (২/৪২) এবং সেকেত রাম (২/৫৪) সফল বোলার।

রঞ্জি ট্রফি : রাজ্যদলের চূড়ান্ত প্রস্তুতি শিবিরে ১৯ ক্রিকেটার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ নভেম্বর।। রিপোর্ট করলেন ১৯ জন ক্রিকেটার। আসন্ন রঞ্জি ট্রফি ক্রিকেটের জন্য ত্রিপুরার শিবিরে। ওই শিবিরে ডাকা হয়েছিলো ২৫ জন ক্রিকেটারকে। এদের মধ্যে তিন পেশাদার ক্রিকেটার ঋদ্ধিমান সাহা, সুদীপ চ্যাটার্জি এবং দীপক ক্ষৈত্রী দলের সঙ্গে যোগ দেবেন ১ ডিসেম্বর।

অনূর্ধ-২৫ আসর শেষে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন বিক্রম কুমার দাস, পারভেজ সুলতান এবং অমিত আলি। ওই তিনজন এখন ত্রিপুরা দলের সঙ্গে রয়েছেন তিরুবন্তপুরমে। ১৯ জন ক্রিকেটারকে এদিন জিম করানো হয়। আগামীকাল থেকে শুরু হবে চূড়ান্ত প্রস্তুতি। ১৩ ডিসেম্বর থেকে মরশুম শুরু করবে ত্রিপুরা। প্রতিপক্ষ গুজরাট। এম বি বি স্টেডিয়ামে হবে ম্যাচটি। এছাড়া ২০ ডিসেম্বর বিদর্ভ, ২৭ ডিসেম্বর পাঞ্জাব, ৩ জানুয়ারি চন্ডিগড়, ১০ জানুয়ারি রেলওয়ে, ১৭ জানুয়ারি জম্মু কাশ্মীর এবং ২৪ জানুয়ারি ত্রিপুরা শেষ ম্যাচ খেলবে মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে। এদিন দুপুরে এম বি বি স্টেডিয়ামে কোচ ভাস্কর পিল্লাইয়ের কাছে রিপোর্ট করেন শিবিরে ডাক পাওয়া ক্রিকেটাররা। সদ্য সমাপ্ত বিজয় হাজারে ট্রফি ক্রিকেটে দুর্দান্ত লড়াই করে কর্মকর্তাদের মনোবল বাড়িয়েছিলেন ক্রিকেটাররা। ব্যাতিক্রম ছিলেন পেশাদার ক্রিকেটার সুদীপ চ্যাটার্জি। কিন্তু আসরের শেষ ম্যাচে রানে ফেরার আভাষ দিয়েছিলেন। ফলে মনোবল বেড়েছে ওই ক্রিকেটারটিরও। শিবিরে যোগ দেওয়া ক্রিকেটাররা হলেন: রজত দে, মণিশঙ্কর মুড়াসিং, শুভম ঘোষ, রাণা দত্ত, অজয় সরকার, বিশাল ঘোষ, চিরঞ্জীৎ পাল, উদীয়ান বসু, জয়দীপ বনিক, সঞ্জয় মজুমদার, জয়দীপ ভট্টাচার্য, অভিজিৎ সরকার, কৃতিদীপ্ত দাস, সম্রাট সিনহা, জয়কিষান সাহা, নিরুপম সেন, নিরুপম সেন চৌধুরি, অভিজিৎ চক্রবর্তী এবং সম্রাট সূত্রধর।

NOTICE INVITING e-TENDER
Government of Tripura
Directorate of Health Services
No.F.52 / Store / SDTL/Inst/ DHS/ 2022-23 Date:-22/11/2022
A e-Tender is hereby invited on behalf of the Director of Health Services, Govt. of Tripura from resourceful, experienced and bona tide, renowned licensed Manufacturer/ Importer or their Authorized Distributor for procurement of "Lab Instrument" for the year 2022-2023" (Rate contract one year) under the Health & Family Welfare Department". The details of tender are available on website (http:// tripuratenders.gov.in). The submission of tender up to 06-12-2022 at 4.00 PM.
ICA-C-3279/22
Director of Health Services
Govt. of Tripura, Azartala

NOTICE INVITING e-TENDER
Director, SCERT, Abhoynagar, Agartala, Tripura invites online e-tender in 2(two) bid system (Technical & Financial) with item-wise contract type for the following work:
Name of Work: Transportation of Textbooks/Printing materials from godown of SCERT at Agartala, Tripura to the destination point located at different Inspectorate of Schools/different District Head Quarters of Tripura.
Tender ID : 2022_DyDIR_34244_1
Tender Value : Rs. 40,00,000/-
Earnest Money : Rs.80,000/-
TenderFee : Rs. 1,000/-
Bid Submission Start Date : 21-11-2022 at 16:00 hrs.
Last date & time of submission of e-tender: 12-12-2022,15.00 hrs.
Time of opening of e-tender : 12-12-2022,17.00 hrs.
The e-tender and other details can be obtained from the web-site www.tripuratenders.gov.in.
ICA-C-3276/22
Sd/- (N.C. Sharma)
Director, SCERT
Tripura

Azadi Ka Amrit Mahotsav
Har Ghar Jal
GOVERNMENT OF TRIPURA
Public Works Department
(DRINKING WATER AND SANITATION)
Invitation
Inaugural Programme
of
" DWS Division, Sabroom"
Inauguration : 1st December, 2022 (Thursday) at 1.00 P.M.
Venue : " Youth Hostel" (Yuba Aawas), Office Tilla, Sabroom
Inaugurator : Sri Sushanta Chowdhury, Hon'ble Minister, PWD (DWS), ICA, YAS, etc.Deptt. Govt. of Tripura.
Chief Guest : Sri Sankar Roy, Hon'ble M.L.A, Tripura Legislative Assembly.
Special Guest : Smti. Rama Podder (Dey), Hon'ble Chairperson, Sabroom Nagar Panchayat.
Guest of Honour : Sri Abhishek Singh, IAS, Secretary, PWD, Govt. of Tripura.
Er. Shyamlal Bhowmik, Chief Engineer, PWD (DWS) Govt. of Tripura.
Saju Vaheed A, IAS, D.M & Collector, South Tripura District, Belonia.
Sri Santipriya Bhowmik, Social Worker.
Sri Tapas Lodh, Social Worker.
Your kind presence in the ceremony is highly solicited.
With Regards
Er. Panay Kumar Das
Superintending Engineer,
PWD (DWS) Circle, Udaipur.

ICA-D-1543/22

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

বনমালীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে ঘরে ঘরে বিজেপি অভিযানে অংশগ্রহণ করেছেন দলের প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্য সহ অন্যান্যরা। ছবি নিজস্ব।

সারা দেশের ধর্মীয় পরিবেশে মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরের এক অনন্য অবস্থান রয়েছে : উপরাষ্ট্রপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ নভেম্বর।। ত্রিপুরা সফরে এসে সস্ত্রীক মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে পূজা দিলেন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকর। তিনি উদয়পুরে মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে পূজা দেওয়ার পর মন্দির চত্বর ঘুরে দেখেছেন। কল্যাণ সাগরের পাড়ে গিয়ে সৌন্দর্য উপভোগ করেছেন। তিনি এদিন তিনি আবেগ আপ্লুত হয়ে বলেন, সারা দেশের ধর্মীয় পরিবেশে মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরের এক অনন্য অবস্থান রয়েছে। এই মন্দিরের পরিকাঠামো উন্নয়ন দীপাবলীর আগেই সমাপ্ত হবে এবং পরবর্তী ত্রিপুরা সফড়েই তিনি তা প্রত্যক্ষ করবেন, আশা প্রকাশ করে বলেন তিনি।

আজ বিমানবন্দরে উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকরকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান ত্রিপুরার রাজ্যপাল সত্যদেও নারায়ণ আর্য, মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর(ডা:) মানিক সাহা, উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক এবং মুখ্য সচিব জে কে সিনহা। বিমান বন্দর থেকে হেলিকপ্টারে সোজা চলে যান উদয়পুর। সেখানেও তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ডা: সাহা এদিন তাঁর সাথেই উদয়পুরে গিয়েছেন। সেখানে কৃষি মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় এবং বিধায়ক বিপ্লব ঘোষ তাঁকে স্বাগত জানিয়েছেন।

মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে পূজা দেওয়ার পর উপরাষ্ট্রপতি মন্দির চত্বর ঘুরে দেখেছেন। মন্দিরের পরিকাঠামো উন্নয়ন কাজের খোঁজ নিয়েছেন। এদিন কল্যাণ সাগর দীঘির পাড় পরিদর্শন করেছেন। সেখানে মনোরম পরিবেশ দেখে তিনি ভীষণ আনন্দিত হয়েছেন। মন্দির এবং তার আশেপাশের সৌন্দর্য তিনি ভীষণ উপভোগ করেছেন বলে জানিয়েছেন।

এদিন উপরাষ্ট্রপতি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরের পরিকাঠামো উন্নয়ন দেখে ভীষণ আনন্দিত এবং বিস্মিত হয়েছি। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী খুবই দক্ষতার সাথে এই মন্দিরের পরিকাঠামো উন্নয়নে ব্রতী রয়েছেন, জেনে খুশি হয়েছি। তাঁর কথায়, সারা দেশে এই মন্দিরের অনন্য পরিচিতি রয়েছে। এই মন্দিরের সারা দেশের ধর্মীয় পরিবেশে এক অনন্য অবস্থান রয়েছে। তাঁর বিশ্বাস, মন্দিরের পরিকাঠামো উন্নয়ন আগামী দীপাবলীর পূর্বেই সমাপ্ত হবে এবং পরবর্তী ত্রিপুরা সফরে সেই মনোরম পরিবেশ তিনি প্রত্যক্ষ করতে পারবেন।

২০২০-র এপ্রিলের পর সর্বনিম্ন কোভিড-সংক্রমণ ভারতে সক্রিয় রোগী ৫-হাজারের নীচে

নয়াদিল্লি, ২৯ নভেম্বর (হি.স.): ভারতে করোনাভাইরাসের দৈনিক সংক্রমণ নিরন্তর কমছে, মৃত্যুর সংখ্যাও তলানিতে। বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ২১৫ জন, যা ২০২০ সালের এপ্রিল মাসের পর সর্বনিম্ন। সোমবার সারা দিনে ভারতে একজন কোভিড-আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের বুলেটিন অনুযায়ী, সোমবার সারা দিনে দেশে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ২১৫ জন ও মৃত্যু হয়েছে একজনের। ভারত মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৪,৪৬,৭২,০৬৮।

বিগত ২৪ ঘন্টায় একজনের মৃত্যুর পর মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনায় মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫,৩০,৬১৫ (১.১৯ শতাংশ)-এ পৌঁছেছে। দেশে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ৪ হাজার ৯৮২-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০১ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন মাত্র ৫৩ হাজার ২৯৫ জন প্রাপক, ফলে ভারতে মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ২১৯.৯১-কোটির বেশি টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪১,৩৬,৪৭১ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮০ শতাংশ।

কোভিড টিকাকরণ অভিযানের আওতায় ২১৯.৯১-কোটির বেশি টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে ভারতে। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন মাত্র ৫৩ হাজার ২৯৫ জন প্রাপক, ফলে ভারতে মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ২১৯.৯১-কোটির বেশি টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে। মোট টিকা প্রাপকের সংখ্যা-২১৯,৯১, ৪৫,৮৪২ জন ।ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৮ নভেম্বর সারা দিনে ভারতে ৩,৪৭, ১৪৭ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। পরীক্ষিত ৩, ৪৭,১৪৭ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন মাত্র ২১৫ জন।

শিশুরাই আগামীদিনে দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ : কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায়মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা,২৯ নভেম্বর।। শিশুরাই আগামীদিনে দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ। শিশুরাই আগামীদিনে শিক্ষা, ক্রীড়া, চিকিৎসা, কৃষি, বিজ্ঞান ক্ষেত্রে দেশের নাম উজ্জল করবে। শিশুরা যাতে অপুষ্টিতে না ভোগে তা নিশ্চিত করা একটি কল্যাণকামী সরকারের অন্যতম কর্তব্য। আজ খোয়াই জেলার উত্তর চেবরী স্কুল মাঠে নবনির্মিত উত্তর চেবরী অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের উদ্বোধন করে কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রী ড. বীরেন্দ্র কুমার একথা বলেন। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রী বলেন, শিশুদের পাশাপাশি গ্রামীণ এলাকার গর্ভবতী মহিলাদেরও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। গর্ভবতী মহিলারা সুস্থ থাকলেই আগামী দিনের শিশুরাও সুস্থ ও সবল থাকবে। এই কাজে আশাকর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মীদের পাশাপাশি সমাজের সকল অংশের সচেতন মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয়মন্ত্রী বলেন, রাজ্যের গ্রামীণ এলাকায় প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় নির্মিত ঘর দেখে তিনি আপ্লুত হয়েছেন। ২০১৪ সালের পর থেকে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় নির্মিত প্রতিটি আবাসে উজ্জলা যোজনায় গ্যাসের সংযোগ, জল জীবন মিশনে পানীয়জলের সংযোগ দেওয়া হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী বলেন, সমাজে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আগামী প্রজন্মের শিশুর প্রাকপ্রাথমিক শিক্ষার বুনিয়াদ এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি থেকেই গড়ে উঠে। পাশাপাশি শিশুদের সুস্থ ও সবল রাখতেও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি ভূমিকা নেয়। তাছাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন খোয়াই জেলার জেলাশাসক দিলীপ কুমার চাকমা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জিলা পরিষদের সভাধিপতি জয়দেব দেববর্মা, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের উপঅধিকর্তা জন কেলভিন দেববর্মা, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের আধিকারিক সুজিত দাস প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উত্তর চেবরী গ্রাম প'ায়েতের উপপ্রধান অর্জন চন্দ্র রুদ্রপাল।

সকলের জন্য ঔষধ বিষয়ক সেমিনার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৯ নভেম্বর।। ত্রিপুরা স্টেট ফার্মাসিটিক্যাল প্রাইস মনিটরিং এন্ড রিসোর্স ইউনিটের উদ্যোগে সকলের জন্য ঔষধ বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হচ্ছে প্রতি মহকুমায়। মঙ্গলবার বিশালগড় মহকুমায় অনুষ্ঠিত হয় সেমিনার। স্থানীয় শুভদীপ মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি ড্রাগস কন্টোলার কাঞ্চন সিনহা, প্রজেক্ট কোঅর্ডিনেটর দিবাকর পাল, ইন্সপেকটিং অফিসার সুব্রত দাস, বিকাশ দেববর্মা, শিশির নন্দী প্রমুখ। মহকুমার সকল ঔষধ ব্যবসায়ী সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। আজাদী কা অমৃত মহোৎসব উপলক্ষে ভারত সরকার সুলভ মূল্যে সকলের জন্য ঔষধ প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এই সচেতনতা মূলক সেমিনার অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ঔষধের মূল্য বৃদ্ধি হলে এর বোঝা সাধারণ মানুষের ওপর চাপে। অনেকে ঔষধের মূল্য ক্রম ক্ষমতার বাইরে থাকায় সম্পূর্ণ ঔষধ খেয়ে সুস্থ হতে পারছেনা। এনপিপিএ ঔষধের মূল্য নির্ধারণ করে দিলেও অনেক কোম্পানি নির্দেশিকা লঙ্ঘন করছে। বিভিন্ন কোম্পানির তৈরি একই ঔষধের মূল্য আকাশ পাতাল ফারাক হলে অভিযোগ জানানোর জন্য ঔষধ ব্যবসায়ীদের প্রতি আহবান জানান টিপিএমআরইউ কতৃপক্ষ। সাধারণ মানুষ যাতে উপকৃত হয় সেদিকে খেয়াল রাখার জন্য ঔষধ ব্যবসায়ীদের প্রতি আহবান জানান ডেপুটি ড্রাগস কন্টোলার কাঞ্চন সিনহা।

কুমারঘাট ব্লকভিত্তিক লাভার্থী সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা,২৯ নভেম্বর।। কুমারঘাট ব্লকভিত্তিক লাভার্থী সম্মেলন আজ সুকান্তনগর গ্রামপঞ্চায়েতের রেল কলোনী এসবি স্কুলে অনুষ্ঠিত হয়। লাভার্থী সম্মেলনের উদ্বোধন করেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের কৃষি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি শুভ্রেন্দ দাস। সম্মেলনের উদ্বোধন করে তিনি বলেন, জনগণের জীবনমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিটি পঞ্চায়েতে বসবাসরত মানুষের ঘরে ঘরে বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দিতে নিরলসভাবে কাজ করছে সরকার। গ্রামগুলোতে এখন উন্নয়নের প্রতিযোগিতা চলছে। এর সুফল এখন মানুষ ভোগ করছেন। অনুষ্ঠানে কুমারঘাট পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান দেবব্রত দত্ত বলেন, মানুষের মৌলিক অধিকারগুলো প্রতিষ্ঠিত করতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণ করছে। এর ফলে মানুষের আর্থসামাজিক জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন হচ্ছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সমাজসেবী কার্তিক দাস। সভাপতিত্ব করেন কুমারঘাট পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান হ্যাপি দাস। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিডিও ডা. সুদীপ ভৌমিক। উপস্থিত ছিলেন জিলা পরিষদের সদস্য পম্পা মালাকার, সমাজসেবী অনিমেষ মালাকার প্রমুখ। অতিথিগণ সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প থেকে সুবিধাপ্রাপ্ত সুবিধাভোগীদের সাথে মতবিনিময় করেন। অনুষ্ঠানে আনুষ্ঠানিকভাবে ১ জনকে ই-শ্রম কার্ড, ১ জনকে নির্মাণ শ্রমিক কার্ড, ৪টি মৎস্য সমবায় সমিতিকে ঋণের মঞ্জুরীপত্র, ৭টি স্বসহায়ক দলকে ১ লক্ষ টাকা করে ব্যাঙ্ক ঋণের ম'রীপত্র, ৪টি পরিবারকে নতুন রেশন কার্ড ও ৩ জনকে উজ্জলা যোজনায় রান্নার গ্যাস সংযোগ দেওয়া হয়েছে। ব্লকভিত্তিক লাভার্থী সম্মেলন উপলক্ষে বিভিন্ন দপ্তরের ১০টি প্রদর্শনী স্টল খোলা হয়।

নেশা মুক্তির লক্ষ্যে বিশালগড়ে সচেতনতামূলক ক্রীড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ নভেম্বর।। রাজ্যের যুব সমাজকে নেশার করাল গ্রাস থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। মঙ্গলবার বিশালগড় মহকুমা ভিত্তিক যুবকদের নেশা মুক্তি করার লক্ষ্যে বিশালগড় যুব বিষয়ক ক্রিড়া দপ্তরের উদ্যোগে রাস্তারমাথা খেলার মাঠে কবাডি খেলার আয়োজন করা হয়।

প্রতিনিয়ত রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় যুব সমাজকে নেশা থেকে দূরে করার জন্য যুব সমাজকে নেশা থেকে দূরে রাখতে খেলার আয়োজন করা হচ্ছে। ফুটবল, ক্রিকেট , কবাডি , জোড়ুর ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তারই অঙ্গ হিসেবে মঙ্গলবার বিশালগড় মহকুমা ভিত্তিক যুবকদের নেশা মুক্তি করার লক্ষ্যে বিশালগড় যুব বিষয়ক ক্রিড়া দপ্তরের উদ্যোগে রাস্তারমাথা খেলার মাঠে কবাডি খেলার ওপর অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন ছন্দা দেববর্মা, সিপাহীজলা জেলা উত্তরের বিজেপি সভাপতি গৌরাঙ্গ ভৌমিক, জেলা উত্তর যুব মোর্চার সভাপতি দীপ্তনু দাস, বিশালগড় যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক দপ্তরের আধিকারিক। খেলা শেষে জয়ীদের মধ্যে বিভিন্ন রকম পুরস্কার প্রদান করা হয়।

গ্রাম সমৃদ্ধ হলেই দেশ উন্নত হবে ঃ উপমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ নভেম্বর।। গ্রাম সমৃদ্ধ হলেই দেশ উন্নত হবে। আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গড়ে তুলতে বর্তমান সরকার গ্রামীণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে অগ্রাধিকার দিয়েছে। পাশাপাশি গ্রামীণ এলাকায় গড়ে তোলা হচ্ছে উন্নত পরিকাঠামো। গতকাল লালসিংমুড়া গ্রামপঞ্চয়েতে গ্রামদিবস অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশে সরকার মহিলাদের স্বনির্ভর করে তোলার উপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছে। এই লক্ষ্যে গ্রামীণ মহিলাদের স্বসহায়ক দলের মাধ্যমে স্বনির্ভর করে তোলা হচ্ছে। তিনি বলেন, প্রতি ঘরে সুশাসন অভিযানে বিভিন্ন প্রকল্প ও পরিষেবার সুযোগ গ্রামীণ এলাকার মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।

লালসিংমুড়া গ্রামপঞ্চায়েতে গ্রামদিবস অনুষ্ঠানে উপমুখ্যমন্ত্রী বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের হাতে বাইসাইকেল, গর্ভবতী মহিলাদের পুষ্টি প্রকল্পের কিট ও স্বনির্ভর দলগুলির হাতে বিভিন্ন সহায়তা তুলে দেন। এ উপলক্ষে গ্রামপঞ্চায়েতে কৃষি, স্বাস্থ্য সহ বিভিন্ন দপ্তরের প্রদর্শনী স্টল খোলা হয়।

প্রদেশ যুব কংগ্রেসের সাংগঠনিক বৈঠক মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি নিজস্ব।

কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে রোজগার করতে হচ্ছে তেলিয়ামুড়ার পেডেল রিক্সা চালকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ নভেম্বর।। বিবর্তনে পেডেল চালিত রিক্সা বর্তমান বিজ্ঞান যুগে অতীত হয়ে যাচ্ছে ক্রমান্বয়ের সাথে পাল্লা দিয়ে। বিজ্ঞান যুগকে ভর করে মানুষজন বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার বাজারে নিয়ে এসেছে ব্যাটারি চালিত টমটম ই-রিস্কা। বাজারে হু হু করে ব্যাটারি চালিত টমটম ই-রিস্কা আসার ফলে পেডেল চালিত রিস্কার কদর কমেছে অনেকাংশে। তেলিয়ামুড়া শহরজুড়ে ৩০০ থেকে ৪০০ পেডেল চালিত রিকশা ছিল। কিন্তু ব্যাটারি চালিত টমটম রিস্কার দাপাদাপিতে তেলিয়ামুড়া শহরে বর্তমানে পেডেল চালিত রিস্কার সংখ্যা দাঁড়িয়েছ ৪৫ টি।

দু একজন পেডেল চালিত রিস্কার চালকের সাথে কথা বলে জানা গেল পূর্বে তারা রিস্কা চালিয়ে পরিবারের ভরণ পোষণ থেকে সন্তান সন্ততিদের খুব ভালোভাবে শিক্ষিত করতে পারছিলেন। কিন্তু বর্তমানে পরিবেশ পরিস্থিতি অনেকটাই পাল্টে গেছে। বর্তমানে পেডেল চালিত রিক্সা চালকরা নিত্যদিন রিক্সা চালিয়ে টাকাও উপার্জন করতে পারে না। কেননা বাজারে আসা যাত্রী সাধারণ ব্যাটারি চালিত টমটম ই-রিক্সা চড়েই যাতায়াত করছেন। ওই সব যাত্রীরা পেডেল চালিত রিক্সায় উঠতে নারাজ। কারণ এতে সময়ের অপচয় হয়। এই অবস্থায় একপ্রকার রোজগার হারিয়ে পেডেল চালিত রিক্সার চালকরা ভেবে পারছে না আগামী দিনে তাদের সংসারে ভরণপোষণ কিভাবে চলবে।

বেসরকারি হোটেল মালিকদের উদ্যোগে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ নভেম্বর।। মঙ্গলবার শহরের একটি বেসরকারি হোটেলের উদ্যোগে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এদিন রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন আগরতলা প্রেস ক্লাবের সম্পাদক প্রনব সরকার। উপস্থিত ছিলেন বেসরকারী হোটেলের আধিকারিকেরা। এদিনের রক্তদান শিবিরের সূচনা করে বলেন আগরতলা প্রেস ক্লাবের সম্পাদক প্রনব সরকার। পরে রক্তদান শিবির ঘুরে দেখে রক্তদাতাদের উৎসাহিত করেন তিনি।

কৈলাসহর হাসপাতালে বন্ধ্যাত্বকরণ নিয়ে সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ নভেম্বর।। বন্ধ্যাত্বকরণ শিবির ও সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠিত হয় কৈলাশহর আর জি এম হাসপাতালে কৈলাশহর মহকুমার সকল আশা কর্মী ও কৈলাশহর মহকুমার বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রীদের নিয়ে।

ত্রিপুরা স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে ও স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ মিশন সহযোগিতায় এই শিবির ও সচেতনতা মূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ঙ্গচ্চঞ্জ শঙ্কু শুভ্র দেবনাথ , সন্দীপন ভট্টাচার্য ,কৈলাশহর পুরপরিষদের চেয়ারপারসন চপলা রানী দেবরায় সহ স্বাস্থ্য দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকরা। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন কৈলাশহর পুরপরিষদের চেয়ারপারসন চপলা রানী দেবরায়। অনুষ্ঠান শেষে সারথি মিশন পরিবার বিকাশের একটি প্রচার গাড়ি কৈলাশহর আরজিএম হাসপাতালের সামনে থেকে যাত্রা শুরু করা হয়।

আন্তর্জাতিক গীতা মহোৎসবের সূচনা করলেন রাষ্ট্রপতি, গীতা যজ্ঞও করলেন দ্রৌপদী

কুরুক্ষেত্র, ২৯ নভেম্বর (হি.স.) : হরিয়ানার কুরুক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক গীতা মহোৎসবের সূচনা করলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। মঙ্গলবার কুরুক্ষেত্রের ব্রহ্ম সরোবরে আন্তর্জাতিক গীতা মহোৎসবের সূচনা করার পাশাপাশি গীতা পুজো ও গীতা যজ্ঞও করেছেন রাষ্ট্রপতি। এই সময় উপস্থিত ছিলেন হরিয়ানার রাজ্যপাল বন্দারু দত্তাত্রেয় ও মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল খাট্টার ।মঙ্গলবার হরিয়ানায় পৌঁছনোর পর রাষ্ট্রপতিকে উষ্ণ অভিবাদন জানান হরিয়ানার রাজ্যপাল বন্দারু দত্তাত্রেয় ও মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল খাট্টার। সেখান থেকে রাষ্ট্রপতি চলে যান ব্রহ্ম সরোবরে। সেখানেই তিনি আন্তর্জাতিক গীতা মহোৎসবের সূচনা করেছেন। দু""দিনের সফরে এখন হরিয়ানায় রয়েছেন রাষ্ট্রপতি।

কল্যাণপুর মধ্য বাজার থেকে উধাও মোটরসাইকেল পান ব্যবসায়ীর মাথায় হাত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২৯ নভেম্বর।। কল্যাণপুর মধ্য বাজার থেকে উধাও হয়ে গেল মোটরসাইকেল। প্রাপ্ত খবরে জানা যায় সোমবার সকালে নিজ ব্যবসায় মত্ত ছিলেন পান ব্যবসায়ী চন্দন পাল। উনার দোকানের পাশে রাখা ছিল উনার সুপার স্প্লেন্ডার বাইকটি।

কিছুক্ষণ পর হঠাৎ দেখেন উনার বাইক ওই জায়গাতে নেই অর্থাৎ কে বা কারা বাইকটি চুরি করে নিয়ে গেছে এমনটাই উনার অভিযোগ। দিন দিন কল্যাণপুরে ছিচকে চুরির ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। রবিবার ও সোমবার মিলিয়ে দুই দিনে ছিচকে চোরের কল্যানে খোয়া গেলো এক ব্যক্তির বাই সাইকেল এবং বাইক।

জানা গেছে রবিবার দিন চুরি হয় বাতেখার নকুল দাসের বাই সাইকেল সবজি বাজার থেকে। আর সোমবার সকালে কল্যাণপুর মধ্যবাজার থেকে খোয়া যায় চন্দন পাল নামের এক পান ব্যবসায়ীর বাইক। বাইকটির নাম্বার হলোটট্ট০১ডড্ড৯৩৬৩. ওই ব্যক্তি বিষয়টি থানাতেও জানান। মঙ্গলবার সন্ধ্যা অব্দি এই ব্যক্তির কোন খবর পাওয়া যায়নি।

গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডকে সমর্থন করায় মানিক সরকারের কুশপুতুল দাহ আমরা বাঙালীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ নভেম্বর।। গত ২৮ নভেম্বর সিপিআইএম দলের একটি অনুষ্ঠানে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার রাজনৈতিক তথা ভোটের স্বার্থে বাঙ্গালীদের সর্বনাশা তিপ্রা মথার গ্রেটার তিপরাল্যান্ডের দাবি সমর্থন করে বক্তব্য রেখেছেন। এর তীব্র বিরোধিতা করে মঙ্গলবার আমরা বাঙালি রাজ্য কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে বিরোধী দলনেতা কুশপতুল পোড়ানো হয়।

তারা দাবি করেন, গ্রেটার তিপরাল্যান্ডের দাবি অযৌক্তিক। তাই এই দাবি সমর্থন করে না আমরা বাঙালী দল। কারণ এ দাবি রাজ্যের জাতি জনজাতিদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে পারে।

প্রসঙ্গত, মানিক সরকার দলের একটি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিপ্রা মথার গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডের দাবীর প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। আর তাতেই আমরা বাঙালী দল প্রতিবাদী হয়ে উঠে। দলের তরফ থেকে বরাবরই ত্রিপুরা ভাগের তীব্র বিরোধীতা করা হচ্ছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।